A COMPILATION

OF

THEISTIC TEXTS

FROM THE

HINDU, BUDDHIST, SHIKH, JEWISH, CHRISTIAN, MAHOMEDAN, PARSEE AND CHINESE SCRIPTURES.

ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক

শ্লোকসংগ্রহ

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আদেশানুসারে
অনুবাদ সহিত প্রকাশিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

সপ্তম সংস্করণ।

PRINTED AND PUBLISHED BY
PARITOSE GHOSE,
AT THE NAVAVIDHAN PRESS;
NO. 3, RAMANATH MAZUMDAR STREET, CALCUTTA.

1934

Price One Rupee.

ब्राह्मधर्म्मप्रतिपादकः

श्लोकसंग्रहः

भारतवर्षीयब्राह्मसमाजानुज्ञया

सानुवादं प्रकाशितः।

अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः।
सर्व्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः॥ भागवतम्।

सुविशालमिदं विश्वं पवित्रं ब्रह्ममन्दिरम्।
चेतः सुनिर्म्मलस्तीर्थं सत्यं शास्त्रमनश्वरम्॥
विश्वासो धर्म्ममूलं हि प्रीतिः परमसाधनम्।
स्वार्थनाशस्तु वैराग्यं ब्राह्मैरेवं प्रकीर्त्त्यते॥

सप्तम-संस्करणम्

कलिकाताराजधान्यां

२ संख्यक-रमानाथ-मजुमदार-वर्त्मस्थ-यन्त्रतः

नवविधानप्रेसे परितोषघोषेण मुद्रितः प्रकाशितश्च

१८५६ शाके।

मूल्यमेकमुद्रा।

हिन्दुशास्त्रम्।

प्रथमोऽध्यायः।

(वेदा उपनिषदश्च)

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः।
दिवीव चक्षुराततम् ॥ १ ॥

ऋक्। मं १ अं ५ सू २२ ऋ २०।

পণ্ডিতগণ সেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের পরম পদ আকাশে বিস্তৃত (তাঁহার) চক্ষুর ন্যায় সর্ব্বদা দর্শন করেন।

तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते।
विष्णोर्यत् परमं पदम् ॥ २ ॥

ऋक्। मं १ अं ५ सू २२ ऋ २१।

জ্ঞানী, স্তুতিবাদক ও জাগ্রৎ ব্যক্তিরা সেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের স্বরূপ প্রকাশিত করেন।

तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां
नरो यत्र देवयवो मदन्ति।
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था
विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥ ३ ॥

ऋक्। मं १ अं २१ सू १५४ ऋ ५।

যিনি লোকত্রয় অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, সেই দীপ্যমান সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরকে লাভ করিতে অভিলাষ করিয়া লোকে যেখানে তৃপ্তি অনুভব করে, সেই তাঁহার প্রিয় ব্রহ্মলোক সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হউক। ইহা তাঁহারই পরম পদ, যেখানে মধুর উৎস বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সকলের হিতকারী বন্ধু।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া

সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-

নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ৪ ॥

ঋক্। মং ১ অ ২২ সূ ১৬৪ ঋ ২০।

দুই সুন্দর পক্ষী প্রণয়-যোগে সখ্যভাবে এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে এক জন সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিতেছেন, আর একজন অনশন থাকিয়া তাহা দর্শন করিতেছেন।

যত্রা সুপর্ণা অমৃতস্য ভাগ-

মনিমেষং বিদথাভিস্বরন্তি।

ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ

স মা ধীরঃ পাকমত্রা বিবেশ ॥ ৫ ॥

ঋক্। মং ১ অ ২২ সূ ১৬৪ ঋ ২১।

আবরণ অপগত হইলে যেখানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি স্ব স্ব ভোগের বিষয় লাভ করিবার জন্য জ্ঞানযোগে অভিমুখীন হয়, সেই সমুদায় বিশ্বের স্বামী নিত্য অবিক্রিয় পরমেশ্বর নির্ম্মলহৃদয় আমাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

স প্রাচীনান্ পর্ব্বতাঁ দৃংহদোজসা
ধরাচীনমক্রণোদপামপঃ।
অধারয়ৎ পৃথিবীং বিশ্বধায়স-
মস্তভ্নান্মায়য়া দ্যামবস্রসঃ॥ ৬॥

ঋক্। মং ২ অং ৭ সূ ১৭ ঋ ৫।

তিনি সচল পর্ব্বত সকল স্বীয় বলে স্থাপন করিয়াছেন; তিনি জলরাশিকে নিম্নগামী করিয়াছেন; তিনি বিশ্বধাত্রী পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; তিনি স্বীয় কৌশলে সৌর জগৎকে পতন হইতে রক্ষা করিতেছেন।

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥ ৭॥

ঋক্। মং ১ অ ২২ সূ ১৬৪ ঋ ৩৯।

যাঁহাতে সমুদায় দেবগণ অধিবাস করিতেছেন, সেই আকাশ-স্বরূপ অক্ষর পরব্রহ্মে ঋক্ সকল স্থিতি করে। যে ব্যক্তি তাঁহাকে না জানিল, সে ঋক্ দ্বারা কি করিবে? যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা আত্মস্বরূপে অবস্থিত হন।

ন তমংহো ন দুরিতং কুতশ্চন
নারাতয়স্তিতিরুর্ন দ্বয়াবিনঃ।

বিশ্বা হুদস্মাদ্বরসো বিবাধসে
যং সুগোপা রক্ষসি ব্রহ্মণস্পতে ॥ ৮ ॥

ঋক্‌। মং ১ অং ৩ সূ ২২ ঋ ৫।

হে জ্ঞানাধিপতি, তুমি যাহাকে রক্ষা কর, তাহাকে দুঃখ ও পাপ, শত্রুগণ ও বঞ্চকেরা কোথাও হিংসা করিতে পারে না। তুমি তাহা হইতে সমস্ত অমঙ্গলকারিগণকে দূরে অপসারিত কর।

যো বিশ্বাভি বিপশ্যতি ভুবনা সং চ পশ্যতি।
স নঃ পুষাবিতা ভুবত্‌ ॥ ৯ ॥

ঋক্‌। মং ৩ অং ৫ সূ ৬২ ঋ ৯।

যে প্রতিপালক পরমেশ্বর সকল লোক ও সমুদায় জগৎ বিশেষ-রূপে দেখিতেছেন, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াত্‌ ॥ ১০ ॥

ঋক্‌। মং ৩ অং ৫ সূ ৬২ ঋ ১০।

সেই জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতার জ্যোতির্ম্ময় আবির্ভাব ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন।

প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুঃ
তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যং মনসৈবাপ্তব্যম্‌ ॥ ১১ ॥

যজুর্ব্বেদ। প্রপা ১৪ অধ্যায় ৭ প্রা ২ ৫ ২১।

যাঁহারা তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন ও মনের মন বলিয়া জানেন, তাঁহারাই সেই পুরাতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে নিশ্চয় জানেন। কেবল মনের দ্বারাই তিনি গ্রাহ্য হয়েন।

স বা অয়মাত্মা, সর্ব্বস্য বশী, সর্ব্বস্যেশানঃ,
সর্ব্বস্যাধিপতিঃ, সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি
যদিদং কিং চ, স ন
সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো
এবাসাধুনা কনীয়ানেষ
ভূতাধিপতিরেষ লোকেশ্বর এষ
লোকপালঃ স সেতুর্বিধরণ
এষাং লোকানামসম্ভেদায় ॥ ১২ ॥

যজু। প্রপা ১৪ অধ্যায় ৩ ব্রা ২ য ২৪।

সেই পরমাত্মা সকল হইতে স্বতন্ত্র, সকলের নিয়ন্তা, সকলের অধিপতি; এই সমুদায় যাহা কিছু, তিনিই শাসন করিতেছেন। তিনি সাধু এবং অসাধু কার্য্য দ্বারা উন্নত ও অবনত হয়েন না, নিত্য অবিকারী। ইনি প্রাণিগণের অধিপতি, ইনিই সমুদায় লোকের অধীশ্বর, ইনিই সকলের প্রতিপালক। তিনি লোকভঙ্গনিবারণার্থ সেতুস্বরূপ হইয়া এই সমুদায় ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

যত্র লোকাশ্চ কোশাশ্চ
আপো ব্রহ্ম জনা বিদুঃ।

অসচ্চ যত্র সন্নাস্ত:
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতম: স্বিদেব স: ॥
যত্র তপ: পরাক্রম্য ব্রতং ধারয়ত্যুত্তরম্।
ঋতঞ্চ যত্র শ্রদ্ধা চ আপো ব্রহ্ম সমাহিতা:।
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতম: স্বিদেব স: ॥
যস্মিন্ ভূমিরন্তরীক্ষং দ্যৌর্যস্মিন্নধ্যাহিতা।
যত্রাগ্নিশ্চন্দ্রমা: সূর্য্যো বাতাস্তিষ্ঠন্তি অর্পিতা:।
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতম: স্বিদেব স: ॥ ১২ ॥

অথর্ব্ববেদ ১০। ৭। ১০—১২।

স্তম্ভস্বরূপ তিনি কে বল, যাঁহাতে সমুদায় লোক, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড, সলিল ও বেদ, সৎ ও অসৎ, তপস্যানন্তর ব্রত, ব্রতানন্তর অনুষ্ঠান, শ্রদ্ধা, ভূমি, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, আকাশ, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু স্থিতি করিতেছে।

যো ভূতঞ্চ ভব্যঞ্চ সর্ব্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি।
স্বর্যস্য চ কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নম: ॥১৪॥

অথর্ব্ব ১০। ৮। ১।

ভূত, ভবিষ্যৎ এবং সমুদায়ে যিনি অধিষ্ঠিত আছেন, স্বর্গলোক কেবল যাঁহারই, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার করি।

অনন্তং বিততং পুরুত্রা-
নন্তমন্তবচ্চ সমন্তে।

ত্বং নাকপালস্বরতি বিচিন্বন্
বিদ্বান্ ভূতমুত ভব্যমস্য ॥ ১৫ ॥

অথর্ব্ব ১০। ৮। ১২।

চতুর্দ্দিকে এক অনন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে অনন্ত এবং অন্তবৎ উভয়ই আছে। যিনি স্বর্গলোকের প্রতিপালক অনন্ত ব্রহ্ম, তিনি সর্ব্বজ্ঞ; তিনি এই বিশ্বের ভূত ভবিষ্যৎ জানিয়া বিচরণ করিতেছেন।

যো বিদ্যাৎ সূত্রং বিততং যস্মিন্নোতাঃ প্রজা ইমাঃ।
সূত্রং সূত্রস্য যো বিদ্যাৎ স বিদ্যাদ্ব্রাহ্মণং মহৎ॥ ১৬ ॥

অথর্ব্ব ১০। ৮। ৩৭।

যে সূত্রে এই সমুদায় প্রজা গ্রথিত রহিয়াছে, সেই বিস্তৃত সূত্রকে, সূত্রের সূত্রকে যিনি জানেন, তিনিই সেই মহৎ ব্রহ্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান অবগত।

অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভূ-
রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ।
তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যো-
রাত্মানং ধীরমজরং যুবানম্ ॥ ১৭ ॥

অথর্ব্ব ১০। ৮। ৪৪।

সেই পরমাত্মা কামনাপরিশূন্য, বিকারবিরহিত, অমৃত, স্বয়ম্ভু, নিজ আনন্দে নিজে পরিতৃপ্ত, কিছুতেই ন্যূন নহেন। অবিকারী, অমর, শ্রেষ্ঠ সেই পরমাত্মাকে জানিয়া মনুষ্য আর মৃত্যুকে ভয় করে না।

সহৃদয়ং সাম্মনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ।
অন্যোন্যমভিহর্য্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা॥
অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সম্মনাঃ।
জায়া পত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শান্তিবান্॥
মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্ মা স্বসারমুত স্বসা।
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদতু ভদ্রয়া॥ ১৮॥

অথর্ব্ব ৩। ৩০। ১—৩।

তোমাদিগের মধ্যে সহৃদয়তা, সমচিত্ততা এবং অবিদ্বেষ বিধান করি। নবজাত-বৎস-দর্শনে গাভী যেমন হৃষ্টা হয়, তেমনি তোমরা পরস্পরের চিত্ত হরণ কর। পুত্র পিতার অনুগামী হউক এবং মাতার সহিত একমনা হউক। পত্নী পতিকে মধুর বাক্য বলুক, এবং স্বামী শান্তিযুক্ত হউক। ভ্রাতা যেন ভ্রাতাকে, ভগিনী যেন ভগিনীকে দ্বেষ না করে। মনোজ্ঞ এবং সমানব্রতধারী হইয়া সকলে ভদ্র বাক্য বলুক।

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।
প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্য্যে॥ ১৯॥

অথর্ব্ব ১৯। ৬২। ১।

কেবল দেবগণের প্রিয় করিও না, কেবল রাজগণের প্রিয় করিও না, শূদ্র আর্য্য সমভাবে সকলকে প্রিয় অবলোকন কর।

বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ।
ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ॥ ২০॥

শতপথব্রাহ্মণ ১০। ৫। ৪। ১৬।

যেখানে সমুদায় কামনার বিষয় পরিসমাপ্ত হইয়াছে, সেখানে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানে লোকে আরোহণ করে। দক্ষিণা সেখানে যায় না, তপস্বীও যদি ব্রহ্মজ্ঞানপরিশূন্য হয়, সেখানে তাহার যাইবার অধিকার নাই।

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদো-
ঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং
নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥ ২১॥

মুণ্ডকোপনিষৎ ১। ১। ৫।

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, এ সমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহা দ্বারা সেই অবিনাশী পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণ-
মচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্
নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং
তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥ ২২॥

মু ১। ১। ৬।

যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অতীত, জন্মরহিত, রূপরহিত, চক্ষুঃশ্রোত্রবিহীন, সেই হস্তপদশূন্য, জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, অতি সূক্ষ্মস্বভাব, হ্রাসরহিত, সর্ব্বভূতের কারণ পরব্রহ্মকে ধীরেরা সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টি করেন।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ২৩ ॥

মু ২।১।৩।

ইঁহা হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয়, এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ২৪ ॥

মু ২।২।৮।

সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে দর্শন করিলে সাধকের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়, সকল সংশয় বিদূরিত হয়, এবং সমুদায় কর্ম্ম ক্ষয় হয়।

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবা-
নেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ২৫ ॥

মু ৩।১।৪।

ইনি সকলের প্রাণস্বরূপ, যিনি সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন। জ্ঞানী ব্যক্তি ইঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না; ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পরমাত্মাতে রমণ করেন এবং সৎকর্ম্মশীল হয়েন। ইনি ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্‌।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥ ২৬ ॥

মু ৩।১।৫।

এই পরমাত্মাকে নিয়ত সত্য, তপস্যা, সম্যক্‌ জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা লাভ করা যায়। সেই জ্যোতির্ম্ময় নিষ্কলঙ্ক পরমেশ্বর শরীরের অভ্যন্তরে মনোমধ্যে বিরাজ করেন। যোগিগণ নিষ্পাপ হইয়া তাঁহাকেই দর্শন করেন।

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্‌ ॥ ২৭॥

মু ৩।১।৬।

সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় হয় না।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥ ২৮ ॥

মু ৩।১।৮।

তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যের গ্রাহ্য নহেন, এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জ্ঞানপ্রসাদে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন।

ঈশাবাস্যমিদꣳ সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥ ২৯ ॥

ঈশোপনিষৎ ১।

এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ, তৎসমুদায়ই পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। বিষয়লালসা পরিত্যাগ করিয়া ভোগ কর; কাহারও ধনে লোভ করিও না।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ৩০ ॥

ঈশ ৫।

তিনি চলেন, তিনি চলেন না; তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন; তিনি এই সকলের অন্তরে আছেন, তিনি এই সকলের বাহিরেও আছেন।

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ-
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ
সমাভ্যঃ ॥ ৩১ ॥

ঈশ ৮।

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা-ও-ব্রণ-রহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ

ও স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগের যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন।

यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ২২ ॥

तलवकारोपनिषत् (१) ४ ।

যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम् ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ २३ ॥

तल (१) ५ ।

মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

नाहं मन्ये सुवेदेति, नो न वेदेति वेद च ।

यो नस्तद्वेद तद्वेद, नो न वेदेति वेद च ॥ २४ ॥

तल (२) १० ।

আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, এমন মনে করিও না। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে। "আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে" এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি আমাদিগের মধ্যে জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদ-
নিরাকরণমস্তু ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্ম শান্তি।

ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি ; তিনি আমাকর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন।

স্বর্গে লোকে ন ভয়ঙ্কিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং, ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাশনায়াপিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ২৬ ॥

কঠোপনিষদ্ ১। ১২।

স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই, হে মৃত্যু, তুমিও সেখানে নাই, জরাকেও কেহ ভয় করে না ; ক্ষুধা পিপাসা এ উভয়কেই অতিক্রম করিয়া শোক হইতে মুক্ত ব্যক্তি স্বর্গলোকে আনন্দিত হয়েন।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্বৃণীতে ॥ ২৭ ॥

কঠ ২। ২।

শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়, ধীর ব্যক্তি সম্যক্ বিবেচনা করিয়া এই দুইকে পৃথক করেন। ইহার মধ্যে ধীর ব্যক্তি প্রেয়কে

ত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, আর মন্দ ব্যক্তি লাভ ও লব্ধ বিষয়ের রক্ষার্থ প্রেয়কে গ্রহণ করে।

তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥ ২৮ ॥

কঠ ২। ১২।

তিনি দুর্জ্ঞেয়, তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ়রূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তিনি আত্মাতে স্থিতি করেন ও অতি নিগূঢ় স্থানেও বাস করেন, তিনি নিত্য; ধীর ব্যক্তি পরমাত্মার সহিত স্বীয় আত্মার সংযোগ-পূর্ব্বক অধ্যাত্মযোগে সেই প্রকাশবান্ পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া হর্ষ শোক হইতে বিমুক্ত হয়েন।

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়া-
নাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥

কঠ ২। ২০।

পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম এবং মহৎ হইতেও মহৎ। তিনি প্রাণিগণের হৃদয়ে বাস করেন। বিগতশোক নিষ্কাম ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-বৃত্তির নির্ম্মলতাবশতঃ বিধাতার প্রসাদে পরমাত্মার তাদৃশ মহিমাকে দর্শন করেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥ ৪০ ॥

কঠ ২। ২২।

অনেক উত্তম বচন দ্বারা বা মেধা দ্বারা অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না। যে সাধককে এই পরমাত্মা মনোনীত করেন, সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪১ ॥

কঠ ২। ২৪।

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, এবং কর্ম্মফলকামনা-প্রযুক্ত যাহার মন স্থির হয় নাই, সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ ৪২ ॥

কঠ ৩। ১২।

এই চিৎস্বরূপ পরমাত্মা সমুদায় প্রাণীর মধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে স্থিতি করিতেছেন। অধ্যাত্মদর্শী সাধকগণ একাগ্রমনে তাঁহাকে দর্শন করেন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥ ৪২ ॥

কঠ ৩। ১৪।

হে জীবসকল, উত্থান কর, অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হও, এবং উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকট যাইয়া জ্ঞানলাভ কর। পণ্ডিতেরা এই পথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম বলিয়াছেন।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তম্মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৪ ॥

কঠ ৩। ১৫।

যাঁহার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, ক্ষয় নাই, যিনি অনাদি, অনন্ত, যিনি মহৎ হইতেও মহৎ, নিত্য ও নির্ব্বিকার, জীব তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হয়।

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালা-
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ ৪৫ ॥

কঠ ৪। ২।

অল্পবুদ্ধি লোকসকল বহির্বিষয়েতেই আসক্ত হইয়া মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়; ধীর ব্যক্তিরা ধ্রুব অমৃতকে জানিয়া সংসারের তাবৎ অনিত্য পদার্থের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না।

য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামঙ্কামম্পুরুষোনির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন॥ ৪৬॥

কঠ ৫। ৮।

যখন তাবৎ প্রাণী নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তখন যে পূর্ণ পুরুষ জাগ্রৎ থাকিয়া সকলের প্রয়োজনীয় নানা অর্থ নির্ম্মাণ করেন, তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃতরূপে উক্ত হয়েন; তাঁহাতে লোকসকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

নিত্যোঽনিত্যানাঞ্চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্‌।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্‌॥ ৪৭॥

কঠ ৫। ১৩।

যিনি তাবৎ অনিত্য বস্তুর মধ্যে একমাত্র নিত্য, যিনি সকল চেতনের একমাত্র চেতয়িতা, যিনি একাকী প্রাণিপুঞ্জের সমুদায় কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, যে ধীরেরা তাঁহাকে আত্মস্থ দর্শন করেন, তাঁহাদের নিত্য শান্তি হয়, অপরের তাহা কদাপি হয় না।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ৪৮ ॥

কঠ ৫। ১৫।

সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারকাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, এই সকল বিদ্যুৎও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; তবে এই অগ্নি তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? সমুদায় জগৎ সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরেরই প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে; এই সমুদায় তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত হইতেছে।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৪৯ ॥

কঠ ৬। ২।

এই প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নিঃসৃত হইয়া তাঁহারই অধিষ্ঠানে যথানির্দ্দিষ্ট নিয়মে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহাভয়ানক। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ৫০ ॥

কঠ ৬। ৩।

ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে এবং পঞ্চম মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य
न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्।
हृदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो
य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ ५१ ॥

কঠ ৬। ৯।

ইঁহার স্বরূপ চক্ষুর গোচর নহে, সুতরাং ইঁহাকে কেহ চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না। ইনি হৃদ্গত সংশয়রহিত জ্ঞান দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন। এইরূপে যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा।
अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथन्तदुपलभ्यते ॥ ५२ ॥

কঠ ৬। ১২।

তিনি বাক্য দ্বারা, কি মনের দ্বারা, কি চক্ষুর দ্বারা কাহারও কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হয়েন না। তিনি আছেন, এই কথা যে বলে, তদ্ভিন্ন তিনি অন্য ব্যক্তি দ্বারা কি উপায়ে উপলব্ধ হইবেন?

एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता
घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा।

অন্তঃ বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ
স পরেঽক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৫২ ॥

প্রশ্নোপনিষৎ ৪। ৯।

এই জীবাত্মাই দর্শন করে, স্পর্শ করে, শ্রবণ করে, আঘ্রাণ করে, রসাস্বাদন করে, চিন্তা করে, উপলব্ধি করে এবং কর্ম্ম সাধন করে; ইহাকেই জ্ঞানময় পুরুষ বলা যায়। এই আত্মাই সেই অবিনশ্বর পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

ব্রহ্মোডুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি ॥ ৫৪ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ২। ৮।

জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ ভেলা দ্বারা ভব-সাগরের ভয়াবহ স্রোত হইতে উত্তীর্ণ হয়েন।

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

শ্বেত ৩। ১২।

এই মহান্ পুরুষ সকলের প্রভু এবং অন্তঃকরণের প্রবর্ত্তক। জ্ঞানজ্যোতিঃস্বরূপ এই অনন্ত ঈশ্বর সুনির্ম্মল পদপ্রাপ্তি বিধান করিয়া থাকেন।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ ॥ ৫৬ ॥

শ্বেত ৩। ১৭।

তাঁহার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশ পায়, কিন্তু তিনি স্বয়ং সকল ইন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত। তিনি সকলের প্রভু ও শাস্তা, সকলের আশ্রয় এবং সকলের সুহৃদ্।

অপাণিপাদো যবনো গ্রহীতা

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা

তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥ ৫৭ ॥

শ্বেত ৩। ১৯।

তাঁহার হস্ত নাই, তথাপি তিনি গ্রহণ করেন; তাঁহার পদ নাই, তথাপি তিনি দূরগামী; তাঁহার চক্ষু নাই, তথাপি তিনি দর্শন করেন; তাঁহার কর্ণ নাই, তথাপি তিনি শ্রবণ করেন। তিনি যাবৎ বেদ্য বস্তু তৎসমুদায় জানেন, কিন্তু তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই; ধীরেরা তাঁহাকে সকলের আদি ও মহান্ পুরুষ বলিয়াছেন।

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগা-

দ্বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি।

বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ৫৮

শ্বেত ৪। ১।

যিনি এক এবং বর্ণহীন, এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহুপ্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, তিনি আদিতে সমুদায় ব্যক্ত করেন, অন্তে সংহরণ করেন। তিনি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

तमीश्वराणां परमं महेश्वरं
तन्दैवतानां परमञ्च दैवतम्।
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्-
विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्॥ ५९॥

শ্বেত ৬। ৭।

সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, সকল পতির যিনি পরম পতি, সেই পরাৎপর প্রকাশবান্ ও স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই।

असतो मा सद्गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्माऽमृतं गमय॥ ६०॥

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১। ৩। ২৮।

অসত্য হইতে আমাকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও।

तदेतत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात्
प्रेयोऽन्यस्मात् सर्व्वस्मादन्तरतरं यदयमात्मा॥ ६१॥

বৃহ ১। ৪। ৮।

সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম যে এই পরমাত্মা, ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় ও আর আর সকল হইতে প্রিয়।

স যোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ
প্রিয়ং রোৎস্যতীতীশ্বরো হ তথৈব স্যাৎ।
আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত,
স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে
ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি ॥ ৬২ ॥

বৃহ ১। ৪। ৮।

যে ব্যক্তি পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে প্রিয় বলে, তাহাকে যে সাধক বলেন, তোমার প্রিয় বিনষ্ট হইলে, তিনি বলিতে সক্ষম, কেন না এইরূপই হইবে। সেই পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। যিনি তাঁহাকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কদাপি বিনষ্ট হয় না।

ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্য সত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়মস্মিন্ সত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং সাত্যস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥ ৬৩ ॥

বৃহ ৪। ৫। ১২।

এই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর সমুদায় প্রাণীর মধুস্বরূপ, সমুদায় প্রাণীও এই সত্যের নিকট মধুরূপে প্রকাশবান্। এই সত্যে এই যে অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় পরাত্মা পুরুষ, এই যে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় সত্যসম্ভূত জীবাত্মা পুরুষ, ইহারাও

পরস্পর পরস্পরের নিকট মধুস্বরূপ। এই যে পরমাত্মা, ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই সকল।

স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা। তদ্‌যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতা এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ ॥ ৬৪ ॥

বৃহ ৫। ১৫।

সেই এই পরমাত্মা সকলের অধিপতি ও সকলের রাজা। যেমন রথচক্রের নাভিদেশে ও নেমিদেশে অরসকল সংযুক্ত থাকে, তদ্রূপ এই পরমাত্মাতে সমুদয় প্রাণী ও সকল আত্মা সমর্পিত রহিয়াছে।

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি। নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি। সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্। যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি ॥ ৬৫ ॥

বৃহ ৪। ৪। ২। ৩।

মৈত্রেয়ী বলিলেন, "হে ভগবন্, যদি ধনেতে পরিপূর্ণ এই সমুদায় পৃথিবী আমার হয়, তবে তদ্দ্বারা কি আমি অমর হইতে পারি ?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, "না। ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদিগের জীবন যেরূপ, তোমার জীবন সেইরূপ হইবেক। ধন দ্বারা অমৃতত্বলাভের আশা

নাই।" মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যদ্দ্বারা আমি অমর হইতে না পারি, তাহা লইয়া আমি কি করিব? এ বিষয়ে আপনি যাহা জানেন, তাহাই আমাকে বলুন"।

স হোবাচ এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি, অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যম্। ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন॥ ৫৫॥

বৃহ৩।৮।৮

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গার্গি, ব্রাহ্মণেরা যাঁহাকে অভিবাদন করেন, তিনি এই অবিনাশী ব্রহ্ম। তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন; তিনি লোহিত নহেন, স্নেহময় পদার্থ নহেন, ছায়া নহেন, অন্ধকার নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন, আসক্তি নহেন, কোন রস নহেন, গন্ধ নহেন। তাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, বাক্য নাই, মন নাই, তেজ নাই, শারীরিক প্রাণও নাই; তিনি মুখবিহীন ও অনুপম। তিনি অন্তর্বাহ্যশূন্য। তিনি কাহাকেও ভক্ষণ করেন না, তাঁহাকেও কেহ ভক্ষণ করে না।

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা

মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যাঃ যাং যাঞ্চ দিশমন্বেতি ॥ ৬৭ ॥

বৃহ ৫। ৮। ৯।

হে গার্গি, এই অবিনাশী পরমেশ্বরের শাসনে সূর্য্য চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। হে গার্গি, এই অবিনাশী পুরুষের শাসনে দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। হে গার্গি, এই অবিনাশী ঈশ্বরের শাসনে নিমেষ মুহূর্ত্ত অহোরাত্র পক্ষ মাস ঋতু সংবৎসর বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। হে গার্গি, এই অবিনাশী পরম পুরুষের শাসনে অনেকানেক পূর্ব্ববাহিণী পশ্চিমবাহিনী নদী সকল শ্বেত পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া সেই সেই দিকে প্রবাহিত রহিয়াছে।

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিঁল্লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি। যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥ ৬৮ ॥

বৃহ ৫। ৮। ১০।

হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া, যদিও ইহলোকে বহু সহস্র বৎসর হোম যাগ তপস্যা করে, তথাপি

সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না। হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয়, সে কৃপাপাত্র অতি দীন। আর যিনি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে জানিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ।

তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্তৃবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি॥ ১৫॥

বৃহ ৫। ৮। ১১।

হে গার্গি, এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে কেহ দর্শন করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন; কেহ তাঁহাকে শ্রুতিগোচর করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন; কেহ তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলকেই মনন করেন; কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানেন; ইঁহা ব্যতীত দ্রষ্টা নাই, ইঁহা ব্যতীত স্রষ্টা নাই, ইঁহা ব্যতীত শ্রোতা নাই, ইঁহা ব্যতীত মননকর্ত্তা নাই, ইঁহা ব্যতীত বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি, আকাশ এই অবিনাশী পরমেশ্বরেতে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

সলিল একো দ্রষ্টাদ্বৈতো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি হৈনমনুশশাস যাজ্ঞবল্ক্যঃ। এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য

পরম আনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রা-মুপজীবন্তি ॥ ৩০ ॥

বৃহ ৪। ৩। ৩২।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য রাজর্ষি জনককে এই উপদেশ দিলেন, হে রাজন্, সলিলবৎ স্বচ্ছ সেই এক অদ্বিতীয় সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বরই ব্রহ্মলোক। ইনিই ইহার (জীবাত্মার) পরম গতি, ইনিই ইহার পরম্ সম্পদ্, ইনিই ইহার পরম লোক, ইনিই ইহার পরম আনন্দ। এই আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের কণামাত্র আনন্দ অপরাপর সমুদায় জীব উপভোগ করিতেছে।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ৩১ ॥

বৃহ ৪। ৪। ৭।

ইহার হৃদয়ে যে সকল কামনা আছে, যখন সেই সকল কামনা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন মনুষ্য অমর হয় এবং ইহলোকেই ব্রহ্মসহবাস সম্ভোগ করে।

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং
ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্য-
থেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি ॥ ৩২ ॥

বৃহ ৪। ৪। ১৪।

ইহলোকেই আমরা তাঁহাকে অবগত হই। যদি তাঁহাকে অবগত না হই, তবে আমি তৎসম্বন্ধে অজ্ঞান হইলাম। এই

অজ্ঞানতা হইতে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়; যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন; আর যাহারা তাঁহাকে অবগত নহে, তাহারা কেবল দুঃখভোগ করে।

যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে ॥ ৩২ ॥

৪। ৪। ১৫।

যখন ধীর ব্যক্তি কালত্রয়ের প্রভু প্রকাশবান্ পরমাত্মাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে দর্শন করেন, তখন আর তিনি কাহারও নিন্দায় প্রবৃত্ত হন না।



দ্বিতীয়োऽধ্যায়ঃ।

(মনুসংহিতা যোগবাশিষ্ঠঞ্চ।)

ইন্দ্রিয়াণাম্প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি ॥ ৩৪ ॥

মনুঃ ২। ৯৩।

ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইলে নিশ্চয় দোষ উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহাদিগকে বশীভূত করিলে সিদ্ধিলাভ হয়।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ৩৫ ॥

মনুঃ ২। ৯৪।

কাম্য বস্তুর উপভোগে কখন বাসনা নিবৃত্ত হয় না, বরং আরও বৃদ্ধি পায়; ঘৃতসহকারে অগ্নি যেরূপ আরও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়াণান্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্ ॥ ৩৬ ॥

মনুঃ ২। ৯৯।

সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি এক ইন্দ্রিয়ের স্খলন হয়, তবে তাহাতেই লোকের বুদ্ধিভ্রংশ হয়; যেমন চর্ম্মময় পাত্রের একমাত্র ছিদ্র দ্বারা সমুদায় জল নিঃসৃত হইয়া যায়।

বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুম্॥ ৭৭॥

মনুঃ ২। ১০০।

ধার্ম্মিক ব্যক্তি ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত ও মনকে সংযত রাখিয়া, অস্বাভাবিক উপায়ে শরীরক্ষয় না করিয়া, তাবৎ কর্ম্ম সংসাধন করেন।

পরপত্নী তু যা স্ত্রী স্যাদসম্বন্ধা চ যোনিতঃ।
তাং ব্রূয়াৎ ভবতীত্যেবং সুভগে ভগিনীতি চ॥ ৭৮॥

মনুঃ ২। ১২৯।

যে নারী পরপত্নী এবং যাঁহার সহিত শোণিতসম্পর্ক নাই, তাঁহাকে মাননীয়া, ভাগ্যবতী বা ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিবেক।

যস্য বাঙ্মনসে শুদ্ধে সম্যগ্গুপ্তে চ সর্ব্বদা।
স বৈ সর্ব্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলম্॥ ৭৯॥

মনুঃ ২। ১৬০।

যাহার বাক্য ও মন পরিশুদ্ধ এবং সর্ব্বদা সংযত, সে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সর্ব্বপ্রকার ফল লাভ করে।

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি॥ ৮০॥

মনুঃ ২। ২২৭।

পিতা মাতা ইহলোকে সন্তানের জন্য যাদৃশ ক্লেশ সহ্য করেন, পুত্র শত বর্ষেও তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না।

विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम् ।
अमित्रादपि सद्वृत्तममेध्यादपि काञ्चनम् ॥ ৮১ ॥

মনুঃ ২ । ২২৬ ।

বিষ হইতেও, অমৃত গ্রহণ করিবেক, বালকের মুখ হইতেও সৎ কথা শ্রবণ করিবেক, শত্রুর নিকট হইতেও সাধু দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিবেক এবং অপবিত্র স্থান হইতেও কাঞ্চন গ্রহণ করিবেক।

सन्तोषम्परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत् ।
सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्य्ययः ॥ ৮২ ॥

মনুঃ ৪ । ১২ ।

সুখার্থী সংযত ব্যক্তি পরম সন্তোষ লাভ করেন; কারণ সন্তোষই সুখের মূল, অসন্তোষই দুঃখের কারণ।

इन्द्रियार्थेषु सर्व्वेषु न प्रसज्येत कामतः
अतिप्रसक्तिञ्चैतेषां मनसा सन्निवर्त्तयेत् ॥ ৮৩ ॥

মনুঃ ৪ । ১৬ ।

বাসনার পরতন্ত্র হইয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আসক্ত হইবে না, এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি অত্যাসক্তি নিবারণ করিবে।

सर्व्वं परवशं दुःखं सर्व्वमात्मवशं सुखम् ।
एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ ৮৪ ॥

মনুঃ ৪ । ১৬০ ।

যাহা কিছু পরাধীন, তাহা দুঃখের কারণ; আত্মবশ সকলই সুখের কারণ। সংক্ষেপে সুখ দুঃখের এই লক্ষণ জানিবেক।

एक: प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ।

एकोऽनुभुंक्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् ॥ ८५ ॥

মনু: ৪। ২৪০।

একাকী মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়; একাকীই স্বীয় পুণ্যফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃত ফল ভোগ করে।

एकाकी चिन्तयेन्नित्यं विविक्ते हितमात्मन: ।

एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति ॥ ८६ ॥

মনু: ৪। ২৫৮।

প্রতিদিন একাকী নির্জ্জনে আপনার হিত চিন্তা করিবেক। একাকী চিন্তা করিলে পরম মঙ্গল লাভ হয়।

अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मन: सत्येन शुध्यति ।

विद्यातपोभ्यांभूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ॥ ८७ ॥

মনু: ৫। ১০৯।

জলের দ্বারা গাত্র শুদ্ধ হয়, সত্যের দ্বারা মন শুদ্ধ হয়, ব্রহ্মজ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা আত্মা শুদ্ধ হয় এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধ হয়।

अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन ।

न चेमन्देहमाश्रित्य वैरं कुर्व्वीत केनचित् ॥ ८८ ॥

মনু: ৬। ৪৭।

কেহ কঠোর কথা বলিলে তাহা সহ্য করিবেক, কাহাকেও অব-মাননা করিবেক না; এই মানব-দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত বৈর আচরণ করিবেক না।

क्रुध्यन्तं न प्रतिक्रुध्येदाक्रुष्टः कुशलं वदेत्।
सप्तद्वारावकीर्णाञ्च न वाचमनृतां वदेत् ॥ ৮৯ ॥

मनुः ६।४৮।

ক্রুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ করিবেক না, কেহ নিন্দা করিলেও তাহাকে ভাল কথা বলিবেক; পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনোবুদ্ধিতে বিক্ষিপ্ত হইলেও মিথ্যা কথা বলিবেক না।

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च।
अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ৯০ ॥

मनुः ६।६০।

ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে, রাগদ্বেষ-ক্ষয়ে ও অহিংসায় মনুষ্যের অমৃতত্ব লাভ হয়।

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः।
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥ ৯১ ॥

मनुः ६।৭১।

যেমন অগ্নিসংযোগে ধাতুর মল ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ প্রাণ-নিগ্রহে ইন্দ্রিয়গণের দোষ দগ্ধ হইয়া যায়।

सम्यग्दर्शनसम्पन्नः कर्म्मभिर्न निबध्यते।
दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ ৯২ ॥

मनुः ६।৭৪।

যাঁহার সম্যক্ দর্শন হইয়াছে, তিনি কর্ম্মে বদ্ধ হন না। সম্যক্-দর্শনবিহীন লোকেই সংসারগতি প্রাপ্ত হয়।

যদা ভাবেন ভবতি সর্ব্বভাবেষু নিস্পৃহঃ।

তদা সুখমবাপ্নোতি প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্॥ ৫৩॥

মনুঃ ৬। ৮০।

যখন মনুষ্য তত্ত্বচিন্তাদ্বারা সমুদায় বহির্বিষয়ে নিস্পৃহ হয়েন, তখন তিনি ইহলোক পরলোকে নিত্য সুখ লাভ করেন।

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥ ৫৪॥

মনুঃ ৬। ৯২।

ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃসংযম, অচৌর্য্য, দেহ ও অন্তর শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, জ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, সত্যকথন ও অক্রোধ, ধর্ম্মের এই দশ প্রকার লক্ষণ।

পাত্রস্য হি বিশেষেণ শ্রদ্দধানতয়ৈব চ।

অল্পং বা বহু বা প্রেত্য দানস্যাবাপ্যতে ফলম্॥ ৫৫॥

মনুঃ ৭। ৮৬।

দাতা আপনার শ্রদ্ধা এবং পাত্রের যোগ্যতা অনুসারে দানের অল্প বা বহু ফল পরলোকে প্রাপ্ত হয়েন।

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।

শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি॥ ৫৬॥

মনুঃ ৮। ১৭।

ধর্ম্ম কেবল একই মিত্র, যিনি মরণকালেও অনুগামী হয়েন; আর সমুদায়ই শরীরের সহিত বিনাশ পায়।

एकोऽहमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे।
नित्यं स्थितस्ते हृद्येष पुण्यपापेक्षिता मुनिः॥ ৫৭॥

মনুঃ ৮। ৯১।

হে ভদ্র, "আমি একাকী আছি," এই যে তুমি মনে করিতেছ, ইহা মনে করিবে না। কারণ, এই পুণ্যপাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিত্য বিরাজ করিতেছেন।

अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषैराप्तकारिभिः।
आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः॥ ৫৮॥

মনুঃ ৯। ১২।

বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা; যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা।

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
एतत् सामासिकं धर्म्मं चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मनुः॥ ৫৯॥

মনুঃ ১০। ৬৩।

মনু বলিয়াছেন যে, অহিংসা, সত্যবাক্য, অচৌর্য্য, দেহ ও চিত্তশুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সংযম, এ সমুদায়ই সকল জাতির সাধারণ ধর্ম্ম।

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ ॥ ১০০

মনুঃ ১১। ২৩০।

পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত সন্তাপ করিলে, সেই পাপ হইতে মনুষ্য মুক্ত হয়। এমন কর্ম্ম আর করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়।

অজ্ঞানাদ্যদি বা জ্ঞানাৎ কৃত্বা কর্ম্ম বিগর্হিতম্।
তস্মাদ্বিমুক্তিমন্বিচ্ছন্ দ্বিতীয়ন্ন সমাচরেৎ ॥ ১০১ ॥

মনুঃ ১১। ২৩২।

কোন ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে বা জ্ঞাতসারে পাপাচরণ করিয়া তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করিলে, সে আর দ্বিতীয়বার তাহা করিবে না।

যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করম্।
সর্ব্বন্তু তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্ ॥ ১০২ ॥

মনুঃ ১১। ২৩৮।

যাহা দুস্তর, দুষ্প্রাপ্য, দুর্গম ও দুষ্কর, তৎসমুদায়ই তপস্যাসাধ্য; তপস্যা দ্বারা সকলই জয় করা যায়।

যৎকিঞ্চিদেনঃ কুর্ব্বন্তি মনোবাঙ্মূর্ত্তিভির্জ্জনাঃ।
তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহন্ত্যাশু তপসৈব তপোধনাঃ ॥ ১০৩ ॥

মনুঃ ১১। ২৪১।

তপোধনেরা শরীর মন বাক্য দ্বারা যাহা কিছু পাপাচরণ করেন, তপস্যা দ্বারাই তৎসমুদায় শীঘ্র ভস্মীভূত করিয়া থাকেন।

এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরম্পদম্॥ ১০৪॥

মনুঃ ১২। ১২৫।

এইরূপে যিনি স্বয়ং সর্ব্বভূতে ঈশ্বরকে সন্দর্শন করেন, তিনি সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মের পরম পদ লাভ করেন।

দিবি ভূমৌ তথাকাশে বহিরন্তশ্চ মে বিভুঃ।
যো বিভাত্যবভাসাত্মা তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥ ১০৫॥

যোগবাশিষ্ঠম্ ১। ১।

যে বিভু সকলের অন্তরাত্মা হইয়া স্বর্গে, ভূতলে, আকাশে ও আমার অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতেছেন, সেই সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরকে আমি নমস্কার করি।

অশেষেণ পরিত্যাগো বাসনানাং য উত্তমঃ।
মোক্ষ ইত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ স এব বিমলক্রমঃ॥ ১০৬॥

যোগ ১। ৫।

সাধুরা সম্পূর্ণরূপে বাসনাপরিত্যাগই উৎকৃষ্ট মোক্ষ এবং তাহাই ব্রহ্মলাভের প্রকৃষ্ট সোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥ ১০৭॥

যোগ ২। ২৮।

বৃক্ষাদিও জীবন ধারণ করে, মৃগ পক্ষীরাও জীবন ধারণ করে;

কিন্তু যাঁহার মন ব্রহ্মমনন দ্বারা সজীব হয়, তিনিই যথার্থ জীবন ধারণ করেন।

তে বন্দ্যাস্তে মহাত্মানস্ত এব পুরুষা ভুবি।

যে সুখেন সমুত্তীর্ণাঃ সাধো! যৌবনসঙ্কটাৎ॥ ১০৮॥

যোগ ২। ৮৮।

হে সাধো, যাঁহারা যৌবনকালরূপ বিষম বিপদ্ হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন, এ পৃথিবীতে তাঁহারাই বন্দনীয়, তাঁহারাই মহাত্মা, তাঁহারাই পুরুষ।

প্রভবন্ত্যরিবদ্বিন্দ্রিয়াণ্যেব সত্যং যাতমসত্যতাম্।

প্রহরত্যাত্মনাত্মানং মনসো হি মনোরিপুঃ॥ ১০৯॥

যোগ ২। ১৪১।

অনেক সময় ইন্দ্রিয়গণ শত্রুতাচরণ করে, সত্যও অসত্য হইয়া যায়। অতএব মনুষ্য আপনাকেই আপনি প্রহার করে; মনই মনের রিপু।

ভ্রান্তস্ততো দূরতরং বিহৃত্য

প্রবিশ্য গেহং দিবসাবসানে।

বিবেকিলোকাশ্রয়সাধুবৃত্ত-

রিক্তং হি রাত্রৌ ক উপৈতি নিদ্রাম্॥ ১১০॥

যোগ ২। ১৫৫।

কোন্ ব্যক্তি সমস্ত দিন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, সায়ংকালে সাধুসঙ্গ-ও-সচ্চরিত্র-পরিশূন্য গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক রজনীতে নিদ্রা যাইতে পারে?

নাভিনন্দামি মরণং নাভিনন্দামি জীবনম্।
যথা তিষ্ঠামি তিষ্ঠামি তথৈব বিগতজ্বরঃ ॥ ১১১ ॥

যোগ ২। ২৬৩।

আমি মরণেরও অভিনন্দন করি না, জীবনেরও প্রশংসা করি না। যেরূপ থাকি, তাহাতেই অসন্তপ্তাবস্থায় অবস্থিতি করিতে চাই।

যশঃপ্রভৃতিকা যস্মৈ হেতুনৈব বিনা পুনঃ।
ভোগা ইহ ন রোচন্তে জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১১২ ॥

যোগ ৩। ৫৩।

যশঃপ্রভৃতি ভোগের বিষয় বিনা কারণে যাঁহার নিকট ভাল লাগে না, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া উক্ত হয়েন।

অশুভেষু সমাবিষ্টং শুভেষ্বেবাবতারয়।
স্বমনঃ পুরুষার্থেন বলেন বলিনাং বর ॥ ১১৩ ॥

যোগ ৪। ১০।

হে বলিশ্রেষ্ঠ, অশুভবিষয়ে সমাবিষ্ট তোমার মনকে পুরুষকার-বলে শুভবিষয়ে অবতারণ কর।

মোক্ষদ্বারে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শমো বিচারঃ সন্তোষশ্চতুর্থঃ সাধুসঙ্গমঃ ॥ ১১৪ ॥

যোগ ৪। ৪৬।

শান্তি, ব্রহ্মজ্ঞান, সন্তোষ ও সাধুসঙ্গ, এই চারি দ্বারপাল মুক্তি-দ্বারে নিয়ত বর্ত্তমান।

স্বানুভূতিঃ সুশাস্ত্রস্য গুরোশ্চৈবৈকবাক্যতা।
যস্যাভ্যাসেন তেনাত্মা সন্ততেনাবলোক্যতে ॥ ১১৫ ॥

যোগ ৪। ৫২।

সুশাস্ত্র, গুরুবাক্য এবং আপনার অনুভব এই তিনের ঐক্য করিয়া যিনি নিরন্তর ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস করেন, তিনি পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

ন কায়ক্লেশবৈধুর্য্যং ন তীর্থায়তনাশ্রয়ঃ।
কেবলং তন্মনোমাত্রজয়েনাসাদ্যতে পদম্ ॥ ১১৬ ॥

যোগ ৪। ৫৩।

শারীরিক ক্লেশ জন্য কাতরতা, অথবা তীর্থবাস, এতদ্দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। কেবল মনকে জয় করিলেই তাঁহাকে লাভ করা যায়।

ন রসায়নপানেন ন লক্ষ্ম্যালিঙ্গনেন চ।
তথা সুখমবাপ্নোতি শমেনান্তর্যথা জনঃ ॥ ১১৭ ॥

যোগ ৪। ৬২।

মনুষ্য শান্তিরস দ্বারা অন্তরে যাদৃশ সুখ লাভ করে, তাদৃশ সুখ অমৃতপান বা বিষয়োপভোগে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

আশাবৈরাগ্যবিরসে চিত্তে সন্তোষবর্জ্জিতে।
ম্লানে বক্ত্রমিবাদর্শে ন জ্ঞানং প্রতিবিম্বতি ॥ ১১৮ ॥

যোগ ৪। ৩৪।

যেমন মলিন দর্পণে স্বীয় মুখ দর্শন করা যায় না, সেইরূপ আশা ও অবৈরাগ্য দ্বারা কঠোর ও সন্তোষশূন্য চিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিভাত হয় না।

শূন্যং সঙ্কীর্ণতামেতি মৃত্যুরপ্যুৎসবায়তে।
আপৎ সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জনসমাগমে ॥ ১১৯ ॥

যোগ ৪। ৭৮।

সাধুজনের সংসর্গে মনের শূন্যতা বিদূরিত হয়, মৃত্যুও উৎসবতুল্য হয় ও আপদ্ সম্পদের ন্যায় প্রতিভাত হয়।

যঃ স্নাতঃ শীতসিতয়া
সাধুসঙ্গতিগঙ্গয়া।
কিং তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ
কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ ॥ ১২০ ॥

যোগ ৪। ৭৯।

যে ব্যক্তি সৎসঙ্গরূপ গঙ্গার সুশীতল নির্ম্মল জলে স্নান করে, তাহার দান, তীর্থ, তপস্যা ও যাগ যজ্ঞে কি প্রয়োজন।

বিচ্ছিন্নগ্রন্থয়স্তজ্জ্ঞাঃ সাধবঃ সর্ব্বসম্মতাঃ।
সর্ব্বোপায়েন সংসেব্যাস্তে হ্যুপায়া ভবাম্বুধৌ ॥ ১২১ ॥

যোগ ৪। ৮০।

মোহপাশবিমুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ সাধু ব্যক্তিরা সকলের পূজিত হয়েন সর্ব্বোপায়ে তাঁহাদিগের সেবা করিবেক, কারণ তাঁহারাই ভবসাগরের উপায়।

তাবদ্বিচারয়েৎ প্রাজ্ঞো যাবদ্বিশ্রান্তমাত্মনি।

সম্প্রয়াত্যপুনর্নাশাং স্থিতিং তুর্য্যপদাভিধাম্॥ ১২২॥

যোগ। ৪। ৫৫।

যে পর্য্যন্ত পরমাত্মাতে বিশ্রাম লাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত তত্ত্বালোচনা করিবেক। কারণ, এইরূপে শুদ্ধ চৈতন্য পরমাত্মা সহ অবিনশ্বর একতা লাভ হয়।

সর্ব্বশক্তিরন্তরাত্মা সর্ব্বভাবান্তরস্থিতঃ।

অদ্বিতীয়শ্চিদিত্যন্তর্যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ১২৩॥

যোগ। ১২। ১১।

যে ব্যক্তি তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ অন্তরাত্মস্বরূপ ও সর্ব্বান্তর্গত অদ্বিতীয় চিৎস্বরূপ জানিয়া স্বীয় অন্তরে দর্শন করেন, তিনিই তাঁহার দর্শন পান।

জীবন্মুক্তা ন মজ্জন্তি সুখদুঃখরসস্থিতৌ।

প্রাকৃতেনাথ্যকার্য্যেণ কিঞ্চিৎ কুর্ব্বন্তি বা ন বা॥ ১২৪॥

যোগ ১২। ১১২।

জীবন্মুক্ত সাধুগণ সাংসারিক সুখ দুঃখে নিমগ্ন হয়েন না, তাঁহারা সামান্য ও মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন বা নাই করুন।

ন তপাংসি ন তীর্থানি ন শাস্ত্রাণি জয়ন্তি বঃ।

সংসারসাগরোত্তারে সজ্জনসেবনং বিনা॥ ১২৫॥

যোগ ১৪। ১২।

ভবসাগর পার হইতে গেলে, সাধুসেবা ব্যতিরেকে তোমাদের তপস্যাচরণ, তীর্থগমন ও শাস্ত্রাধ্যয়ন, কিছুই ফলোপধায়ী হইবেক না।

তস্মাদ্বাসনয়া বদ্ধং মুক্তং নির্ব্বাসনং মনঃ।
রাম! নির্ব্বাসনীভাবমাবহাশু বিবেকতঃ ॥ ১২৬ ॥

যোগ ১৪। ৪৫।

হে রাম, অন্তঃকরণ বাসনা দ্বারাই বদ্ধ, বাসনাশূন্য হইলেই মুক্ত; অতএব তুমি বিবেকের দ্বারা সেই বাসনা পরিত্যাগ কর।

সম্যগালোকনাৎ সত্যাৎ বাসনা প্রবিলীয়তে।
বাসনাবিলয়ে চেতঃ শমমায়াতি দীপবৎ ॥ ১২৭ ॥

যোগ ১৪। ৪৬।

সম্যক্প্রকারে সত্যালোক অবলোকন করিলে বাসনা বিনষ্ট হয়, বাসনার বিনাশে মন নির্ব্বাণ দীপের ন্যায় শান্তি লাভ করে।

উপশমসুখমাহরেৎ পবিত্রং
শমরসতঃ শমমেতি সাধুচেতাঃ।
প্রশমিতমনসঃ স্বকে স্বরূপে
ভবতি সুখে স্থিতিরুত্তমা চিরায় ॥ ১২৮ ॥

যোগ ১৩। ২১।

সাধুচিত্ত ব্যক্তি নির্ম্মল শান্তি-সুখ সম্ভোগ করেন, এবং শান্তি-রসের দ্বারা অধিকতর শান্তি লাভ করেন। তিনি প্রশান্ত-হৃদয়ে সুখস্বরূপ ব্রহ্মে চিরকাল উৎকৃষ্টরূপে অবস্থিতি করেন।

অগ্নিরস্মদহঙ্কারাভমশেষাকারসংস্থিতম্।
অজস্রমুস্ফুরন্তং স্বং তমাত্মানমুপাস্মহে ॥ ১২৯ ॥

যোগ ১৮। ২৬।

যিনি মস্তকাদি অবয়বরহিত, আকাশসদৃশ ও সর্ব্বগত, এবং যিনি "আমি আছি" এই কথা অজস্রবার বলিতেছেন, সেই পরমাত্মাকে আমরা উপাসনা করি।

मुष्टयो मोहबीजानां व्युष्टयो विविधापदाम्।
कुदृष्टयः क्षयं यान्ति तस्मिन् दृष्टे परात्परे॥ १२०॥

যোগ ১৫।১।

সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে দর্শন করিলে, মোহ বিনষ্ট হয়, আপদ্ দগ্ধ হয়, এবং কুদৃষ্টি একেবারে চলিয়া যায়।

हर्षामर्षभयक्रोधकामकार्पण्यदृष्टिभिः।
न परामृश्यतेऽन्तर्यः स जीवन्मुक्त उच्यते॥ १२१॥

যোগ ১৫।২১।

হর্ষ, বিমর্ষ, ভয়, ক্রোধ, কাম ও কার্পণ্য-দৃষ্টিতে যাঁহার হৃদয় সংস্পৃষ্ট হয় না, তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া উক্ত হয়েন।

समः शत्रौ च मित्रे च दयादाक्षिण्यसंयुतः।
आत्मकर्म्मकरो नित्यं संसारे नावसीदति॥ १२२॥

যোগ ১৫।৪৮।

যিনি শত্রু মিত্রে সমান দয়াবান্, সরল ও নিত্য কর্ত্তব্যপরায়ণ, তিনি কদাপি সংসারে দুঃখ ভোগ করেন না।

नाभिनन्दति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति।
ईप्सितानीप्सितैर्मुक्तः संसारे नावसीदति॥ १२३॥

যোগ ১৫।৪৯।

বিমুক্ত ব্যক্তি কোন বিষয়ে আনন্দপ্রকাশ করেন না, অথচ দ্বেষও করেন না; শোক করেন না, অথচ ইচ্ছা প্রকাশও করেন না; তিনি যত্নও করেন না, অযত্নও করেন না; তিনি সংসারে কদাপি অবসাদগ্রস্ত হয়েন না।

অন্তঃসংত্যক্তসর্ব্বাশো বীতরাগো বিবাসনঃ।
বহিঃসর্ব্বসমাচারো লোকে বিহর রাঘব॥ ১২৪॥

যোগ ১৫। ৫২।

হে রাঘব, হৃদয়ে সকল আশা পরিত্যাগ করিয়া, বিরাগী ও বাসনাশূন্য হইয়া, বাহিরে তাবৎকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক সংসারে বিচরণ কর।

অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥ ১২৫॥

যোগ ১৫। ৫৩।

ইনি বন্ধু, ইনি পর, ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তিরাই এ গণনা করে; কিন্তু উদারচিত্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে জগতের সকলেই আত্মীয়।

অবিবেকাদুপাহৃত্য চেতঃ স্বৈর্যত্ননিশ্চয়ৈঃ।
বলাত্কারেণ সংযোজ্যং শাস্ত্রসৎপুরুষক্রমৈঃ॥ ১২৬॥

যোগ ২২। ৮।

নিজের যত্ন ও তত্ত্বনিশ্চয় যোগে অবিবেক হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া বলপূর্ব্বক উহাকে সৎ শাস্ত্র ও সাধুপুরুষের অনুসরণে নিয়োগ করিবেক।

গৃহমেব গৃহস্থানাং সুসমাহিতচেতসাম্।
শান্তাহঙ্কৃতিদোষাণাং বিজনা বনভূময়ঃ॥ ১২৭॥

যোগ ২৪। ২০।

সুসমাহিতচিত্ত এবং অহঙ্কার-দোষ-বিবর্জ্জিত গৃহস্থের গৃহই বিজন বনভূমি।

অন্তর্মুখমনা নিত্যং সুপ্তো বুদ্ধো ব্রজন্ পঠন্।
পুরং জনপদং গ্রামমরণ্যমিব পশ্যতি॥ ১২৮॥

যোগ ২৪। ২২।

যাঁহার মন অন্তর্মুখীন হইয়াছে, তিনি নিদ্রিত হউন, জাগ্রৎ থাকুন, গমনই করুন, অধ্যয়নই করুন, পুর, জনপদ, গ্রাম অরণ্যের ন্যায় দর্শন করেন।

সর্ব্বমাকাশতামেতি নিত্যমন্তর্মুখস্থিতেঃ।
অন্তঃশীতলতায়ান্তু লব্ধায়াং শীতলং জগৎ॥ ১২৯॥

যোগ ২৫। ১১।

যিনি অন্তর্মুখীন হইয়া স্থিতি করেন, তাঁহার নিকট সকলই আকাশ হইয়া যায়। অন্তঃশীতলতা লাভ করিলে সমুদায় জগৎ শীতল হয়।

অসক্তং নির্ম্মলং চিত্তং মুক্তং সংসার্য্যপি স্ফুটম্।
সক্তন্তু দীর্ঘতপসা মুক্তমপ্যতিবন্ধবৎ॥ ১৪০॥

যোগ ২৫। ২।

অনাসক্ত শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সংসারী হইলেও মুক্ত, আর বিষয়াসক্ত ব্যক্তি দীর্ঘকাল তপস্যায় সংসারত্যাগী হইয়াও নিরতিশয় বদ্ধ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(মহাভারতম্।)

শাশ্বতং ব্রহ্ম পরমং ধ্রুবং জ্যোতিঃ সনাতনম্।
যস্য দিব্যানি কর্ম্মাণি কথয়ন্তি মনীষিণঃ॥ ১৪১॥

মহাভারত আদিপর্ব্বণি ১। ২৫৫।

জ্ঞানীরা যাঁহার পবিত্র কার্য্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তিনি নিত্য ধ্রুব জ্যোতিঃস্বরূপ সনাতন পরব্রহ্ম।

যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে।
কিন্তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা॥ ১৪২॥

আদি ৭৪। ২৫।

যে নিজে একপ্রকার হইয়া আপনাকে অপরের নিকট অন্যরূপ প্রদর্শন করে, সেই আত্মাপহারী চোর কর্ত্তৃক কোন্ পাপ না অনুষ্ঠিত হইতে পারে?

সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা॥ ১৪৩॥

আদি ৭৪। ৩৯।

সেই ভার্য্যা যে গৃহকার্য্যে সুদক্ষা, সেই ভার্য্যা যে সন্তানবতী, সেই ভার্য্যা যে পতিপ্রাণা, এবং সেই ভার্য্যা যে পতিব্রতা।

প্রাজ্ঞস্তু জল্পতাং পুংসাং শ্রুত্বা বাচঃ শুভাশুভাঃ।
গুণবদ্বাক্যমাদত্তে হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ॥ ১৪৪॥

আদি ৭৪। ৫০।

হংস যদ্রূপ জল হইতে ক্ষীর গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি লোকের সদসৎ বাক্য হইতে হিতকর বাক্যই গ্রহণ করেন।

অন্যান্ পরিবদন্ সাধুর্যথা হি পরিতপ্যতে।
তথা পরিবদন্নন্যাংস্তুষ্টো ভবতি দুর্জ্জনঃ॥ ১৪৫॥

আদি ৭৪। ৫১।

সাধু ব্যক্তি যেমন পরের নিন্দা করিয়া অনুতপ্ত হয়েন, দুর্জ্জন ব্যক্তি সেইরূপ অপরের নিন্দা করিয়া সন্তুষ্ট হয়।

নাস্তি সত্যসমো ধর্ম্মো ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
ন হি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহ বিদ্যতে॥ ১৪৬॥

আদি ৭৪। ১০৪।

সত্যের সমান আর ধর্ম্ম নাই, এবং সত্য হইতে প্রকৃষ্ট বস্তুও আর কিছুই নাই; ইহলোকে মিথ্যার পর তীব্র পদার্থও আর নাই।

যদা ন কুরুতে পাপং সর্ব্বভূতেষু কর্হিচিৎ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ ১৪৭॥

আদি ৭৫। ৫২।

যখন মনুষ্য কার্য্য, মন ও বাক্য দ্বারা কোন প্রাণীর প্রতি কখনও পাপাচরণ না করেন, তখন তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন।

यः समुत्पतितं क्रोधं क्षमयेह निरस्यति।

यथोरगस्त्वचं जीर्णां स वै पुरुष उच्यते ॥ १४८ ॥

আদি ৭৯। ৪।

সর্প যেরূপ স্বীয় জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ যিনি প্রজ্বলিত ক্রোধকে ক্ষমার দ্বারা বিদূরিত করেন, তিনিই যথার্থ পুরুষ।

तपश्च दानञ्च शमो दमश्च

ह्रीरार्ज्जवं सर्व्वभूतानुकम्पा।

स्वर्गस्य लोकस्य वदन्ति सन्तो

द्वाराणि सप्तैव महान्ति पुंसाम् ॥ १४९ ॥

আদি ৯০। ২২।

সাধুলোকেরা বলেন—তপস্যা, দান, শম, ইন্দ্রিয়সংযম, লজ্জা, সরলতা ও প্রাণিগণের প্রতি দয়া, এই সপ্তবিধ গুণ মনুষ্যের স্বর্গলোকে যাইবার শ্রেষ্ঠ দ্বার।

अवश्यं निधनं सर्व्वैर्गन्तव्यमिह मानवैः।

अवश्यम्भाविन्यर्थे वै सन्तापो नेह विद्यते ॥ १५० ॥

আদি ১৫০। ২।

ইহ সংসারে মানবগণ নিশ্চয়ই কালগ্রাসে পতিত হইবে। অতএব অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে কাহারও দুঃখ করা উচিত নহে।

এতদ্ধি পরমং নার্য্যাঃ কার্য্যং লোকে সনাতনম্‌।
প্রাণানপি পরিত্যজ্য যদ্ভর্ত্তৃহিতমাচরেৎ॥ ১৫১॥

আদি ১৬০। ৪।

প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও স্বামীর হিতসাধন করিবে, ইহলোকে নারীগণের ইহাই শ্রেষ্ঠ সনাতন ধর্ম্ম।

মোহজালস্য যোনির্হি মূঢ়ৈরেব সমাগমঃ।
অহন্যহনি ধর্ম্মস্য যোনিঃ সাধুসমাগমঃ॥ ১৫২॥

বনপর্ব্বণি ১।২৪।

মূঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয় এবং প্রতিদিন সাধুসংসর্গে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

ঈয়মার্ত্তস্য শয়নং পরিশ্রান্তস্য চাসনম্‌।
তৃষিতস্য চ পানীয়ং ক্ষুধিতস্য চ ভোজনম্‌॥ ১৫৩॥

বন ২। ৫৪।

রোগীকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় এবং ক্ষুধিতকে ভোজ্য বস্তু প্রদান করিবেক।

এতান্‌ দোষান্‌ প্রপশ্যদ্ভির্জিতঃ ক্রোধো মনীষিভিঃ।
ইচ্ছদ্ভিঃ পরমং শ্রেয় ইহ চামুত্র চোত্তমম্‌॥ ১৫৪॥

বন ২৯। ৭।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ক্রোধের এতাদৃশ দোষ দর্শন করিয়া তাহা জয় করত, ইহলোকে ও পরলোকে পরমোৎকৃষ্ট মঙ্গল লাভ করেন।

आक्रुष्टस्ताड़ितः क्रुद्धः क्षमते यो बलीयसः।
यश्च नित्यं जितक्रोधो विद्वानुत्तमपूरुषः॥ १५५॥

বন ২৯। ২২।

যিনি বলবান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও তাড়িত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেও ক্ষমা করেন এবং যিনি নিত্য ক্রোধকে জয় করিয়াছেন, তিনিই জ্ঞানী ও উত্তম পুরুষ।

क्षमा धर्म्मः क्षमा यज्ञः क्षमा वेदाः क्षमा श्रुतम्।
य एतदेवं जानाति स सर्व्वं क्षन्तुमर्हति॥ १५६॥

বন ২৯। ২৬।

যিনি জানেন যে, ক্ষমাই ধর্ম্ম, ক্ষমাই যজ্ঞ, ক্ষমাই বেদ, ক্ষমাই শাস্ত্র, তিনি সকলকেই ক্ষমা করিতে সমর্থ হয়েন।

क्षन्तव्यमेव सततं पुरुषेण विजानता।
यदा हि क्षमते सर्व्वं ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥
क्षमावतामयं लोकः परश्चैव क्षमावताम्।
इह सम्मानमृच्छन्ति परत्र च शुभां गतिम्॥ १५७॥

বন ২৯। ৪২। ৪৩।

জ্ঞানী ব্যক্তির সতত ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; যখন মনুষ্য সকলকে ক্ষমা করেন, তখন তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। অতএব ক্ষমাশীল ব্যক্তিদিগেরই ইহলোক ও ক্ষমাশীল ব্যক্তিদিগেরই পরলোক। তাঁহারা ইহকালে সম্মান ও পরকালে সদ্গতি লাভ করেন।

যেষাং মন্যুর্মনুষ্যাণাং ক্ষময়াভিহতঃ সদা।

তেষাং পরতরে লোকাস্তস্মাৎ ক্ষান্তিঃ পরা মতা॥ ১৫৮॥

বন ২৯। ৪৪।

যে সকল মনুষ্যের ক্রোধ ক্ষমা দ্বারা বিনষ্ট হয়, তাহাদের শ্রেষ্ঠতর লোক লাভ হয়। অতএব ক্ষমাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিবে।

উদারমেব বিদ্বাংসো ধর্ম্মং প্রাহুর্মনীষিণাম্।

উদারং প্রতিপদ্যস্ব নাবরে স্থাতুমর্হসি॥ ১৫৯॥

বন ৩৩। ৫২।

পণ্ডিতেরা উদারতাকেই ধীর ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম বলেন। অতএব উদার হও, কখন নীচত্বে অবস্থান করিও না।

ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্ম তৎ।

অবিরোধাত্তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মঃ সত্যবিক্রম॥ ১৬০॥

বন ১৩১। ১১।

হে রাজন্, যে ধর্ম্ম সহকারে অন্য ধর্ম্মের বিরোধ উপস্থিত হয়, সে ধর্ম্ম ধর্ম্ম নয়, তাহা কুধর্ম্ম। বিরোধপরিহারযুক্ত যে ধর্ম্ম, তাহাই ধর্ম্ম।

বিরোধিষু মহীপাল নিশ্চিত্য গুরুলাঘবম্।

ন বাধা বিদ্যতে যত্র তং ধর্ম্মং সমুপাচরেৎ॥ ১৬১॥

বন ১৩১। ১২।

হে মহীপাল, ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ উপস্থিত হইলে, তন্মধ্যে কোন্‌টি লঘু, কোন্‌টি গুরু, বিচার করিয়া দেখিবেক। যে ধর্ম্মে অন্য ধর্ম্মের বাধা ঘটে না, সেই ধর্ম্মের আচরণ করিবেক।

ये पापानि न कुर्व्वन्ति मनोवाक्कर्म्मबुद्धिभिः।
ते तपन्ति महात्मानो न शरीरस्य शोषणम्॥ ১৬২॥

বন ১৯৯। ৫৮।

যাঁহারা মন, বাক্য, কর্ম্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মারাই তপস্যা করেন; যাঁহারা শরীর শোষণ করেন, তাঁহারা তপস্যা করেন না।

यत्कल्याणमभिध्यायेत् तत्रात्मानं नियोजयेत्।
न पापे प्रतिपापः स्यात् साधुरेव सदा भवेत्॥ ১৬৩॥

বন ২০৬। ৪৪।

যাহা কল্যাণ জানিবেক, তাহাতে আপনাকে নিয়োগ করিবেক। পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচরণ করিবেক না, সর্ব্বদা সাধুই থাকিবেক।

पापञ्चेत् पुरुषः कृत्वा कल्याणमभिपद्यते।
मुच्यते सर्व्वपापेभ्यो महाभ्रेणेव चन्द्रमाः॥ ১৬৪॥

বন ২০৬। ৫৫।

কোন ব্যক্তি যদি অগ্রে পাপ করিয়া পশ্চাৎ মঙ্গলের অনুসরণ করে, তবে মহামেঘকর্ত্তৃক বিমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় সে সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

यथादित्यः समुद्यन् वै तमः पूर्व्वं व्यपोहति।
एवं कल्याणमातिष्ठन् सर्व्वपापैः प्रमुच्यते॥ ১৬৫॥

বন ২০৬। ৫৬।

সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার তিরোহিত হয়, সেইরূপ পাপ করিয়া কল্যাণ আচরণ করিলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়।

সত্যে কৃত্বা প্রতিষ্ঠান্তু প্রবর্ত্তন্তে প্রবৃত্তয়:।
সত্যমেব গরীয়স্তু শিষ্টাচারনিষেবিতম্॥ ১৬৬॥

বন ২০৬। ৩৪।

সমুদায় প্রবৃত্তিকে সত্যেতেই স্থাপন করিয়া পরিচালিত করা কর্ত্তব্য; কারণ সাধুজনসেবিত এক সত্যই শ্রেষ্ঠ পদার্থ।

অনসূয়া ক্ষমা শান্তি: সন্তোষ: প্রিয়বাদিতা।
কামক্রোধপরিত্যাগ: শিষ্টাচারনিষেবণম্॥
কর্ম্ম চ শ্রুতসম্পন্নং সতাং মার্গমনুত্তমম্।
শিষ্টাচারং নিষেবন্তে নিত্যং ধর্ম্মমনুব্রতা:॥ ১৬৭॥

বন ২০৬। ৫৫। ৫৭।

অনসূয়া, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, প্রিয়বাক্য, কাম-ক্রোধ-পরিত্যাগ, সদাচরণ ও শাস্ত্রানুযায়ি সৎকর্ম্ম, সাধুজনগণের অত্যুৎকৃষ্ট এই সকল পথ। ধর্ম্মানুগামী সাধকগণ নিত্য সাধুজনসমূহের আচারের অনুবর্ত্তী হয়েন।

এবং নির্ব্বেদমাদত্তে পাপং কর্ম্ম জহাতি চ।
ধার্ম্মিকশ্চাপি ভবতি মোক্ষঞ্চ লভতে পরম্॥ ১৬৮॥

বন ২০৮। ৫২।

ধার্ম্মিক ব্যক্তি এইরূপে পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে উৎকৃষ্ট মুক্তি লাভ করেন।

ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন সত্যেন চ দমেন চ।
ব্রহ্মণঃ পদমাপ্নোতি যৎ পরং দ্বিজসত্তম॥ ১৬৯॥

বন ২০৮। ৭৪।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়দমন, সত্য ও সংযম দ্বারা ব্রহ্মের পরম পদ লাভ হয়।

পাপং চিন্তয়তে চৈব ব্রবীতি চ করোতি চ।
তস্যাধর্ম্মপ্রবিষ্টস্য গুণা নশ্যন্তি সাধবঃ॥ ১৭০॥

বন ২০৯। ৫।

যে ব্যক্তি পাপ চিন্তা করে, পাপ আলাপ করে ও পাপ কার্য্য করে, সেই অধর্ম্মে প্রবিষ্ট ব্যক্তির উত্তম গুণ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়।

আনৃশংস্যং পরো ধর্ম্মঃ, ক্ষমা চ পরমং বলম্।
আত্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং, সত্যব্রতং পরং ব্রতম্॥
সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যং জ্ঞানং হিতম্ভবেৎ।
যদ্ভূতহিতমত্যন্তং তদ্বৈ সত্যং পরং মতম্॥ ১৭১॥

বন ২১২। ৩০। ৩১।

অনৃশংসতা পরম ধর্ম্ম, ক্ষমা পরম বল, আত্মজ্ঞান পরম জ্ঞান, সত্যব্রত পরম ব্রত, সত্য বাক্যই শ্রেয় এবং সত্য জ্ঞানই হিতকর।

যাহা প্রাণিগণের অত্যন্ত হিতসাধক, তৎসমুদায়ই পরম সত্য বলিয়া জানিবে।

परित्यजति यो दुःखं सुखञ्चाप्युभयं नरः।
ब्रह्म प्राप्नोति सोऽत्यन्तमसङ्गेन च गच्छति॥ १৭২॥

বন ২১২। ৩৫।

যে ব্যক্তি সুখ দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করে, সে অত্যন্ত নিস্পৃহ হইয়া ব্রহ্ম লাভ করে।

उदयास्तमनज्ञो हि न हृष्यति न शोचति।
सुखमापतितं सेवेत् दुःखमापतितं वहेत्॥ १৭৩॥

বন ২৫৮। ১৫।

সাধু ব্যক্তি সাংসারিক উন্নতিতেও হৃষ্ট হয়েন না ও অবনতিতেও ম্লান হয়েন না। তিনি সুখ আসিলে তাহার সেবা করেন, দুঃখ আসিলেও বহন করেন।

दान्तः शमपरः शश्वत् परिक्लेशं न विन्दति।
न च तप्यति दान्तात्मा दृष्ट्वा परगतां श्रियम्॥१৭৪॥

বন ২৫৮। ২২।

জিতেন্দ্রিয় শান্তচিত্ত ব্যক্তি চিরকাল ক্লেশ ভোগ করেন না এবং পরশ্রী দেখিয়াও কাতর হয়েন না।

अन्यायात् समुपात्तेन दानधर्म्मो धनेन यः।
क्रियते न स कर्त्तारं त्रायते महतो भयात्॥ १৭৫॥

বন। ২৫৮। ৩৩।

অন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা যে দানধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সেই দাতাকে পাপজনিত মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না।

ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎপরত্রোপভুজ্যতে।

কর্ম্মভূমিরিয়ং ব্রহ্মন্ ফলভূমিরসৌ মতা॥ ১৭৬॥

বন। ২৬০। ३৫।

মনুষ্য ইহকালে যেরূপ কর্ম্ম করে, পরকালে তদনুরূপ ফলভোগ করে। হে ব্রহ্মন্, ইহলোক কর্ম্মভূমি ও পরলোক ফলভূমি জানিবে।

সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।

পর্য্যায়েণোপসর্পন্তে নরং নেমিমরা ইব॥ ১৭৭॥

বন ২৬০। ৪০।

অর সকল যেমন নেমির, তেমনই সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ মনুষ্যের সমীপবর্ত্তী হয়।

সতাং সকৃৎ সঙ্গতমীপ্সিতং পরং

ততঃ পরং মিত্রমিতি প্রচক্ষতে।

ন চাফলং সৎপুরুষেণ সঙ্গতং

ততঃ সতাং সন্নিবসেৎ সমাগমে॥ ১৭৮॥

বন ২৬৪। ২৯।

সাধুসঙ্গ বরং একবারও প্রার্থনীয়। তৎপরে তাঁহাদিগকে পরম মিত্র বলা যায়। সাধুদিগের সহিত সহবাস বিফল নহে, অতএব সাধুসমাগমে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিবেক।

অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সতাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ১৭৯॥

বন ২৯৬। ২৪।

কার্য্য, মন ও বাক্য দ্বারা সমুদায় প্রাণীর অনিষ্ট না করা, প্রত্যুত অনুগ্রহ ও দয়া করা, সাধুদিগের সনাতন ধর্ম্ম।

মানং হিত্বা প্রিয়ো ভবতি ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি।
কামং হিত্বার্থবান্ ভবতি লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ॥১৮০॥

বন ৩১২। ৭৬।

অভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শোকশূন্য, বাসনা পরিত্যাগ করিয়া অর্থবান্, এবং লোভ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হয়।

জ্ঞানং তত্ত্বার্থসম্বোধঃ শমশ্চিত্তপ্রশান্ততা।
দয়া সর্ব্বসুখৈষিত্বমার্জ্জবং সমচিত্ততা॥ ১৮১॥

বন ৩১২। ৮৮।

তত্ত্বার্থবোধই জ্ঞান, চিত্তের প্রশান্তভাবই শম, সকলের সুখান্বেষণই দয়া, সমচিত্ততাই সরলতা।

ন হৃষ্যত্যাত্মসম্মানে নাবমানেন তপ্যতে।
গাঙ্গো হ্রদ ইবাক্ষোভ্যো যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে॥ ১৮২॥

উদ্যোগপর্ব্বণি ৩২। ৩১।

যিনি সম্মানেও হৃষ্ট হয়েন না ও অবমাননাতেও সন্তপ্ত

হয়েন না এবং যিনি প্রশান্ত হ্রদের ন্যায় অক্ষুব্ধ থাকেন, তিনিই জ্ঞানী।

তত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্বভূতানাং যোগজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
উপায়জ্ঞো মনুষ্যাণাং নরঃ পণ্ডিত উচ্যতে॥ ১৮৩॥

উদ্যোগ ৩৩। ২২।

যিনি সমুদায় প্রাণীর তত্ত্বজ্ঞ, তাবৎ কার্য্যের যোগ ও সমস্ত মনুষ্যের উপায় জানেন, তাঁহাকে পণ্ডিত বলা যায়।

একমেবাদ্বিতীয়ং তদ্ যদ্রাজন্ নাববুধ্যসে।
সত্যং স্বর্গস্য সোপানং পারাবারস্য নৌরিব॥ ১৮৪॥

উদ্যোগ ৩৩। ৫১।

হে রাজন্, সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর, যাঁহাকে তুমি জানিতেছ না, সত্যতঃ তিনিই স্বর্গের সোপান এবং পারাবারের নৌকাস্বরূপ।

সোঽস্য দোষো ন মন্তব্যঃ ক্ষমা হি পরমং ধনম্।
ক্ষমা গুণো হ্যশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা॥
ক্ষমা বশীকৃতির্লোকে ক্ষময়া কিং ন সাধ্যতে।
শান্তিখড়্গঃ করে যস্য কিং করিষ্যতি দুর্জ্জনঃ॥ ১৮৫॥

উদ্যোগ ৩৩। ৫৩। ৫৪।

ক্ষমাকে দোষ মনে করিবেক না; ক্ষমাই পরম ধন। ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ এবং শক্তদিগের ভূষণ। ক্ষমা দ্বারা লোক

বশীভূত হয় ; ক্ষমা দ্বারা কি না সাধিত হয় ? শান্তিরূপ খড়্গ যাহার হস্তে, দুর্জ্জন ব্যক্তি তাহার কি করিতে পারে ?

एको धर्म्मः परं श्रेयः क्षमैका शान्तिरुत्तमा ।

विद्यैका परमा तृप्तिरहिंसैका सुखावहा ॥ १८६ ॥

উদ্যোগ ৩২। ৫৬।

ধর্ম্মই এক পরম মঙ্গলের নিদান, ক্ষমাই এক উৎকৃষ্ট শান্তি, ব্রহ্মবিদ্যাই এক সর্ব্বোচ্চ তৃপ্তি, অহিংসাই একমাত্র সুখের আকর।

पापं कुर्व्वन् पापकीर्त्तिः पापमेवाश्नुते फलम् ।

पुण्यं कुर्व्वन् पुण्यकीर्त्तिः पुण्यमत्यन्तमश्नुते ॥ १८७ ॥

উদ্যোগ ৩৪। ৬১।

পাপাচারী ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া পাপের ফল ভোগ করে, আর পুণ্যবান্ ব্যক্তি পুণ্য কর্ম্ম করিয়া পুণ্যের ফল ভোগ করেন।

तस्मात् पापं न कुर्व्वीत पुरुषः संशितव्रतः ।

पापं प्रज्ञां नाशयति क्रियमाणं पुनः पुनः ॥ १८८ ॥

উদ্যোগ ৩৪। ৬২।

অতএব নিত্যব্রতধারী সাধক পাপাচরণ করেন না, কারণ বারংবার পাপানুষ্ঠানে ধর্ম্মবুদ্ধি বিনষ্ট হয়।

नष्टप्रज्ञः पापमेव नित्यमारभते नरः ।

पुण्यं प्रज्ञां वर्द्धयति क्रियमाणं पुनः पुनः ॥ १८९ ॥

উদ্যোগ ৩৪। ৬৩।

ধর্ম্মবুদ্ধি বিনষ্ট হইলে মনুষ্য পাপ করিতে প্রবৃত্ত হয়, আর পুনঃ পুনঃ পুণ্যের অনুষ্ঠানে ধর্ম্মবুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

বৃদ্ধপ্রজ্ঞঃ পুণ্যমেব নিত্যমারভতে নরঃ।
পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যস্থানং স্ম গচ্ছতি ॥ ১৯০ ॥

উদ্যোগ ৩৪। ৬৪।

ধর্ম্মবুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইলে মনুষ্য নিত্য পুণ্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন; পুণ্যকীর্ত্তি সাধু ব্যক্তি পুণ্য কার্য্য করিয়া পুণ্য স্থানে গমন করেন।

সন্তাপাদ্ ভ্রশ্যতে রূপং সন্তাপাদ্ ভ্রশ্যতে বলম্।
সন্তাপাদ্ ভ্রশ্যতে জ্ঞানং সন্তাপাদ্ ব্যাধিমৃচ্ছতি ॥১৯১॥

উদ্যোগ ৩৫। ৪৪।

সন্তাপে রূপ ভ্রষ্ট হয়, সন্তাপে বল ক্ষীণ হয়, সন্তাপে জ্ঞান বিনষ্ট হয় ও সন্তাপে ব্যাধি জন্মে।

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধমসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্ ॥ ১৯২ ॥

উদ্যোগ ৩৮। ৭৪।

অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবেক, সাধু ভাব দ্বারা অসাধু ভাবকে জয় করিবেক, উপকার দ্বারা অপকারকে জয় করিবেক এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবেক।

मौनान्न स मुनिर्भवति नारण्यवसनान्मुनिः।
स्वलक्षणन्तु यो वेद स मुनिः श्रेष्ठ उच्यते ॥ १৫৩ ॥

উদ্যোগ ৪৩। ৫৫।

মৌন হইলেই কেহ মুনি হয় না; অরণ্যে বাস করিলেও কেহ মুনি হয় না; কিন্তু যিনি আপনার লক্ষণ জানেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ মুনি।

यत्तच्छुक्रं महाज्ज्योतिर्दीप्यमानं महद्यशः।
तद्वै देवा उपासते तस्मात् सूर्य्यो विराजते।
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम् ॥ १৫৪ ॥

উদ্যোগ ৪৫। ১।

যিনি শুদ্ধ মহান্ জ্যোতিঃস্বরূপ, দীপ্যমান ও মহাকীর্ত্তিশালী, দেবতারা তাঁহাকেই উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহা হইতেই সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছে। যোগিগণ সেই সনাতন পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া থাকেন।

न सादृश्ये तिष्ठति रूपमस्य
न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनम्।
मनीषयाऽथो मनसा हृदा च
य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ १৫৫ ॥

উদ্যোগ ৪৫। ৬।

তাঁহার রূপের সাদৃশ্য নাই, কেহ তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না। যাঁহারা ইঁহাকে বুদ্ধি, মন ও হৃদয়ের দ্বারা জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

জিতাত্মা স মহারাজ ! স বৈ ত্যাগী স্মৃতো নরঃ।
অনবেক্ষ্য সুখাদানং তথৈবোর্দ্ধং প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ১৯৬॥

শান্তিপর্ব্বণি ১২।৩।

হে রাজন্, যে ব্যক্তি সুখপ্রাপ্তির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সেই ভাবে সুখাদির উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বত্যাগী বলা যাইতে পারে।

অভিমানকৃতং কর্ম্ম নৈতৎ ফলবদুচ্যতে।
ত্যাগযুক্তং মহারাজ ! সর্ব্বমেব মহাফলম্॥ ১৯৭॥

শা ১২।১৫।

যে কর্ম্ম অভিমান হইতে সম্পন্ন হয়, তাহা কখন সফল বলা যাইতে পারে না। হে রাজন্, ধর্ম্মার্থে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিলে মহৎ ফল লাভ হয়।

অসক্তঃ সক্তবদ্গচ্ছন্নিঃসঙ্গো মুক্তবন্ধনঃ।
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ সর্ব্বৈর্মুক্তো মহীপতে॥ ১৯৮॥

শা ১৮।৩১

হে রাজন্, যে ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়াও আসক্তবৎ বিচরণ করেন, অথচ অসঙ্গ ও মায়াপাশবিমুক্ত, এবং যাঁহার শত্রু মিত্রে সমান জ্ঞান, তিনিই মুক্ত।

সন্তোষো বৈ স্বর্গতমঃ সন্তোষঃ পরমং সুখম্।
তুষ্টের্ন কিঞ্চিৎ পরতঃ সা সম্যক্ প্রতিতিষ্ঠতি॥ ১৯৯॥

শা ২১।২।

সন্তোষই উৎকৃষ্ট স্বর্গ, সন্তোষই পরম সুখ, সন্তোষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ আর কিছুই নাই, সেই সন্তোষই চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকে।

यदा संहरते कामान् कूर्म्मोऽङ्गानीव सर्व्वशः।
तदात्मज्योतिरचिरात् स्वात्मन्येव प्रसीदति ॥ २०० ॥

স্মা ২১। ৩।

কূর্ম্ম যেমন স্বীয় অঙ্গকে সঙ্কোচ করে, সেইরূপ যখন সাধক আপনার সমুদায় কামনা সর্ব্বপ্রকারে প্রত্যাহার করেন, তখন তাঁহার আত্মাতে অচিরাৎ পরমাত্মার জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়।

न बिभेति यदा चायं यदा चास्मान्न बिभ्यति।
कामद्वेषौ च जयति तदात्मानं प्रपश्यति ॥ २०१ ॥

স্মা ২১। ৪।

যখন মনুষ্য কোন প্রকারে ভীত না হন, এবং তাঁহা হইতেও কেহ ভীত না হয়, ও কাম দ্বেষ পরাজয় করেন, তখন তিনি পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्।
न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते सुखम् ॥ २०२ ॥

স্মা ২৫। ২৩।

সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ; অতএব এই সংসারে কেহ নিত্য দুঃখভোগও করে না, নিত্য সুখভোগও করে না।

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম্।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ॥ ২০৩॥

মা ২৫। ২৬।

সুখই হউক বা দুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, যাহা ঘটিবেক, অপরাজিতচিত্তে তাহার সেবা করিবেক।

সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ ভবাভবৌ চ
লাভালাভৌ মরণং জীবিতঞ্চ।
পর্য্যায়তঃ সর্ব্বমবাপ্নুবন্তি
তস্মাদ্ধীরো নৈব হৃষ্যেন্ন শোচেৎ॥ ২০৪॥

মা ২৫। ৩১।

সকল মনুষ্যই সুখ দুঃখ, মঙ্গল অমঙ্গল, লাভ ক্ষতি ও জীবন মরণ পর্য্যায়ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু ধীর ব্যক্তি ইহাতে হৃষ্টও হয়েন না, শোকও করেন না।

ছিত্বা দম্ভঞ্চ কামঞ্চ ক্রোধং হর্ষং ভয়ং তথা।
অপ্যমিত্রাণি সেবস্ব প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ॥ ২০৫॥

মা ১০৫। ৬।

হে রাজন্! অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ, হর্ষ ও ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক, কৃতাঞ্জলিপুটে শত্রুদিগকেও প্রণাম করিয়া সেবা কর।

হৃষ্টে ভবতি সা হৃষ্টা দুঃখিতে ময়ি দুঃখিতা।
প্রোষিতে দীনবদনা ক্রুদ্ধে চ প্রিয়বাদিনী॥ ২০৬॥

মা ১৪৪। ৫।

আমি আনন্দিত হইলে তিনি আনন্দিতা হন, দুঃখিত হইলে দুঃখিতা হন, বিদেশে গমন করিলে ম্লানমুখী হন, এবং ক্রোধ করিলে প্রিয়বাক্য বলেন।

পতিব্রতা পতিগতিঃ পতিপ্রিয়হিতে রতা।
যস্য স্যাত্তাদৃশী ভার্য্যা ধন্যঃ স পুরুষো ভুবি ॥ ২০৭ ॥

ম্যা ১৪৪। ১০।

যে নারী পতিব্রতা ও পতিই যাঁহার গতি এবং যিনি পতির প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে সর্ব্বদা রত, যাহার এতাদৃশী ভার্য্যা আছে, পৃথিবীতে সেই ব্যক্তিই ধন্য।

নাস্তি ভার্য্যাসমো বন্ধুর্নাস্তি ভার্য্যাসমা গতিঃ।
নাস্তি ভার্য্যাসমো লোকে সহায়ো ধর্ম্মসংগ্রহে ॥ ২০৮ ॥

ম্যা ১৪৪। ১৬।

ভার্য্যার সমান আর বন্ধু নাই, ভার্য্যার সমান আর গতি নাই, ইহলোকে ধর্ম্মসাধনে ভার্য্যার সমান আর সহায় নাই।

অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাং ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমঃ ॥ ২০৯ ॥

ম্যা ১৪৬। ৫।

শত্রুও গৃহে সমাগত হইলে তাহার যথোচিত আতিথ্য করিবেক। বৃক্ষ ছেদকের পার্শ্বগত ছায়া কদাপি হরণ করে না।

प्राज्ञो वा यदि वा मूर्खः सधनो निर्धनोऽपि वा।
सर्व्वः कालवशं याति शुभाशुभसमन्वितः॥ २१० ॥

শা ১৫২। ৪২।

জ্ঞানীই হউক আর মূর্খই হউক, ধনীই হউক আর নির্ধনই হউক, সকলেই আপন আপন পাপপুণ্য লইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়।

धर्म्मं सत्यं श्रुतं न्याय्यं महतीं प्राणिनां दयाम्।
अजिह्मत्वमशाठ्यञ्च यत्नतः परिमार्गत ॥ २११ ॥

শা ১৫২। ৮১।

ধর্ম্ম, সত্য, জ্ঞান, ন্যায় ও প্রাণিগণের প্রতি মহতী দয়া, সারল্য এবং অবঞ্চকত্ব যত্নপূর্ব্বক অনুসরণ কর।

ये न हृष्यन्ति लाभेषु नालाभेषु व्यथन्ति च।
निर्म्मला निरहङ्कारा: सत्त्वस्था: समदर्शिन: ॥ २१२ ॥

শা ১৫৮। ৩১।

যাঁহারা বিষয়াদির লাভেও হৃষ্ট হয়েন না এবং ক্ষতিতেও দুঃখিত হয়েন না, সেই বিশুদ্ধচরিত্র সমদর্শীরাই নির্ম্মল ও নিরহঙ্কার।

दमेन सदृशं धर्म्मं नान्यं लोकेषु शुश्रुम।
दमो हि परमो लोके प्रशस्तः सर्व्वधर्म्मिणाम्॥
सुखं दान्तः प्रस्वपिति सुखञ्च प्रतिबुध्यते।
सुखं लोके विपर्य्येति मनश्चास्य प्रसीदति॥ २१३ ॥

শা ১৬০। ১০। ১১।

ইন্দ্রিয়-সংযমের তুল্য পৃথিবীতে আর উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম শুনি নাই, কারণ ইহলোকে সর্ব্বধর্ম্মাক্রান্ত লোকের মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ ও প্রশস্ত। যাঁহার ইন্দ্রিয়সকল স্বীয় বশবর্ত্তী, তিনি সুখে নিদ্রা যান, সুখে জাগ্রত হন, এবং সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন; তাঁহার মন সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে।

क्षमा धृतिरहिंसा च समता सत्यमार्ज्जवम्।
इन्द्रियाभिजयो दाक्ष्यं मार्द्दवं ह्रीरचापलम्।
अकार्पण्यमसंरम्भः सन्तोषः प्रियवादिता।
अविहिंसानसूया चाप्येषां समुदयो दमः॥ २१४॥

আ ১৬০। ১৫। ১৬।

ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমভাব, সত্য, সরলতা, রিপুদমন, দক্ষতা, কোমলতা, লজ্জাশীলতা, স্থিরতা, দানশীলতা, অক্রোধ, সন্তোষ, প্রিয়বাক্য, অহিংসা ও অনসূয়া, এই সকলকে আত্মসংযম বলা যায়।

सत्यं सतां सदा धर्म्मः सत्यं धर्म्मः सनातनः।
सत्यमेव नमस्येत सत्यं हि परमा गतिः।
सत्यं धर्म्मस्तपो योगः ब्रह्म सत्यं सनातनम्।
सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तः सर्व्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्॥ २१৫॥

আ ১৬২। ৪। ৫।

সাধুগণের নিকট সত্যই নিত্য ধর্ম্ম, সত্যই সনাতন ধর্ম্ম; এক সত্যকেই নমস্কার করিবে, কেন না সত্যই পরমগতি। সত্যই ধর্ম্ম,

তপস্যা ও যোগ, সত্যই নিত্য ব্রহ্ম, সত্যই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ উক্ত হইয়াছে; অতএব সকলই সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

সত্যঞ্চ সমতা চৈব দমশ্চৈব ন সংশয়ঃ।
অমাৎসর্য্যং ক্ষমা চৈব হ্রীস্তিতিক্ষাঽনসূয়তা।
ত্যাগো ধ্যানমথার্য্যত্বং ধৃতিশ্চ সততং দয়া।
অহিংসা চৈব রাজেন্দ্র! সত্যাকারাস্ত্রয়োদশ॥ ২১৬॥

শা ১৬২। ৮। ৯।

হে রাজেন্দ্র! সত্য, সমতা, ইন্দ্রিয়সংযম, অমাৎসর্য্য, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়তা, ত্যাগ, ধ্যান, আর্য্যত্ব, ধৈর্য্য, সতত দয়া, অহিংসা,—এই ত্রয়োদশটী নিশ্চয় সত্যের বাহ্য প্রকাশ।

ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখম্।
শরীরমেবায়তনং দুঃখস্য চ সুখস্য চ॥ ২১৭॥

শা ১৭৪। ২১।

কেহ চিরকাল দুঃখ-ভোগও করে না, চিরকাল সুখ-সম্ভোগও করে না; অতএব এই শরীরই সুখ দুঃখের মূলীভূত কারণ।

যদা ন কুরুতে ভাবং সর্ব্বভূতেষু পাপকম্।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ ২১৮॥

শা ১৭৪। ৫৩।

যখন মনুষ্য কোন প্রাণীর প্রতি কায়মনোবাক্যে পাপাচরণ না করেন, তখন তিনি ব্রহ্মসম্পন্ন হয়েন।

শ্বঃ কাৰ্য্যমদ্য কুৰ্ব্বীত পূৰ্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকম্।
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য ন বা কৃতম্॥
কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।
যুবৈব ধৰ্ম্মশীলঃ স্যাদনিত্যং খলু জীবিতম্।
কৃতে ধৰ্ম্মে ভবেৎ কীৰ্ত্তিরিহ প্রেত্য চ বৈ সুখম্॥ ২১৯ ॥

শা ১৭৫। ১৫। ১৬।

কল্যকার কার্য্য অদ্য করিবেক, অপরাহ্নের কার্য্য পূর্ব্বাহ্নে করিবেক; কত বিষয়ের মধ্যে কত করা হইল, কত করা না হইল, মৃত্যু ইহার প্রতীক্ষা করে না। কে জানে যে, কাহার অদ্য মৃত্যু উপস্থিত হইবে? অতএব যৌবনকালেই ধৰ্ম্মশীল হইবেক; কারণ জীবন নিশ্চয়ই অনিত্য। ধৰ্ম্মানুষ্ঠানে ইহলোকে কীৰ্ত্তি ও পরলোকে সুখ হয়।

তস্মাৎ সত্যব্রতাচারঃ সত্যযোগপরায়ণঃ।
সত্যকামঃ সমো দান্তঃ সত্যেনৈবান্তকং জয়েৎ॥
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ দ্বয়ং দেহে প্রতিষ্ঠিতম্।
মৃত্যুরাপদ্যতে মোহাৎ সত্যেনাপদ্যতেঽমৃতম্॥ ২২০ ॥

শা ১৭৫। ২৯। ৩০।

অতএব সত্যব্রত আচরণ করিবেক ও সত্যযোগপরায়ণ হইবেক। সত্যকাম, সমদর্শী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া এক সত্য-দ্বারাই মৃত্যুকে জয় করিবেক। মৃত্যু ও অমৃত এ দুইই মানব-দেহে অবস্থিতি করিতেছে। মনুষ্য মোহপ্রযুক্ত মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, এবং সত্য দ্বারা অমৃত লাভ করে।

यस्य वाङ्मनसी स्यातां सम्यक् प्रणिहिते सदा।
तपस्त्यागश्च सत्यञ्च स वै परमवाप्नुयात्॥ २२१॥

ম ১৭৫। ২৪।

যাঁহার বাক্য ও মন সম্যক্‌প্রকারে সর্ব্বদা সংযত থাকে, তিনিই তপস্যা, ত্যাগ ও পরম সত্য লাভ করেন।

नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति सत्यसमं तपः।
नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्॥ २२२॥

ম ১৭৫। ৩৫।

বিদ্যার সমান আর চক্ষু নাই, সত্যের সমান আর তপস্যা নাই, আসক্তির সমান আর দুঃখ নাই ও ত্যাগের সমান আর সুখ নাই।

सत्यं ब्रह्म तपः सत्यं सत्यं विसृजते प्रजाः।
सत्येन धार्य्यते लोकः स्वर्गं सत्येन गच्छति॥ २२३॥

ম ১৯০। ১।

সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপস্যা, সত্যই প্রাণীদিগকে সৃজন করে, সত্য দ্বারাই সকল লোক ধৃত হইয়া থাকে এবং সত্য দ্বারাই মনুষ্য স্বর্গ লাভ করে।

तत्र ध्यानेन संश्लिष्टमेकाग्रं धारयेन्मनः।
पिण्डीकृत्येन्द्रियग्राममासीनः काष्ठवन्मुनिः॥

শব্দং ন বিন্দেচ্ছ্রোত্রেণ স্পর্শং ত্বচা ন বেদয়েৎ।

রূপং ন চক্ষুষা বিন্দ্যাজ্জিহ্বয়া ন রসাংস্তথা॥ ২২৪॥

শা ১৯৫। ৫। ৬।

যোগী ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া, কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চল হইয়া উপবিষ্ট হয়েন ও ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া একাগ্রভাবে সেই পরমাত্মাতে মনঃসমাধান করেন। তৎকালে তাঁহার কর্ণের দ্বারা শব্দজ্ঞান, ত্বকের দ্বারা স্পর্শজ্ঞান, চক্ষুঃ দ্বারা রূপজ্ঞান ও রসনা দ্বারা রসবোধ থাকে না।

সত্যমেকাক্ষরং ব্রহ্ম সত্যমেকাক্ষরং তপঃ।

সত্যমেকাক্ষরো যজ্ঞঃ সত্যমেকাক্ষরং শ্রুতম্॥ ২২৫॥

শা ১৯৯। ৬২।

সত্যই এক অবিনশ্বর ব্রহ্ম, সত্যই এক অবিনশ্বর তপস্যা, সত্যই এক অবিনশ্বর যজ্ঞ এবং সত্যই এক অবিনশ্বর শাস্ত্র।

ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমাত্মনো

ন চাপি সংস্পর্শমুপৈতি কিঞ্চিৎ।

ন চাপি তৈঃ সাধয়তে তু কার্য্যং

তে তং ন পশ্যন্তি স পশ্যতে তান্॥ ২২৬॥

শা ২০২। ১৬।

চক্ষুঃ দ্বারা পরমাত্মার রূপ দেখা যায় না এবং কোনরূপে তাঁহার স্পর্শও অনুভব করা যায় না। ইন্দ্রিয়াদি দ্বারাও তৎসম্বন্ধে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। মানবগণ তাঁহাকে দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি সমুদায় দর্শন করেন।

यथाऽम्भसि प्रसन्ने तु रूपं पश्यति चक्षुषा।
तद्वत्प्रसन्नेन्द्रियत्वाज्ज्ञेयं ज्ञानेन पश्यति॥ २२৭॥

শা ২০৪।২।

যেমন চক্ষুঃ দ্বারা নির্ম্মল সলিলে আপনার প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সকলের বিমলতাবশতঃ জ্ঞানের দ্বারা স্বীয় অন্তরে জ্ঞেয় পরমাত্মাকে দর্শন করা যায়।

वाङ्मनोभ्यां शरीरेण शुचिः स्यादनहङ्कृतः।
प्रशान्तो ज्ञानवान् भिक्षुर्निरपेक्षश्चरेत् सुखम्॥ २২৮॥

শা ২১৫।৪।

নিরহঙ্কার হইয়া কায়মনোবাক্যে শুদ্ধ থাকিবেক এবং প্রশান্ত, জ্ঞানী ও সর্ব্বত্যাগী হইয়া নিরপেক্ষভাবে সুখে বিচরণ করিবেক।

अहिंसा सत्यवचनं सर्व्वभूतेषु चार्ज्जवम्।
क्षमा चैवाप्रमादश्च यस्यैते स सुखी भवेत्॥ २২৯॥

শা ২১৫।৬।

অহিংসা, সত্যবাক্য, সর্ব্বভূতে সারল্য, ক্ষমা, অপ্রমাদ, এই সকল যাঁহাতে আছে, তিনি সুখী হয়েন।

नापध्यायेन्न स्पृहयेत् नाबद्धं चिन्तयेदसत्।
अथामोघप्रयत्नेन मनो ज्ञाने निवेशयेत्॥ २৩০॥

শা ২১৫।৯।

অসদ্বিষয়ের অনুধ্যান করিবেক না, অসদ্বিষয় স্পৃহা করিবেক না, আবদ্ধভাবে অসদ্বিষয়ের চিন্তা করিবেক না, সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রহ্মজ্ঞানে মনোনিবেশ করিবেক।

বিবক্ষতা চ সদ্বাক্যং ধর্ম্মসূক্ষ্মমবেক্ষতা।
সত্যাং বাচমহিংস্রাঞ্চ বদেদনপবাদিনীম্‌॥
কল্যাপেতামপরুষামনৃশংসামপৈশুনাম্‌।
ইদৃগল্পঞ্চ বক্তব্যমবিক্ষিপ্তেন চেতসা॥ ২২১॥

শা ২১৫। ১০। ১১।

সদ্বাক্য বলিতে এবং সূক্ষ্মধর্ম্ম রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়া, অবিক্ষিপ্তচিত্তে অহিংস্র, পরনিন্দা-ও-বিকল্প-বর্জ্জিত, অপরুষ, অনৃশংস, খলতাশূন্য, পরিমিত, সত্য বাক্য বলিবেক।

যমর্থসিদ্ধিঃ পরমা ন হর্ষয়েত্‌
তথৈব কালে ব্যসনং ন মোহয়েত্‌।
সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ তথৈব মধ্যমং
নিষেবতে যঃ স ধুরন্ধরো নরঃ॥ ২২২॥

শা ২২৬। ১৫।

গুরুতর অভীষ্ট-সিদ্ধিও যাঁহাকে হৃষ্ট করে না, সময়ে আপদ উপস্থিত হইলেও সেইরূপ মুগ্ধ করে না, সুখ, দুঃখ, মধ্যমাবস্থা সকলকেই যিনি সমভাবে সেবা করেন, তিনিই নরশ্রেষ্ঠ।

অবজ্ঞাতঃ সুখং শেতে ইহ চামুত্র চাভয়ম্‌।
বিমুক্তঃ সর্ব্বদোষেভ্যো যোঽবমন্তা স বধ্যতে॥ ২২৩॥

শা ১২৯। ২২।

যে ব্যক্তি সর্ব্বদোষ হইতে বিমুক্ত থাকিয়া অবজ্ঞাত হয়, সে

ইহলোকে সুখে নিদ্রা যায়, পরলোকে অভয় লাভ করে; যে অবজ্ঞা করে, সেই বন্ধন-প্রাপ্ত হয়।

ন হ্ময়মন্বক্ষুষা হৃশ্যো ন চ মর্ব্বৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
মনসা তু প্রদীপেন মহানাত্মা প্রকাশতে॥ ২২৪॥

যা ২২৮। ১৫।

চক্ষুঃ দ্বারা বা অপরাপর ইন্দ্রিয় দ্বারা এই পরমাত্মাকে দর্শন করা যায় না; কিন্তু মনোরূপ প্রদীপ দ্বারা সেই মহান্ আত্মা প্রকাশিত হয়েন।

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
যদা পশ্যতি ভূতাত্মা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ ২২৫॥

যা ২২৮। ২১।

যখন মনুষ্য সমুদায় প্রাণীর মধ্যে ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বরের মধ্যে সমুদায় প্রাণীকে দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন।

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবনম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা॥ ২২৬॥

মা ২৪৪। ১৫।

মরণও অভিলাষ করিবেক না, জীবিত থাকিতেও ইচ্ছা করিবেক না; কিন্তু আজ্ঞাবহ ভৃত্য যেরূপ প্রভুর আদেশের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিবেক।

নষ্টপ্রজ্ঞো যদা তু স্যাৎ তদা ন্যায়ং ন পশ্যতি।
তস্মাৎ সুখক্ষয়ে প্রাপ্তে পুমানুগ্রং তপশ্চরেৎ॥ ২২৭॥

যা ২৫৫। ২৬।

ইন্দ্রিয়-সম্ভ্রমবশতঃ যখন প্রজ্ঞা নষ্ট হয়, তখন মানুষ আর ন্যায় দেখিতে পায় না। এজন্য অসন্তোষ-জনিত সুখ-ক্ষয় হইবামাত্র মনুষ্য উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইবে।

সুখে তু বর্ত্তমানে বৈ দুঃখে বাপি নরোত্তম।

স্ববৃত্তাদ্‌যো ন চলতি শাস্ত্রচক্ষুঃ স মানবঃ॥ ২৩৮॥

স্মা ২৫৯। ৩১।

সুখেই থাকুন, আর দুঃখেই থাকুন, যিনি তজ্জন্য নিজের সচ্চরিত্রতা হইতে বিচলিত হন না, তিনিই শাস্ত্রচক্ষুঃ।

বসন্ বিষয়মধ্যেঽপি ন বসত্যেব বুদ্ধিমান্।

সংবসত্যেব দুর্বুদ্ধিরসৎসু বিষয়েষ্বপি॥ ২৩৯॥

স্মা ২৯৮। ৬।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিষয়মধ্যে বাস করিয়াও তাহাতে বাস করেন না; কিন্তু নির্ব্বোধেরা বিষয়মধ্যে থাকিয়া কেবল অসদ্বিষয়েতেই অবস্থান করে।

বীতরাগো জিতক্রোধঃ সম্যগ্‌ভবতি যঃ সদা।

বিষয়ে বর্ত্তমানেঽপি ন স পাপেন যুজ্যতে॥ ২৪০॥

স্মা ২৯৮। ১১।

যিনি আসক্তিশূন্য, যাঁহার ক্রোধ সম্যক্ পরাজিত হইয়াছে, তিনি বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও পাপে লিপ্ত হয়েন না।

ন ধর্ম্মকালঃ পুরুষস্য নিশ্চিতো

ন চাপি মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে।

যদা হি ধর্ম্মস্য ক্রিয়ৈব শোভনা
যদা নরো মৃত্যুমুখেঽভিবর্ত্ততে ॥ ২৪১ ॥

শা ২৯৮। ১৮।

মৃত্যু মনুষ্যকে প্রতীক্ষা করে না, সুতরাং তাহার ধর্ম্মসাধনের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। মনুষ্য যখন মৃত্যুমুখে স্থিতি করিতেছে, তখন ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল কালেই শোভা পায়।

আক্রুশ্যমানো ন বদামি কিঞ্চিৎ
ক্ষমাম্যহং তাড্যমানশ্চ নিত্যম্।
শ্রেষ্ঠং হ্যেতদ্যৎ ক্ষমামাহুরার্য্যাঃ
সত্যং তথৈবার্জ্জবমানৃশংস্যম্ ॥ ২৪২ ॥

শা ২৯৯। ১২।

কেহ আমার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিলেও আমি কিছু বলিব না। আমাকে কেহ তাড়না করিলেও আমি ক্ষমা করিব। আর্য্যগণ ক্ষমা, সত্য, সারল্য ও অহিংসাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।

যো নাত্যুক্তঃ প্রাহ রূক্ষং প্রিয়ং বা
যো বা হতো ন প্রতিহন্তি ধৈর্য্যাৎ।
পাপঞ্চ যো নেচ্ছতি তস্য হন্তু-
স্তস্যেহ দেবাঃ স্পৃহয়ন্তি নিত্যম্ ॥ ২৪৩ ॥

শা ২৯৯। ১৩।

যিনি অতিমাত্র তিরস্কৃত হইলেও রূক্ষ বাক্য প্রয়োগ করেন না

এবং অতিমাত্র প্রশংসিত হইলেও প্রিয় বাক্য বলেন না, যিনি আহত হইলেও ধৈর্য্যনিবন্ধন প্রতিঘাত করেন না এবং হন্তার অমঙ্গল হয় এরূপ ইচ্ছা করেন না, তাঁহাকে এ সংসারে দেবতারাও নিয়ত স্পৃহা করিয়া থাকেন।

প্রবিশ্যাত্মনি চাত্মানং যোগী তিষ্ঠতি যোঽচলঃ।
পাপং হন্তি পুনীতানাং পদমাপ্নোতি সোঽজরম্ ॥ ২৪৪ ॥

ম্ভা ২০০। ২৮।

যিনি পরমাত্মার সহিত স্বীয় আত্মার সংযোগপূর্ব্বক অটলভাবে যোগী হইয়া অবস্থিতি করেন, তিনি পাপিগণের পাপ নাশ করেন ও অক্ষয় ব্রহ্মপদ লাভ করেন।

নিত্যং ক্রোধাত্তপো রক্ষেত্ শ্রিয়ং রক্ষেচ্চ মৎসরাত্।
বিদ্যাং মানাবমানাভ্যামাত্মানন্তু প্রমাদতঃ ॥ ২৪৫ ॥

ম্ভা ২২৯। ১১।

ক্রোধ হইতে তপস্যাকে, মৎসর হইতে সম্পদ্‌কে, মান অপমান হইতে ব্রহ্মজ্ঞানকে ও প্রমাদ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবেক।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ২৪৬ ॥

গীতাপর্ব্বণি ২। ৪৭।

তোমার কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবার অধিকার আছে, কিন্তু ফল-প্রত্যাশা করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই। কর্ম্মের

ফল-কামনায় যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়, এবং কর্ম্ম না করিতেও যেন তোমার আসক্তি না হয়।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ২৪৭॥

গীতা ২। ৪৮।

হে ধনঞ্জয়, যোগস্থ হইয়া আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম কর। ফলাফলে সমান হইয়া যে মনের সাম্যাবস্থা হয়, তাহাকে যোগ বলা যায়।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥ ২৪৮॥

গীতা ২। ৫৫।

হে পার্থ, যখন মনুষ্য মনের সমুদায় কামনা পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মাতে স্বয়ং পরিতুষ্ট হয়েন, তখন তাঁহাকে সমাহিত বলা যায়।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ২৪৯॥

গীতা ২। ৫৬।

দুঃখেতে যাঁহার চিত্ত উদ্বিগ্ন হয় না, সুখেতেও যিনি নিস্পৃহ থাকেন ও যাঁহার আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ বিদূরিত হইয়াছে, এরূপ সমাহিত ব্যক্তিকে মুনি বলা যায়।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ২৫০॥

গীতা ২। ৫৮।

কূর্ম্ম যেরূপ স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্যক্প্রকারে আকর্ষণ করে, সেইরূপ যোগী ব্যক্তি যখন বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে প্রত্যাহার করেন, তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ২৫১ ॥

গীতা ২। ৬০।

হে কৌন্তেয়, প্রবল ইন্দ্রিয়গণ মোক্ষে যত্নশীল বিবেকী পুরুষের মনও বলপূর্ব্বক হরণ করে।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ২৫২ ॥

গীতা ২। ৬২। ৬৩।

ইন্দ্রিয়ের বিষয় চিন্তা করিলে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে বাসনা, বাসনা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিনাশে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশে মনুষ্য বিনষ্ট হয়।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ২৫৩ ॥

গীতা। ২। ৬৪।

রাগ-দ্বেষ-বিরহিত সংযত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়াদি ভোগ করিলে আত্মা শান্তি লাভ করে।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ২৫৪ ॥

গীতা ২। ৬৬।

বিক্ষিপ্তচিত্ত লোকের বুদ্ধি স্থির হয় না, স্থির না হইলেও মনোঽভিনিবেশ হয় না, মনোঽভিনিবেশ না হইলে শান্তিলাভ হয় না; অশান্ত জনের সুখ কোথায়?

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনু বিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ২৫৫ ॥

গীতা ২। ৬৭।

মন যখন স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়গণের অনুসরণ করে, প্রবল বায়ু দ্বারা অর্ণবপোত যেমন জলে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ তখন মনুষ্যের ধর্ম্মবুদ্ধি বিনষ্ট হয়।

তস্মাদ্যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২৫৬ ॥

গীতা ২। ৬৮।

হে মহাবাহো, যে ব্যক্তি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে সর্ব্বপ্রকারে নিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারই ধর্ম্মবুদ্ধি সমাহিত হইয়াছে।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগর্ত্তি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥২৫৭॥

গীতা ২। ৬৯।

সমুদায় প্রাণীর পক্ষে যাহা রজনী, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি তাহাতে জাগ্রৎ থাকেন ; এবং অপর প্রাণিগণ যাহাতে জাগ্রৎ থাকে, তত্ত্বদর্শী মুনির নিকট তাহা তামসী নিশা।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বত্ ।
তদ্বত্ কামাঃ যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ২৫৮ ॥

গীতা ২ । ৭০ ।

চারিদিক্ হইতে নদী সকল আসিয়া সমুদ্রে জল ঢালিতে থাকে, অথচ সমুদ্র যেরূপ সেইরূপই থাকে, কখন বেলা উল্লঙ্ঘন করে না ; তেমনি যাঁহাতে সমুদায় কামনার বিষয় সকল প্রবেশ করে, অথচ বিকারী হয়েন না, তিনিই শান্তি লাভ করেন। কামনার বিষয়াভিলাষী ব্যক্তি কখন শান্তি লাভ করিতে পারে না।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ২৫৯ ॥

গীতা ২ । ৭১ ।

যে ব্যক্তি সমুদায় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ, নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইয়া বিচরণ করে, সে চির-শান্তি লাভ করে।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ২৬০ ॥

গীতা ৩ । ৬ ।

যে ব্যক্তি বাহিরে কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহকে সংযত রাখিয়া অন্তরে কেবল বিষয় চিন্তা করে, সেই নির্ব্বোধ মনুষ্যকে কপটাচার বলা যায়।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ২৬১ ॥

গীতা ৩। ১৯।

অতএব অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর। আসক্তিবিহীন হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পরব্রহ্মকে লাভ করা যায়।

সক্তাঃ কর্ম্মাণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৬২ ॥

গীতা ৩। ২৫।

হে অর্জ্জুন, মূঢ় লোকেরা যেমন আসক্ত হইয়া কার্য্য করে, জ্ঞানীও তদ্রূপ লোকশিক্ষার্থ অনাসক্ত চিত্তে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৬৩ ॥

গীতা ৩। ২৭।

অহঙ্কারী মূঢ়াত্মা ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা চালিত হইয়া, সর্ব্বপ্রকারে সমুদায় কার্য্য করিয়া, 'আমি কর্ত্তা' ইহা মনে করে।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ২৬৪ ॥

গীতা ৪। ১৯।

যাঁহার সমুদায় কার্য্য নিষ্কাম, জ্ঞানাগ্নিযোগে যাঁহার সমুদায় কার্য্য দগ্ধ হইয়াছে, পণ্ডিতেরা সেই তত্ত্বজ্ঞানী শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলেন।

त्यक्त्वा कर्म्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः ।
कर्म्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः ॥ २६५ ॥

गीता ४ । २० ।

যিনি কর্ম্মফল ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া নিত্যতৃপ্ত ও নিরাশ্রয় হয়েন, তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিলেও কার্য্য করেন না।

सर्व्वाणीन्द्रियकर्म्माणि प्राणकर्म्माणि चापरे ।
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥ २६६ ॥

गीता ४ । २७ ।

অপর সাধকগণ শারীরিক মানসিক সকল প্রকার কার্য্য জ্ঞান দ্বারা উজ্জ্বল আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে অর্পণ করেন।

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।
तत् स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ २६७ ॥

गीता ४ । ३८ ।

ব্রহ্মজ্ঞানের সদৃশ পবিত্র পদার্থ আর কিছুই নাই। যোগসংসিদ্ধ ব্যক্তি স্বয়ং কালসহকারে উহা আত্মাতে লাভ করেন।

श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ २६८ ॥

गीता ४ । ३९ ।

শ্রদ্ধাবান্ ও সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন, জ্ঞান লাভ করিয়া শীঘ্র পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়েন।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ২৬৯॥

গীতা ৫।৭।

যোগী, শুদ্ধচিত্ত, বিজিতাত্মা, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সর্ব্বভূত সহ একাত্মা হইয়া কার্য্য করিয়াও তাহাতে আসক্ত হয়েন না।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ২৭০॥

গীতা ৫।১০।

যে ব্যক্তি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মেতে আত্মসমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করে, পদ্মপত্র যেমন জলদ্বারা লিপ্ত হয় না, সে তদ্রূপ পাপে লিপ্ত হয় না।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ ২৭১॥

গীতা ৫।১১।

যোগীরা কেবল আত্মশুদ্ধির নিমিত্তই আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সমুদায় কর্ত্তব্য সমাধন করেন।

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ২৭২॥

গীতা ৫।১২।

যোগী ব্যক্তি কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিত্য শান্তি লাভ করেন, আর ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ব্যক্তি ফলকামনায় কার্য্যে আবদ্ধ হয়।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্‌।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২৭৩ ॥

গীতা ৫। ২০।

স্থিরচিত্ত জ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রিয় বস্তু লাভ করিয়াও আনন্দিত হয়েন না ও অপ্রিয় বস্তু পাইয়াও উদ্বিগ্ন হয়েন না ; তিনি নিত্য ব্রহ্মেতেই অবস্থিতি করেন।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ২৭৪ ॥

গীতা ৬। ৫।

(বিবেক-বুদ্ধি সহকারে) আপনাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবেক, তাহাতে নিমগ্ন হইবেক না ; কারণ মনুষ্য আপনি আপনার বন্ধু, আপনি আপনার শত্রু।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ২৭৫ ॥

গীতা ৬। ১০।

যোগী ব্যক্তি সংযতচিত্ত, নিরাকাঙ্ক্ষ ও নির্লোভ হইয়া, নির্জ্জনে একাকী অবস্থিতি করত, সর্ব্বদা পরমাত্মার ধ্যান করেন।

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ২৭৬ ॥

গীতা ৬। ১২।

সংযতেন্দ্রিয় হইয়া, পবিত্র স্থানে চিত্ত একাগ্র করিয়া, আসনে উপবেশন করত, আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত যোগ অভ্যাস করিবেক।

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।

যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ ২৭৭॥

গীতা ৬। ১৯।

নির্ব্বাতস্থানস্থিত দীপ যেমন স্থির ভাব অবলম্বন করে, তদ্রূপ সংযতচিত্ত ও পরমাত্মধ্যানে নিমগ্ন যোগী ব্যক্তির আত্মা নিস্পন্দভাবে অবস্থিতি করে।

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৭৮॥

গীতা ৬। ২৫।

ধারণাশক্তি দ্বারা চিত্তকে অল্পে অল্পে বিষয় হইতে উপরত করিবে। এইরূপে পরমাত্মাতে উহা সংস্থাপন করিয়া আর কোন বিষয় চিন্তা করিবেক না।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ২৭৯॥

গীতা ৬। ২৮।

এইরূপে যোগী ব্যক্তি পরমাত্মার সহিত স্বীয় আত্মার সংযোগপূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া সুখে ব্রহ্মের স্পর্শসুখ সম্ভোগ করেন।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ২৮০॥

গীতা ৬। ২৯।

যোগী ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে এবং পরমাত্মাতে সমুদায় প্রাণীকে সন্দর্শন করেন।

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया।
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्व्वमिदं ततम्॥ २८१॥

গীতা ৮। ২২।

যাঁহার মধ্যে সমুদায় প্রাণী বাস করিতেছে এবং যাঁহার দ্বারা সকল জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, হে পার্থ, সেই পরম পুরুষ একান্ত ভক্তি দ্বারাই লভনীয়।

सर्व्वतः पाणिपादन्तत् सर्व्वतोऽक्षिशिरोमुखम्।
सर्व्वतः श्रुतिमल्लोके सर्व्वमावृत्य तिष्ठति॥ २८२॥

গীতা ১৩। ১৩।

সর্ব্বত্র যাঁহার হস্ত পদ, সর্ব্বত্র যাঁহার চক্ষুঃ, সর্ব্বত্র যাঁহার শিরোমুখ ও সর্ব্বত্র যাঁহার কর্ণ, তিনি এই সংসারে সমুদায় আচ্ছাদন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

समं सर्व्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्।
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति॥ २८३॥

গীতা ১৩। ২৭।

যে ব্যক্তি পরমেশ্বরকে সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত ও অনিত্য পদার্থের মধ্যে নিত্য বলিয়া দর্শন করে, সে তাঁহাকে দেখিতে পায়।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেত্ ॥ ২৮৪ ॥

গীতা ১৬। ২১।

কাম, ক্রোধ, লোভ, এই তিনটি নরকের আত্মবিনাশক দ্বার-স্বরূপ; অতএব এ তিনকেই পরিত্যাগ করিবেক।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ২৮৫ ॥

গীতা ১৭। ১৬।

মনের প্রসন্নতা, সৌম্যভাব, মনন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি, এই সকল মানসিক তপস্যার লক্ষণ জানিবে।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ২৮৬ ॥

গীতা ১৮। ৪৬।

যাঁহা হইতে এই ভূত সকল নিয়ত চেষ্টাশীল রহিয়াছে, যিনি এই সমুদায়ে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, স্বস্বকর্ত্তব্যানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করে।

অনুক্রোশো হি সাধূনাং সুমহদ্ধর্ম্মলক্ষণম্।
অনুক্রোশশ্চ সাধূনাং সদা প্রীতিং প্রযচ্ছতি ॥ ২৮৭ ॥

অনুশাসনপর্ব্বণি ৫। ২৪।

সাধুগণের দয়াই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের লক্ষণ, সাধুদিগের দয়াই সর্ব্বদা প্রেম দান করিয়া থাকে।

যাদৃশং বপতে বীজং ক্ষেত্রমাসাদ্য কর্ষকঃ।
সুকৃতে দুষ্কৃতে বাপি তাদৃশং দৃশ্যতে ফলম্॥ ২৮৮॥

অনুশা ৬। ৬।

কৃষক যাদৃশ বীজ বপন করে, তদনুরূপ ফললাভ করিয়া থাকে। অতএব সৎকর্ম্মে সুফল, দুষ্কর্ম্মে মন্দফল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শুভেন কর্ম্মণা সৌখ্যং দুখং পাপেন কর্ম্মণা।
কৃতং ফলতি সর্ব্বত্র নাকৃতং ভুজ্যতে ক্বচিৎ॥ ২৮৯॥

অনুশা ৬। ১০।

শুভানুষ্ঠানে সুখ এবং পাপানুষ্ঠানে দুঃখ হয়। যাহা করা হয়, সর্ব্বত্র তাহারই ফল ফলে; যাহা করা হয় নাই, তাহা কখন ফলে না।

প্রাণাতিপাতঃ স্তৈন্যঞ্চ পরদারমথাপি বা।
ত্রীণি পাপানি কায়েন সর্ব্বতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ২৯০॥

অনুশা ১৩। ২।

প্রাণনাশ, চৌর্য্য ও পরদার, শরীর দ্বারা এই ত্রিবিধ পাপ সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যাগ করিবেক।

অসৎপ্রলাপং পারুষ্যং পৈশুন্যমনৃতন্তথা।
চত্বারি বাচা রাজেন্দ্র ন জল্পেন্নানুচিন্তয়েৎ॥ ২৯১॥

অনুশা ১৩। ৪।

হে রাজেন্দ্র, অসদালাপ, কঠোরতা, উগ্রভাব ও মিথ্যা বাক্য

দ্বারা এই চতুর্ব্বিধ পাপের আলাপও করিবেক না, চিন্তাও করিবেক না।

দানেন তপসা চৈব সত্যেন চ যুধিষ্ঠির।
যে ধর্ম্মমনুবর্ত্তন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ॥ ২৯২ ॥

অনুশা ২৩। ৮৬।

হে যুধিষ্ঠির, যাঁহারা দান, তপস্যা ও সত্য সহকারে ধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হয়েন।

ক্ষমাবন্তশ্চ ধীরাশ্চ ধর্ম্মকার্য্যেষু চোত্থিতাঃ।
মঙ্গলাচারসম্পন্নাঃ পুরুষাঃ স্বর্গগামিণঃ॥ ২৯৩ ॥

অনুশা। ২৩। ৮৯।

যাঁহারা ক্ষমাশীল, ধীর, ধর্ম্মকার্য্যে সমুন্নত ও সদাচারসম্পন্ন, তাঁহারা স্বর্গগামী হয়েন।

সর্ব্বহিংসানিবৃত্তাশ্চ নরাঃ সর্ব্বসহাশ্চ যে।
সর্ব্বস্যাশ্রয়ভূতাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ॥ ২৯৪ ॥

অনুশা ২৩। ৯২।

যাঁহারা সমুদায় হিংসা হইতে নিবৃত্ত, সকল সহ্য করিতে সমর্থ ও সকলের আশ্রয়, তাঁহারা স্বর্গগামী হয়েন।

মাতরং পিতরঞ্চৈব শুশ্রূষন্তি জিতেন্দ্রিয়াঃ।
ভ্রাতৃণাঞ্চৈব সস্নেহাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ॥ ২৯৫ ॥

অনুশা ২৩। ৯৪।

যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া মাতা পিতার সেবা ও শুশ্রূষা করেন, ভ্রাতৃগণকে স্নেহ করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হয়েন।

আঢ্যাশ্চ বলবন্তশ্চ যৌবনস্থাশ্চ ভারত।
যে বৈ জিতেন্দ্রিয়া ধীরাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ॥ ২৯৬॥

অনুশা ২২। ৫৫।

যাঁহারা ধনী, বলবান্ ও যুবা হইয়াও জিতেন্দ্রিয় ও ধীর হয়েন, তাঁহারা স্বর্গগামী হয়েন।

অপরাদ্ধেষু সস্নেহা মৃদবো মৃদুবৎসলাঃ।
আরাধনসুখাশ্চাপি পুরুষাঃ স্বর্গগামিণঃ॥ ২৯৭॥

অনুশা ২২। ৫৬।

যাঁহারা অপরাধীর প্রতি সদয়, কোমল ও মৃদুবৎসল, এবং যাঁহারা ব্রহ্মের আরাধনায় সুখী হয়েন, তাঁহারা স্বর্গগামী হয়েন।

যচ্চৈব মানুষে লোকে যচ্চ দেবেষু কিঞ্চন।
সর্ব্বন্তু তপসা সাধ্যং জ্ঞানেন নিয়মেন চ॥ ২৯৮॥

অনুশা ৩৫। ১১।

যাহা কিছু মনুষ্যলোকে, যাহা কিছু দেবলোকে আছে, তপস্যা, জ্ঞান ও নিয়ম দ্বারা সকলেতেই সিদ্ধ হওয়া যায়।

তস্মান্ন্যায়গতৈরর্থৈর্ধর্ম্মং সেবেত পণ্ডিতঃ।
ধর্ম্ম একো মনুষ্যাণাং সহায়ঃ পারলৌকিকঃ॥ ২৯৯॥

অনুশা ১১১। ১৬।

অতএব ন্যায়গত অর্থদ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তি ধর্ম্মের সেবা করিবেক। কেন না, ধর্ম্মই একমাত্র মনুষ্যগণের পারলৌকিক সহায়।

স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি।
নাস্তি ক্ষুদ্রতরস্তস্মাৎ স নৃশংসতরো নরঃ॥ ২০০॥

অনুশা ১১৬। ১১।

যে পরমাংস ভক্ষণ করিয়া আপন দেহের পুষ্টিসাধন করিতে চায়, তাহার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ও নৃশংস ব্যক্তি আর কুত্রাপি নাই।

ন হি প্রাণাৎ প্রিয়তরং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে।
তস্মাদ্দয়াং নরঃ কুর্য্যাদ্যথাত্মনি তথা পরে॥ ২০১॥

অনুশা ১১৬। ১২।

ইহলোকে প্রাণ হইতে প্রিয়তর পদার্থ আর কিছুই নাই; অতএব আপনার ন্যায় ইতর প্রাণীর প্রতি মনুষ্যের দয়া করা কর্ত্তব্য।

ন হ্যতঃ সদৃশং কিঞ্চিদিহলোকে পরত্র চ।
যৎ সর্ব্বেষ্বিহ ভূতেষু দয়া কৌরবনন্দন॥ ২০২॥

অনুশা ১১৬। ১৫।

হে কৌরবনন্দন যুধিষ্ঠির, ইহলোকে ও পরলোকে সমুদায় প্রাণীর প্রতি দয়ার তুল্য আর কিছুই নাই।

অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো যো দদাতি দয়াপরঃ।
অভয়ং সর্ব্বভূতানি দদতীত্যনুশুশ্রুম॥ ২০৩॥

অনুশা ১১৬। ২২।

যে দয়ালু ব্যক্তি তাবৎ প্রাণীকে অভয় দান করে, শুনিয়াছি, প্রাণিপুঞ্জও তাহাকে অভয় দান করিয়া থাকে।

प्राणदानात् परं दानं न भूतं न भविष्यति।
न ह्यात्मनः प्रियतरं किञ्चिदस्तीह निश्चितम् ॥ २०४ ॥

অনুশা ১১৬। ২৬।

প্রাণদান হইতে আর শ্রেষ্ঠ দান হয় নাই ও হইবে না। অতএব ইহা অপেক্ষা আর পৃথিবীতে নিশ্চয় কিছুই প্রিয়তর নাই।

अहिंसा परमो धर्म्मस्तथाऽहिंसा परो दमः।
अहिंसा परमं दानमहिंसा परमं तपः॥
अहिंसा परमो यज्ञस्त्वहिंसा परमं बलम्।
अहिंसा परमं मित्रमहिंसा परमं सुखम्।
अहिंसा परमं सत्यमहिंसा परमं श्रुतम् ॥ २०५ ॥

অনুশা ১১৬। ২৮—৪০।

অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, অহিংসাই একমাত্র ইন্দ্রিয়দমন, অহিংসাই শ্রেষ্ঠ দান, অহিংসাই উৎকৃষ্ট তপস্যা, অহিংসাই পরম যজ্ঞ, অহিংসাই সর্ব্বোচ্চ বল, অহিংসাই পরম বন্ধু, অহিংসাই পরম সুখ, অহিংসাই পরম সত্য ও অহিংসাই পরম শাস্ত্র।

पिशुनां ये न भाषन्ते मित्रभेदकरीं गिरम्।
ऋतं मैत्रन्तु भाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिणः ॥ २०६ ॥

অনুশা ১৪৪। ২২।

যাঁহারা কঠোর এবং বন্ধুবিচ্ছেদকর বাক্য বলেন না, কিন্তু বন্ধুতাজনক সত্য বাক্য বলেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হয়েন।

शत्रुं मित्रञ्च ये नित्यं तुल्येन मनसा गिरा।
भजन्ति मैत्राः सङ्गम्य ते नराः स्वर्गगामिनः॥ २०৭॥

অনুশা ১৪৪। ২৪।

যে সকল ব্যক্তি প্রীতিসহকারে মিলিত হইয়া নিত্য বাক্য ও মনে সমভাবে শত্রু ও মিত্রের সেবা করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হয়েন।

या साध्वी नियताचारा सा भवेद्धर्म्मचारिणी।
श्रुत्वा दम्पतिधर्म्मं वै सहधर्म्मकृतं शुभम्॥ २०८॥

অনুশা ১৪৬। ২৫।

যে সাধ্বী স্ত্রী সদাচারা হইয়া দম্পতিধর্ম্ম শ্রবণপূর্ব্বক উত্তমরূপে তদ্ধর্ম্ম সাধন করিয়াছেন, তিনিই ধর্ম্মচারিণী হয়েন।

शुश्रूषां परिचर्य्याञ्च देवतुल्यं प्रकुर्व्वती।
वश्यभावेन सुमनाः सुव्रता सुखदर्शना॥ २०९॥

অনুশা ১৪৬। ২৮।

সদাচারা প্রিয়দর্শনা নারী সন্তুষ্টচিত্তে দেবতুল্য স্বামীর বশ্যভাবে সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকেন।

परुषाण्यपि चोक्ता या दृष्टा क्रूरेण चक्षुषा।
सुप्रसन्नमुखी भर्त्तुर्या नारी सा पतिव्रता॥ २१०॥

অনুশা ১৪৬। ২৯।

কঠোর কথা বলিলে, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিলেও, যিনি ভর্ত্তার প্রতি প্রসন্নমুখী, তিনিই পতিব্রতা।

दरिद्रं व्याधितं दीनमध्वना परिकर्षितम्।
पतिं पुत्रमिवोपास्ते सा नारी धर्म्मचारिणी॥ २११॥

অনুশা ১৪৬। ৪১।

দরিদ্র, রোগী, দীন ও পথশ্রান্ত স্বামীকে পুত্রের ন্যায় যিনি সেবা করেন, তিনি ধর্ম্মাচরণ করেন।

शुश्रूषां परिचर्य्याञ्च करोत्यविमना: सदा।
सुप्रीता च विनीता च सा नारी धर्म्मभागिणी॥ २१२॥

অনুশা ১৪৬। ৪২।

যে নারী প্রীতমনে, বিনীতভাবে, সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্তে পতির সেবা ও শুশ্রূষায় তৎপর, সেই নারীই ধর্ম্মভাগিণী হয়েন।

बिभर्त्त्यन्नप्रदानेन कुटुम्बञ्चैव नित्यदा।
न कामेषु न भोगेषु नैश्वर्य्ये न सुखे तथा।
स्पृहा यस्या यथा पत्यौ सा नारी धर्म्मभागिणी॥ २१३॥

অনুশা ১৪৬। ৪৪।

যে নারী নিত্য অন্নদান করিয়া কুটুম্বদিগকে প্রতিপালন করেন, পতিতে যেমন স্পৃহা, এমন ভোগ, ঐশ্বর্য্য, সুখ ও কামনার বিষয়ে যাঁহার স্পৃহা নাই, সেই নারীই ধর্ম্মভাগিণী হয়েন।

শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ পাদৌ তোষয়ন্তি গুণান্বিতা
মাতাপিতৃপরা নিত্যং যা নারী সা তপোধনা ॥ ২১৪ ॥

অনুশা ১৪৬। ৪৮।

যে গুণসম্পন্না নারী শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবা করেন ও মাতা পিতাকে নিত্য ভক্তি করেন, তিনিই তপস্যাচরণ করেন।

ব্রতং চরতি যা নিত্যং দুশ্চরং লঘু সত্বরা।
পতিচিত্তা পতিহিতা সা পতিব্রতভাগিনী ॥ ২১৫ ॥

অনুশা ১৪৬। ৫০।

যে অনলস নারী পতির প্রতি অনুরক্তা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া, ব্রত দুশ্চর হইলেও অবহেলায় তাহা নিত্য আচরণ করেন, তিনিই পতির ব্রতভাগিনী হয়েন।

পুণ্যমেতত্তপশ্চৈব স্বর্গশ্চৈব সনাতনঃ।
যা নারী ভর্ত্তৃপরমা ভবেত্ ভর্ত্তৃব্রতা সতী ॥ ২১৬ ॥

অনুশা ১৪৬। ৫১।

যে সতী স্ত্রী স্বামীর প্রতি ভক্তি করেন এবং স্বামীর ব্রতই যাঁহার একমাত্র ব্রত, তাঁহার সেই ভক্তি ও ব্রতই তাঁহার পক্ষে তপস্যা, পুণ্য ও নিত্য স্বর্গ।

তমেব চার্চ্চয়েন্নিত্যং ভক্ত্যা পুরুষমব্যয়ম্।
ধ্যায়ন্ স্তুবন্নমস্যংশ্চ যজমানস্তমেব চ ॥

অনাদিনিধনং বিষ্ণুং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।

লোকাধ্যক্ষং স্তুবন্নিত্যং সর্ব্বদুঃখাতিগো ভবেৎ ॥ ২১৭ ॥

অনুশা ১৪৯। ৫। ৬।

সেই অনাদিনিধন, নিত্য, লোকাধিপতি, সর্ব্বগত পরমেশ্বরকে ভক্তিসহকারে নিরন্তর অর্চ্চনা, ধ্যান, স্তব, নমস্কার ও সেবা করিয়া, মনুষ্য সকল দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

যথা লবণমম্ভোভিরাপ্লুতং প্রবিলীয়তে।

প্রায়শ্চিত্তহতং পাপং তথা সদ্যঃ প্রণশ্যতি ॥

তস্মাৎ পাপং ন গূহেত গূহমানং বিবর্দ্ধতে।

কৃত্বা তু সাধুষ্বাখ্যেয়ং তে তৎপ্রশময়ন্ত্যুত ॥ ২১৮ ॥

অনুশা ১৬২। ৫৮। ৫৯

জল দ্বারা আপ্লুত করিলে লবণ যে প্রকার লীন হইয়া যায়, সেইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপ সদ্যই বিনষ্ট হয়। অতএব পাপ করিয়া তাহা গোপন করিবে না, গোপন করিলে তাহা বৃদ্ধি পায়। পাপ করিয়া সাধুগণকে জ্ঞাপন করিলে, তাঁহারা তাহার নিরসনোপায় করেন।

জীবিতং মরণঞ্চোভে সুখদুঃখে তথৈব চ।

লাভালাভে প্রিয়দ্বেষ্যে যঃ সমঃ স চ মুচ্যতে ॥ ২১৯ ॥

আশ্বমেধিকানুগীতাপর্ব্বণি ১৯। ৪।

যিনি জীবন মরণে, সুখ দুঃখে, লাভালাভে, প্রিয় অপ্রিয় বিষয়ে সমান থাকেন, তিনিই মুক্ত হয়েন।

সংযতঃ সততং যুক্ত আত্মবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
তথা চ আত্মনাত্মানং সম্প্রযুক্তঃ প্রপশ্যতি ॥ ২২০ ॥

আশ্ব ২৫। ২০।

ব্রহ্মজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সর্ব্বদা সংযত থাকিয়া যোগী হয়েন, এবং তিনি সমাহিত হইয়া আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

ন চক্ষুষা ন মনসা ন বাচা দূষয়েৎ ক্বচিৎ।
ন প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা কিঞ্চিদ্দুষ্টং সমাচরেৎ ॥ ২২১ ॥

আশ্ব ৪৬। ৪২।

চক্ষুঃ দ্বারা, মনের দ্বারা ও বাক্য দ্বারা কখন দূষিত কার্য্য করিবেক না, এবং প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোনরূপ অসদাচরণ করা বিধেয় নহে।

নিরাশীর্নির্গুণঃ শান্তো নিরাসঙ্গো নিরাশ্রয়ঃ।
আত্মসঙ্গী চ তত্ত্বজ্ঞো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২২২ ॥

আশ্ব ৪৬। ৪৬।

নিস্পৃহ, নির্গুণ, শান্ত, নির্ভয়চিত্ত, নিরাশ্রয় ও ঈশ্বরানুরাগী তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করেন।

জ্ঞানেন তপসা চৈব ধীরাঃ পশ্যন্তি তৎ পরম্।
নির্লিপ্তমনসঃ পূতা ব্যুৎক্রান্তরজসোঽমলাঃ ॥ ২২৩ ॥

আশ্ব ৪৭। ২।

নির্লিপ্ত, পবিত্র, অক্রোধী, শুদ্ধ, ধীর ব্যক্তিগণ জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা পরব্রহ্মকে দর্শন করেন।

ধ্যানযোগেন শুদ্ধেন নির্ম্মলা নিরহঙ্কৃতাঃ।
আপ্নুবন্তি মহাত্মানো মহান্তং লোকমুত্তমম্ ॥ ২২৪ ॥

আশ্ব ৫১। ২২।

নিরহঙ্কার মহাত্মারা বিশুদ্ধ ধ্যানযোগে নির্ম্মল হইয়া মহান্ সর্ব্বোচ্চ লোক প্রাপ্ত হয়েন।

ধ্যানাধ্যয়নযুক্তাশ্চ শান্তিবর্ত্মনি সংস্থিতাঃ।
শান্তিং তে পরমামাশু লভন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২২৫ ॥

হরিবংশপর্ব্বণি ১৯। ১৮।

ধ্যানাধ্যয়নযুক্ত, শান্তিপথে স্থিত সাধকগণ অচিরাৎ নিশ্চয় পরম শান্তি লাভ করেন।

যোগধর্ম্মাদ্ধি ধর্ম্মজ্ঞ ন ধর্ম্মোঽস্তি বিশেষবান্।
বরিষ্ঠঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং তং সমাচর ভার্গব ॥ ২২৬ ॥

হরিবংশ ১৯। ২০।

হে ধর্ম্মজ্ঞ ভার্গব, যোগধর্ম্ম হইতে আর কোন ধর্ম্ম বিশেষ নহে। উহাই সর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। অতএব সেই যোগানুষ্ঠান কর।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

(বিষ্ণুপুরাণ-ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-শ্রীমদ্ভাগবত-মহানির্ব্বাণতন্ত্রাণি)

সঞ্চিতস্যাপি মহতো বৎস ! ক্লেশেন মানবৈঃ।
যশসস্তপসশ্চৈব ক্রোধো নাশকরঃ পরঃ ॥ ২২৭ ॥

বিষ্ণুপুরাণম্ ১। ১। ২২।

মানবগণ বহুক্লেশে যে অসামান্য যশ ও তপস্যা সঞ্চয় করে, ক্রোধ তাহা অল্পকালের মধ্যেই বিনষ্ট করে।

স্বর্গাপবর্গব্যাসেধকারণং পরমর্ষয়ঃ।
বর্জ্জয়ন্তি সদা ক্রোধং তাত ! মা তদ্বশো ভব ॥ ২২৮ ॥

বিষ্ণুপু ১। ১। ২৩।

ক্রোধ স্বর্গ ও মোক্ষের প্রতিবন্ধস্বরূপ, সুতরাং মহর্ষিরা সর্ব্বদা তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অতএব বৎস ! সেই ক্রোধের বশীভূত হইও না।

সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে ॥ ২২৯ ॥

বিষ্ণুপু ১। ২। ১১।

সেই ব্রহ্ম এই জগতের সকল স্থানে ও সমুদায় বস্তু তাঁহাতে বাস করে বলিয়া, জ্ঞানীরা তাঁহাকে বাসুদেব বলিয়া থাকেন।

परमार्थस्त्वमेवैको नान्योऽस्ति जगतः पते।
तवैष महिमा येन व्याप्तमेतच्चराचरम्॥ २२०॥

विष्णुपु १। ४। ३८।

হে জগৎপতে, এক তুমিই পরমার্থস্বরূপ, অন্য আর কেহই নাই। তোমাব মহিমা দ্বারাই এই চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

शास्ता विष्णुरशेषस्य जगतो यो हृदि स्थितः।
तमृते परमात्मानं तात! कः केन शास्यते॥ २२१॥

विष्णुपु १। १७। २०।

যিনি অখিল জগতের জ্ঞানদাতা এবং যিনি নিরন্তর হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই পরমাত্মা ব্যতিরেকে আব কে জ্ঞান দান করিতে সমর্থ হয়?

भयं भयानामपहारिणि स्थिते
मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति।
यस्मिन् स्मृते जन्मजरान्तकादि-
भयानि सर्व्वाण्यपयान्ति तात॥ २२२॥

१। १७। ३६।

হে তাত, যাঁহাকে স্মরণ করিলে জরা ও মৃত্যু প্রভৃতি সমুদায় ভয় নিরাকৃত হয়, সেই ভয়াপহারী অনন্ত পরমেশ্বর হৃদয়ে অবস্থিতি করিলে আর ভয়ের সম্ভাবনা কি?

आयासः स्मरणे कोऽस्य स्मृतो यच्छति शोभनम्।
पापक्षयश्च भवति स्मरतां तमहर्निशम्॥ २२३॥

বিষ্ণুপু ১। ১৩। ৩৮।

ইঁহাকে স্মরণ করিতে আয়াস কি? স্মরণ করিলেই মঙ্গল লাভ হয়। যে ব্যক্তি দিবানিশি তাঁহাকে স্মরণ করে, তাহার সমুদায় পাপ ক্ষয় হইয়া যায়।

सर्व्वभूतस्थिते तस्मिन् मतिर्मैत्री दिवानिशम्।
भवतां जायतामेवं सर्व्वक्लेशान् प्रहास्यथ॥ २२४॥

বিষ্ণুপু ১। ১৩। ৩৯।

সকল প্রাণীর হৃদয়বাসী পরমেশ্বরে তোমাদিগের মতি ও সকলের প্রতি তোমাদিগের মৈত্রী হউক। এইরূপ করিয়া তোমরা সকলপ্রকার দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইবে।

तस्मिन् प्रसन्ने किमिहास्त्यलभ्यं
धर्म्मार्थकामैरलमल्पकास्ते।
समाश्रिताद्ब्रह्मतरोरनन्ता-
न्निःसंशयं प्राप्स्यथ वै महत् फलम्॥ २२५॥

বিষ্ণুপু ১। ১৩। ৫১।

তিনি যদি তোমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হন, এ সংসারে তোমাদের কি আর অলভ্য থাকিবে? ধর্ম্মার্থকামে কি হইবে, তৎসমুদায় অতি অকিঞ্চিৎকর। তোমরা যদি অনন্ত

ব্রহ্মতরুর আশ্রয় গ্রহণ কর, নিঃসংশয় তোমরা মহৎ ফল লাভ করিবে।

कः केन हन्यते जन्तुर्जन्तुः कः केन रक्ष्यते।
हन्ति रक्षति चैवात्मा ह्यसत् साधु समाचरन्॥ २२६॥

विष्णुपु १। १८। २९।

কে কাহাকে বিনাশ করে, কে কাহাকে রক্ষা করে? আত্মাই সাধু বা অসাধু আচরণ করিয়া আপনাকে বিনাশ বা রক্ষা করেন।

त्वय्यस्ति भगवान् विष्णुर्मयि चान्यत्र चास्ति सः।
यतस्ततोऽयं मित्रं मे शत्रुश्चेति पृथक् कुतः॥ २२७॥

विष्णुपु १। १९। ३८।

যখন সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর তোমার মধ্যে, আমার মধ্যে ও আর আর সমুদায় পদার্থের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তখন এ আমার মিত্র, এ আমার শত্রু, এইরূপে পৃথক ব্যবস্থা কিরূপে হইতে পারে?

धर्म्मार्थकामैः किं तस्य मुक्तिस्तस्य करे स्थिता।
समस्तजगतां मूले यस्य भक्तिः स्थिरा त्वयि॥ २२८॥

विष्णुपु १। २०। २७।

সমুদায় জগতের মূলস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি যাহার অচলা ভক্তি আছে, তাহার ধর্ম্মার্থকামে কি প্রয়োজন? কারণ মুক্তি তাহার করস্থ।

একো ব্যাপী সমঃ শুদ্ধো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
জন্মবৃদ্ধ্যাদিরহিত আত্মা সর্ব্বগতোঽব্যয়ঃ॥ ২৩৯॥

বিষ্ণুপু। ২। ১৪। ২৯।

সেই পরমেশ্বর এক, সর্ব্বব্যাপী, অপরিবর্ত্তনীয়, নির্ম্মল, পরিমিতগুণহীন, প্রপঞ্চাতীত, জন্ম-ও-হ্রাস-বৃদ্ধি-রহিত, সর্ব্বগত, অবিনাশী ও চৈতন্যস্বরূপ।

স্ফটিকগিরিশিলামলঃ ক্ব বিষ্ণু-
মনসি নৃণাং ক্ব চ মৎসরাদিদোষঃ।
ন হি তুহিনময়ূখরশ্মিপুঞ্জে
ভবতি হুতাশনদীপ্তিজঃ প্রতাপঃ॥ ২৪০॥

বিষ্ণুপু ৩। ৭। ২২।

স্ফটিকগিরির শিলাসদৃশ নির্ম্মল পরমেশ্বর বা কোথায়, আর মনুষ্যের মনের মৎসরাদি দোষ বা কোথায়? চন্দ্রকিরণে কি কখন অগ্নির তীব্রতাপ অবস্থিতি করে?

বিমলমতিবিমৎসরঃ প্রশান্তঃ
শুচিচরিতোঽখিলসত্ত্বমিত্রভূতঃ।
প্রিয়হিতবচনোঽস্তমানমায়ো
বসতি সদা হৃদি তস্য বাসুদেবঃ॥ ২৪১॥

বিষ্ণুপু ৩। ৭। ২৪।

যিনি বিমলবুদ্ধি, মৎসরশূন্য, প্রশান্ত, শুদ্ধচরিত্র, নিখিল প্রাণীর

মিত্রভূত, প্রিয় ও হিতকর বাক্য-প্রয়োগে নিরত, অভিমান-ও-মায়াশূন্য, তাঁহারই হৃদয়ে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ভগবান্ বাস করেন।

वसति हृदि सनातने च तस्मिन्
भवति पुमान् जगतोऽस्य सौम्यरूपः।
क्षितिरसमतिरम्यमात्मनोऽन्तः
कथयति चारुतयैव शालपोतः॥ २४२॥

বিষ্ণুপু ২।৩।২৫।

নিত্য পরমেশ্বর যাঁহার হৃদয়ে বাস করেন, জগতের নিকট তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি প্রকাশ পায়। আপনার ভিতরে অত্যুৎকৃষ্ট রস আছে, বাল শালতরু নিজের সৌন্দর্য্য দ্বারাই তাহা প্রকাশ করে।

अशुभमतिरसत्प्रवृत्तिसक्तः
सततमनार्य्यविशालसङ्गमत्तः।
अनुदिनकृतपापबन्धयत्नः
पुरुषपशुर्नं हि वासुदेवभक्तः॥ २४३॥

বিষ্ণুপু ২।৩।২১।

অশুভবুদ্ধি, অসৎ প্রবৃত্তিতে আসক্ত, দীর্ঘকাল অসাধুসঙ্গে প্রমত্ত, অনুদিন পাপানুষ্ঠান করিবার জন্যই যত্নশীল, ঈদৃশ মনুষ্য-পশু কখন সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবানের ভক্ত নহে।

পাপেঽপ্যপাপঃ পরুষেঽপ্যভিধত্তে প্রিয়াণি যঃ।
মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণস্তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা॥ ২৪৪॥

বিষ্ণুপু ২। ১২। ৪১।

কেহ পাপাচরণ করিলেও যিনি তৎপ্রতি পাপাচরণ করেন না, কঠোর কথা বলিলেও প্রিয় কথাই বলেন, মৈত্রীতে হৃদয় সর্ব্বদা আর্দ্র, মুক্তি তাঁহার করস্থিত।

যথামৃতেন তৃপ্তস্য পয়সা কিম্প্রয়োজনম্।
এবং তৎ পরমং জ্ঞাত্বা বেদে নাস্তি প্রয়োজনম্॥ ২৪৫॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্ উ, গী, ১। ২১।

যেমন অমৃত পান করিলে জলের প্রয়োজন থাকে না, তদ্রূপ সেই পরব্রহ্মকে জানিলে আর বেদের আবশ্যক করে না।

অদৃশ্যে ভাবনা নাস্তি দৃশ্যমেতদ্বিনশ্যতি।
অবর্ণমীশ্বরং ব্রহ্ম কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ॥
ঊর্দ্ধ্বপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকম্।
সর্ব্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্॥ ২৪৬॥

ব্রহ্মপু ১। ২৫। ২৬।

অদৃশ্য বস্তুর চিন্তা হইতে পারে না, দৃশ্য বস্তুও বিনষ্ট হয়; অতএব যোগিগণ সেই বর্ণহীন পরব্রহ্মকে কিরূপে ধ্যান করেন? সেই চিৎস্বরূপ পরমেশ্বর ঊর্দ্ধে পরিপূর্ণ, অধোতে পরিপূর্ণ, মধ্যে পরিপূর্ণ, সকলই পূর্ণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন; ঈশ্বরে চিত্ত-সমাধানের ইহাই লক্ষণ জানিবে।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ২৪৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১। ২। ১১।

তত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাকেই তত্ত্ব বলেন, যিনি অদ্বয় জ্ঞান এবং ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ এই ত্রিবিধ শব্দে অভিহিত হয়েন।

সকৃদ্‌যদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কামায় তেঽনঘ।
মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্ব্বান্মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্ ॥ ২৪৮ ॥

ভা ১। ৬। ২২।

ঈশ্বর বলিতেছেন, হে সৌম্য, আমি যে এক বার আমার রূপ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা কেবল তোমার অনুরাগবৃদ্ধির জন্য। কারণ সাধু ব্যক্তি আমার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া অল্পে অল্পে সমুদায় পাপ পরিত্যাগ করে।

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্ ॥ ২৪৯ ॥

ভা ২। ২। ৩৭।

যাঁহারা ভক্তগণের সঙ্গে বসিয়া পরমাত্মার কথামৃত শ্রবণপুটে পান করেন, তাঁহারা আপনাদের বিষয়কলুষিত চিত্তকে পবিত্র করেন এবং তাঁহার চরণারবিন্দ লাভ করেন।

यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या
संमृज्यमाने हृदयेऽवधाय
ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा
व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठम्॥ २५०॥

भा ३। ५। ४६।

শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রার্থবোধযুক্ত ভক্তিযোগে যাঁহাদিগের হৃদয় নির্ম্মল হইয়াছে, তাঁহারা সেই নির্ম্মল হৃদয়ে ধ্যানপূর্ব্বক বৈরাগ্যপরিপুষ্ট জ্ঞানে সর্ব্বপ্রকার বিষয়াকর্ষণ-পরিশূন্য ধীর হয়েন। আমরাও তোমার চরণপদ্ম সেই প্রকারে লাভ করিব।

तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योगप्रवृत्तया।
भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्॥ २५१॥

भा ३। २६। ७०।

যোগযুক্ত বুদ্ধি, ভক্তি, বৈরাগ্য ও জ্ঞান দ্বারা অবধারণ করিয়া এই আত্মাতে পরমাত্মাকে চিন্তা করিবেক।

अतएव शनैश्चित्तं प्रसक्तमसतां पथि
भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेत् वशम्॥ २५२॥

भा ३। २७। ५।

অতএব গাঢ় ভক্তিযোগে ও বৈরাগ্যসহকারে অসৎপথাবলম্বী সংসারাসক্ত চিত্তকে অল্পে অল্পে বশীভূত করিবেক।

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ২৫৩ ॥

ভা ৩। ২৯। ১২।

ফলাভিসন্ধানবিরহিত হইয়া অব্যবধানে ভগবানের ভজনাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ কথিত হইয়া থাকে।

যস্য যদ্দৈববিহিতং স তেন সুখদুঃখয়োঃ।
আত্মানং তোষয়ন্ দেহী তমসঃ পারমৃচ্ছতি ॥ ২৫৪ ॥

ভা ৪। ৮। ৩৩।

ঈশ্বর যাহাকে যাহা দান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সুখদুঃখের মধ্যে আপনাকে সন্তুষ্ট রাখিলে মনুষ্য মুক্তি লাভ করে।

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্ ॥ ২৫৫ ॥

ভা ৪। ৯। ৬।

অখিলশক্তিসম্পন্ন যিনি আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া স্বশক্তিতে আমার প্রসুপ্তা বাণীকে জাগ্রৎ করিলেন, এবং হস্তচরণাদি ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণকে যিনি ক্রিয়াশীল করিতেছেন, সেই পরমপুরুষ তোমায় আমি নমস্কার করি।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।

हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा
मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥ ২৫৬ ॥

ভা ৫। ১৮। ১২।

যাঁহার ভগবানেতে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমুদায় দেবগুণ আসিয়া তাঁহাতে অধিবাস করে। হরিতে অভক্ত ব্যক্তির মহদ্গুণের সম্ভাবনা কোথায়? কেন না, মনোরথযোগে সে বাহিরে বাহিরে অসদ্বিষয়ে ধাবমান।

सत्यं दिशत्यर्थितमर्थितो नृणां
नैवार्थदो यत् पुनरर्थिता यतः।
स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छता-
मिच्छापिधानं निजपादपल्लवम् ॥ ২৫৭ ॥

ভা ৫। ১৯। ২৭।

ঈশ্বর মনুষ্যগণের প্রার্থিত বিষয় অর্পণ করেন, এ কথা সত্য; কিন্তু তিনি ভক্তগণকে সামান্য বিষয় দেন না, কেন না তাহা পাইয়া প্রার্থনার নিবৃত্তি হয় না। সমুদায়-কামনাপরিশূন্য হইয়া যাহারা তাঁহাকে ভজনা করে, তাহাদিগকে তিনি স্বয়ং সমুদায় অভিলাষের পরিসমাপ্তিকর নিজপাদপল্লব প্রদান করিয়া থাকেন।

तपसा ब्रह्मचर्य्येण शमेन च दमेन च।
त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च ॥

ইত্থবাগ্‌বুদ্ধিজং ধীরা ধর্ম্মজ্ঞাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
ক্ষিপন্ত্যঘং মহদপি বেণুগুল্মমিবানলঃ॥ ২৫৮॥

ভা ৬। ১। ১৩। ১৪

অনল যেরূপ বেণুগুল্ম দগ্ধ করে, তদ্রূপ ধর্ম্মজ্ঞ ধীরেরা শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তপ, ব্রহ্মচর্য্য, শান্তি, ইন্দ্রিয়দমন, ত্যাগ, সত্য, শুদ্ধতা, আত্মসংযম ও নিয়ম দ্বারা শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক মহৎ পাপ পরিত্যাগ করেন।

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া॥ ২৫৯॥

ভা ৬। ২। ১।

সাধকগণ তপ, দান ও ব্রতাদি দ্বারা দূষিত কার্য্যকে পবিত্র করেন, কিন্তু কলুষিত হৃদয়কে পবিত্র করিতে পারেন না; তাহা কেবল ঈশ্বরের পদসেবাতেই পবিত্র হইয়া থাকে।

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥ ২৬০॥

ভা ৬। ৩। ২২।

পরমেশ্বরের নামগ্রহণাদির দ্বারা তাঁহাতে ভক্তিযোগই এ সংসারে মনুষ্যগণের একমাত্র পরমধর্ম্ম।

ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।

মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ ॥ ২৬১ ॥

ভা ৭। ৬। ২৬।

প্রহ্লাদ বলিতেছেন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ, আত্ম-বিদ্যা, কর্ম্মবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, দণ্ডনীতি, জীবিকাতত্ত্ব, এ সমুদায়ের মূল সত্য, আমার মনে হয়, আত্মার সুহৃৎ পরমপুরুষে আত্মসমর্পণ।

কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকা হরে-
রুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ।
স্বস্যাত্মনঃ সখ্যুরশেষদেহিনাং
সামান্যতঃ কিং বিষয়োপপাদনৈঃ ॥ ২৬২ ॥

ভা ৭। ৭। ৩৮।

হে অসুরবালকগণ, হরি নিজের আত্মার সখা হইয়া হৃদয়ে আকাশের ন্যায় স্থিতি করিতেছেন; তাঁহাকে উপাসনা করা আবার অত্যন্ত প্রয়াসের ব্যাপার কি? ইন্দ্রিয়াদি-যোগে বিষয়-গ্রহণ সকল প্রাণীরই সাধারণ ধর্ম্ম; তাহাতে বল কি পুরুষার্থ আছে?

তমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পরেশ-
মব্যক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্।
অতীন্দ্রিয়ং সূক্ষ্মমিবাতিদূর-
মনন্তমাদ্যং পরিপূর্ণমীড়ে ॥ ২৬৩ ॥

ভা ৮। ৩। ২১।

অতীন্দ্রিয় এবং সূক্ষ্ম হেতু যিনি অতিদূরস্থ বলিয়া প্রতীত হন, সেই অধ্যাত্মযোগাধিগম্য, সকলের আদিভূত, অব্যক্ত, অনন্ত, পূর্ণ, অক্ষর, পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে স্তব করি।

अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज ।
साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः ॥ २६४ ॥

ভা ৯। ৪। ৬৩।

হে দ্বিজ, পরাধীন ব্যক্তির ন্যায় আমি ভক্তাধীন। সাধুভক্তজন দ্বারা আমার হৃদয় একান্ত অধিকৃত হইয়া রহিয়াছে ; আমি ভক্তজনের প্রিয়, ভক্তজন আমার প্রিয়।

ये दारागारपुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परम् ।
हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥ २६५ ॥

ভা ৯। ৪। ৬৫।

যাহারা স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, আত্মীয়, প্রাণ, বিত্ত, ইহলোক, পরলোক পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, আমি কিরূপে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি?

मयि निर्बद्धहृदयाः साधवः समदर्शनाः ।
वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा ॥ २६६ ॥

ভা ৯। ৪। ৬৬।

যে সকল সমদর্শী সাধু আমাতে নিবদ্ধহৃদয়, তাঁহারা সতী স্ত্রী যেমন সৎপতিকে বশীভূত করে, তেমনি আমায় ভক্তিদ্বারা বশীভূত করেন।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ ২৬৭॥

ভা ৯।৪।৬৮।

সাধুগণ আমার হৃদয়, আমি সাধুগণের হৃদয়, আমাব্যতীত তাঁহারা কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদিগের ব্যতীত কিছু জানি না।

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥ ২৬৮॥

ভা ১০।২।২৬।

তুমি সত্যসঙ্কল্প, তুমি সত্যশ্রেষ্ঠ ও ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানেও সত্য, তুমি ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তির কারণ, তুমি তাহাতে অন্তর্যামিরূপে প্রতিষ্ঠিত, এবং তাহাদিগের মূল, তুমি সত্যবাক্য ও সমদর্শনের নেতা, তুমি সত্যস্বরূপ, আমরা তোমার শরণাপন্ন হই।

স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্
ভবার্ণবং ভীমমভদ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে
নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্॥ ২৬৯॥

ভা ১০।২।৩১।

হে স্বপ্রকাশ, পাপিজনবন্ধু ভক্তগণ তোমার অনুগ্রহে ভয়ানক ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া তোমার চরণতরণি ইহলোকে রাখিয়া গিয়াছেন।

ন নামরূপে গুণকর্ম্মজন্মভি-
র্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো
দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি ॥ ২৭০ ॥

ভা ১০। ২। ৩৬।

হে দেব, গুণ, কর্ম্ম ও জন্ম দ্বারা তোমার নাম ও রূপ নিরূপণ করা যায় না; কেননা তুমি সকলের সাক্ষী। বাক্য ও মনের দ্বারা তোমার ক্রিয়াপ্রণালী অনুমিত হয় মাত্র। কেবল ভক্তি-পথাবলম্বী সাধকেরা উপাসনাদিতে তোমার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন।

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥ ২৭১ ॥

ভা ১১। ২। ৩৬।

সাধু ব্যক্তি স্বভাবতঃ শরীর, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও আত্মা দ্বারা যে যে কর্ম্ম করেন, তাহা সর্ব্বাশ্রয় পরমেশ্বরকেই সমর্পণ করেন।

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ২৭২ ॥

ভা ১১।২।৪০।

এইরূপে সাধক ইষ্ট দেবতার নাম-সঙ্কীর্ত্তনে প্রেম লাভ করিয়া, বিগলিতহৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করেন, ক্রন্দন করেন, অনুক্ষণ তাঁহাকে ডাকেন ও পুনঃ পুনঃ তাঁহার নাম গান করেন; অবশেষে অলৌকিক ভাবাবেশে বিবশ হইয়া উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন।

ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ পরস্মৈ চ নিবেদনম্ ॥ ২৭৩ ॥

ভা ১১।৩।২৮।

অভিলষিত, দান, তপ, জপ, চরিত্র, যাহা কিছু নিজের প্রিয়, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, প্রাণ সকলই পরমেশ্বরে অর্পণ করিবেক।

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্যশঃ।
মিথোরতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃতির্মিথ আত্মনঃ ॥ ২৭৪ ॥

ভা ১১।৩।৩০।

ঈশ্বরের পবিত্র যশের কথা পরস্পরের নিকট কহিবে। পরস্পরের সহিত মিলনে আত্মার অনুরাগ, সন্তোষ ও শান্তি হইবে।

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচি-
দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥ ২৭৫॥

ভা ১১।৩।৩২।

ভক্তগণ সেই অবিনাশী ঈশ্বরের চিন্তনে কখন রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, কখন আনন্দিত হন, কখন অলৌকিক কথা বলেন, কখন নৃত্য করেন, কখন তাঁহার লীলানুশীলন করেন, কখন তাঁহাকে হৃদয়ে লাভ করিয়া আনন্দজন্য তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন।

শশ্বৎ পরার্থসর্ব্বেহঃ পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ।
সাধুঃ শিক্ষেত ভূভৃত্তো নগশিষ্যঃ পরাত্মতাম্॥ ২৭৬॥

ভা ১১।৭।৩৮।

নিরন্তর পরের জন্য সর্ব্ববিধ যত্ন, একমাত্র পরের জন্য জীবন-ধারণ, ঈদৃশ পরাত্মতা সাধু ব্যক্তি বৃক্ষ ও পর্ব্বতের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া শিক্ষা করিবেন।

মুনিঃ প্রসন্নগম্ভীরো দুর্ব্বিগাহ্যো দুরত্যয়ঃ।
অনন্তপারো হ্যক্ষোভ্যঃ স্তিমিতোদ ইবার্ণবঃ॥ ২৭৭॥

ভা ১১।৮।৫।

যোগী প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় স্থির, গম্ভীর, দুরবগাহ, অক্ষয় ও অপার, এবং তিনি কিছুতেই ক্ষুব্ধ হয়েন না।

समृद्धकामो हीनो वा नारायणपरो मुनिः।
नोत्सर्पेत न शुष्येत सरिद्भिरिव सागरः॥ ३७८॥

भा ११। ८। ६।

সাগর যেমন নদীর জলে বৃদ্ধিও হয় না, শুষ্কও হয় না, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্ত যোগী কাম্য বস্তু লাভ করিলে বা তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।

अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः।
सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदः॥ ३७९॥

भा ११। ८। १०।

ভৃঙ্গ যেরূপ সকল পুষ্প হইতে সার গ্রহণ করে, তদ্রূপ ধীর ব্যক্তি ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিবেন।

सायन्तनं श्वस्तनं वा न संगृह्णीत भिक्षितम्।
पाणिपात्रोदरामत्रो मक्षिकेव न संग्रही॥ ३८०॥

भा ११। ८। ११।

প্রকৃত ভক্তগণ সায়ংকালে বা কল্য কি আহার করিব, ইহা ভাবিয়া ভিক্ষাদ্রব্য সঞ্চয় করেন না। মক্ষিকা যেরূপ কিছুই সঞ্চয় করে না, তদ্রূপ তিনি সঞ্চয় করেন না; তাঁহার করই পানপাত্র এবং উদর ভিক্ষাভাণ্ড।

संसारकूपे पतितं विषयैर्मुषितेक्षणम्।
ग्रस्तं कालाहिनात्मानं कोऽन्यस्त्रातुमधीश्वरः॥ ३८१॥

भा ११। ८। ४०।

সংসার-কূপে পতিত, বিষয়াপহৃত-দৃষ্টি, কালরূপ সর্পের দ্বারা গ্রস্ত আত্মাকে ঈশ্বর ভিন্ন কে আর ত্রাণ করিতে সমর্থ?

তাবত্ স মোদতে স্বর্গে যাবত্ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ॥ ২৮২॥

ভা ১১। ১০। ২৬।

যাবৎ পুণ্য শেষ না হয়, তাবৎ মনুষ্য স্বর্গে সুখভোগ করে; কিন্তু পুণ্য ক্ষয় হইলেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার কালবশে পতন হয়।

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ॥ ২৮৩॥

ভা ১১। ১১। ২৯।

যিনি কৃপালু, যিনি কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করেন না, সকলকে ক্ষমা করেন, যিনি সত্য বাক্য বলেন, যাঁহার অসূয়াদি দোষ নাই, এবং যিনি সুখ-দুঃখে সমান ও যথাসাধ্য সকলের উপকার করেন, তিনিই সাধু।

অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥ ২৮৪॥

ভা ১১। ১১। ৩১।

সাধু ব্যক্তি অপ্রমত্ত, গভীরাত্মা, ধৈর্য্যবান্, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু তাঁহার বশীভূত, তিনি নিজে অমানী, অপরকে

সম্মান দান করেন, তিনি সুদক্ষ, সকলের মিত্র, দয়ালু ও জ্ঞানবান্।

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুদ্ধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥ ২৮৫॥

ভা ১১। ১৪। ২৩।

ভক্তি বিনা শরীর রোমাঞ্চিত হয় না, চিত্ত আর্দ্র হয় না, আনন্দাশ্রু নিপতিত হয় না ও মন শুদ্ধ হয় না।

যদৃচ্ছয়োপপন্নান্নমদ্যাচ্ছ্রেষ্ঠমুতাপরম্।
তথা বাসস্তথা শয্যাং প্রাপ্তং প্রাপ্তং ভজেন্মুনিঃ॥ ২৮৬॥

ভা ১১। ১৮। ২৫।

সাধক আপনা হইতে যে অন্ন উপস্থিত হয়, তাহা ভাল হউক বা মন্দ হউক, ভোজন করিবেন, এবং যেরূপ বস্ত্র ও শয্যা প্রাপ্ত হন, তাহাই গ্রহণ করিবেন।

তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে
সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রি-
দ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ॥ ২৮৭॥

ভা ১১। ১৯। ৯।

হে পরমেশ, এই ভয়ঙ্কর সংসার-পথে তাপত্রয়নিপীড়িত সন্তপ্ত জনের অমৃতবর্ষী তোমার চরণাতপত্র ভিন্ন আশ্রয় দেখিতে পাই না।

ভিদ্যন্তে ভ্রাতরো দারাঃ পিতরঃ সুহৃদস্তথা।
একাঃ স্নিগ্ধাঃ কাকিণিনা সদ্যঃ সর্ব্বেঽরয়ঃ কৃতাঃ॥ ২৮৮॥

ভা ১১। ২৩। ২০।

অর্থ এমনই অনর্থকর যে, একটি পয়সার জন্য ভাই, স্ত্রী, পিতা, সুহৃৎ, একপ্রাণ ও অতিপ্রিয় ব্যক্তিগণের মধ্যে বিচ্ছেদ হয় এবং সকলে শত্রু হইয়া যায়।

নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ।
যেন নীতো দশামেতাং নির্ব্বেদশ্চাত্মনঃ প্লবঃ॥ ২৮৯॥

ভা ১১। ২৩। ২৮।

আত্মার উদ্ধারের ভেলাস্বরূপ নির্ব্বেদ যিনি আনিয়া উপস্থিত করেন, সেই সর্ব্বদেবময় হরি নিশ্চয় আমাব প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, তাই আমার ঈদৃশী দশা সমুপস্থিত।

সোঽহং কালাবশেষেণ শোষয়িষ্যেঽঙ্গমাত্মনঃ।
অপ্রমত্তোঽখিলস্বার্থে যদি স্যাৎ সিদ্ধ আত্মনি॥ ২৯০॥

ভা ১১। ২৩। ২৯।

যে কাল অবশেষ আছে, এই কাল যদি থাকে, তবে আমি তৎসময়মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে ধর্ম্মাদি-সাধনে অপ্রমত্ত এবং একমাত্র আত্মাতে পরিতুষ্ট থাকিয়া তপস্যাযোগে শরীরপাত করিব।

সঙ্কীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।

প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ ॥ ২৫১ ॥

ভা ১২। ১২। ৪৭।

সূর্য্য যেমন অন্ধকার, প্রবলবাত্যা যেমন মেঘকে অপসারিত করে, তেমনি অনন্ত পরমেশ্বরের নাম কীর্ত্তন এবং তাঁহার মহিমা শ্রবণ করিতে করিতে তিনি হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, মনুষ্যগণের অশেষ দুঃখ বিদূরিত করেন।

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমশ্লোকযশোঽনুগীয়তে ॥ ২৫২ ॥

ভা ১২। ১২। ৪৯

সেই সঙ্কীর্ত্তনই মনোরম, রুচির, নিত্য নূতন, উহাই নিত্য-কাল মনের মহোৎসব এবং মনুষ্যগণের শোকবিনাশকর, যদ্দ্বারা উত্তমশ্লোক ভগবানের মহিমা সঙ্কীর্ত্তিত হয়।

সত্যধর্ম্মং সমাশ্রিত্য যৎ কর্ম্ম কুরুতে নরঃ।
তদেব সফলং কর্ম্ম সত্যং জানীহি সুব্রতে ॥
ন হি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো ন পাপমনৃতাৎ পরম্।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ ॥
সত্যহীনা বৃথা পূজা সত্যহীনো বৃথা জপঃ।
সত্যহীনং তপো ব্যর্থমূষরে বপনং যথা ॥

सत्यरूपं परं ब्रह्म सत्यं हि परमं तपः ।

सत्यमूलाः क्रियाः सर्व्वाः सत्यात् परतरं नहि ॥ २९३ ॥

महानिर्व्वाणतन्त्रम् ४ । ७०—७२ ।

হে সুব্রতে, সত্যধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মনুষ্য যে অনুষ্ঠান করে, তাহাই সফল হয়, ইহা নিশ্চয় জানিও। সত্য অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই, মিথ্যা অপেক্ষা আর পাপ নাই। অতএব সমুদায় হৃদয়ের সহিত এক সত্যকে আশ্রয় করিবেক। সত্যহীন পূজা বৃথা, সত্যহীন জপ বৃথা, সত্যহীন তপ উষর-ভূমিতে বীজ-বপনের ন্যায় ব্যর্থ। পরব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, সত্যই পরম তপ। সমুদায় অনুষ্ঠান সত্যমূলক। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

ब्रह्मनिष्ठो गृहस्थः स्यात्तत्त्वज्ञानपरायणः ।

यद्यत्कर्म्म प्रकुर्व्वीत तद्ब्रह्मणि समर्पयेत् ॥ २९४ ॥

महानि ८ । २२ ।

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন। যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন।

मातरम्पितरञ्चैव साक्षात्प्रत्यक्षदेवताम् ।

मत्वा गृही निषेवेत सदा सर्व्वप्रयत्नतः ॥ २९५ ॥

महानि ८ । २४ ।

গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ জানিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করিবেন।

श्रावयेन्मृदुलां वाणीं सर्व्वदा प्रियमाचरेत्।
पित्रोराज्ञानुसारी स्यात् सत्सुतः कुलपावनः॥ २९६॥

महानि ८। २८।

কুলপাবন সৎপুত্র পিতামাতাকে মৃদুবাক্য কহিবেক, সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রিয়কার্য্য করিবেক এবং আজ্ঞাবহ থাকিবেক।

गृहस्थः पालयेद्दारान् विद्यामभ्यासयेत् सुतान्।
पोषयेत् स्वजनान् बन्धूनेष धर्म्मः सनातनः॥ २९७॥

महानि ८। २४।

গৃহস্থ ব্যক্তি ভার্য্যাকে পালন করিবেন, সন্তানকে বিদ্যা শিক্ষা দিবেন এবং আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবদিগকে পোষণ করিবেন, এই সনাতন ধর্ম্ম।

स धन्यः पुरुषो लोके स ज्ञानी परमार्थवित्।
ब्रह्मनिष्ठः सत्यसन्धो यो भवेद्भुवि मानवः॥ २९८॥

महानि ८। ३७।

যে ব্যক্তি ভূমণ্ডলে ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হয়েন, তিনিই পৃথিবীতে ধন্য পুরুষ, তিনিই কৃতী ও তত্ত্বজ্ঞ।

धनेन वाससा प्रेम्णा श्रद्धयामृतभाषणैः।
सततं तोषयेद्दारान्नाप्रियं क्वचिदाचरेत्॥ २९९॥

महानि ८। ४१।

ধন, বস্ত্র, প্রেম, শ্রদ্ধা ও মিষ্ট বাক্য দ্বারা সতত ভার্য্যাকে পরিতুষ্ট রাখিবেক, কদাপি অপ্রিয় আচরণ করিবেক না।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা ॥ ৪০০ ॥

মহানি ৮। ৪৬।

কন্যাকেও এইরূপ পালন করিবেক এবং অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক, ও ধন রত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবেক।

ন বিভেতি রণাদ্‌যো বৈ সংগ্রামেঽপ্যপরাঙ্মুখঃ।
ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৪০১ ॥

মহানি ৮। ৬৫।

যুদ্ধে যিনি ভীত হয়েন না, সংগ্রামে যিনি পরাঙ্মুখ হয়েন না, ধর্ম্মযুদ্ধে যিনি মৃতই বা হয়েন, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বদা।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৪০২ ॥

মহানি ৮। ৬৭।

সত্যই যাঁহার ব্রত, সর্ব্বদা দীনেতে যাঁহার দয়া এবং কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

নৈবেত্ পতিং ক্রূরদৃষ্ট্যা শ্রাবয়েন্নৈব দুর্ব্বচঃ।
নাপ্রিয়ং মনসা বাপি চরেত্ পত্যুঃ পতিব্রতা ॥ ৪০৩ ॥

মহানি ৮। ৯৯।

পতিব্রতা ভার্য্যা পতিকে ক্রূর দৃষ্টিতে দেখিবেক না, কখন দুর্ব্বাক্য শুনাইবেক না, এবং মনেও কখন পতির অপ্রিয় চিন্তা করিবেক না।

अज्ञातपतिमर्य्यादामज्ञातपतिसेवनाम्।
नोद्वाहयेत् पिता बालामज्ञातधर्म्मशासनाम् ॥ ৪০৪ ॥

মহানি ৮। ১০২।

কন্যা যত দিন পতিমর্য্যাদা ও পতিসেবা না জানে এবং ধর্ম্মশাসন অজ্ঞাত থাকে, তত দিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না।

धर्म्मार्थकाममोक्षाणां भाजनं मानवं वपुः।
अतः कुलेशि तत्क्रयो न सिद्धेम्मम शासनात् ॥ ৪০৫ ॥

মহানি ৮। ১২৫।

হে কুলেশি, মনুষ্যদেহ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের আধার; আমার শাসনানুসারে তাদৃশ দেহের বিক্রয় সিদ্ধ নহে।

दक्षः शुचिः सत्यभाषी जितचित्तो जितेन्द्रियः।
अप्रमत्तो निरालस्यः सेवावृत्तो भवेन्नरः ॥ ৪০৬ ॥

মহানি ৮। ১৪২।

মনুষ্য সেবাবৃত্তিতে দক্ষ, শুচি, সত্যভাষী, সংযতমনা, জিতেন্দ্রিয়, অপ্রমত্ত ও নিরালস্য হইবে।

अपमानं गृहच्छिद्रं गुह्यर्थं कथितञ्च यत्।
भर्त्तुर्ग्लानिकरं यच्च गोपयेदतियत्नतः ॥ ৪০৭ ॥

মহানি ৮। ১৪৫।

অপমান, গৃহচ্ছিদ্র, গোপন রাখিবার জন্য যাহা বলা হয় এবং যাহা কিছু ভর্ত্তার গ্লানিকর, তাহা অতি যত্নে গোপন করিবেক।

অলোভঃ স্যাৎ স্বামিধনে সদা স্বামিহিতে রতঃ।
তৎসন্নিধাবসন্তোষং ক্রীড়াং হাস্যং পরিত্যজেৎ ॥ ৪০৮ ॥

মহানি ৮। ১৪৬।

স্বামীর ধনে নির্লোভ হইবে এবং নিয়ত তাঁহার হিতে রত থাকিবে। তাঁহার সন্নিধানে অসন্তোষ, ক্রীড়া ও হাস্য পরিত্যাগ করিবে।

ন পাপমনসা পশ্যেদপি তদ্গৃহকিঙ্করীঃ।
বিবিক্তশয্যাং হাস্যঞ্চ তাভিঃ সহ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৪০৯ ॥

মহানি ৮। ১৪৭।

পাপচিত্তে প্রভুর গৃহ-কিঙ্করীগণকেও দেখিবেক না। তাহাদিগের সহিত নির্জ্জনবাস ও পরিহাস বর্জ্জন করিবেক।

বৌদ্ধশাস্ত্রম্।

ললিতবিস্তরো নাম

মহাযানসূত্রম্।

—

সর্ব্বেঅনিত্যাঅকামাঅধ্রুবা ন চ শাশ্বতাপি ন কল্পাঃ।
মায়ামরীচিসদৃশাঃ বিদ্যুত্-ফেনোপমাশ্চপলাঃ॥
ন চ কামগুণরতিভিস্তৃপ্তির্লবণোদকং যথা পীত্বা।
তে তৃপ্তয়েষু প্রজ্ঞা আর্য্যা লোকোত্তরা বিরজাঃ॥

ললিতবিস্তর ৪।১।৫—৬।

এ সংসারে সকলই অনিত্য, অস্পৃহণীয়, চঞ্চল, অচিরস্থায়ী, অনুপযোগী, মায়া ও মরীচিকা-সদৃশ, বিদ্যুৎ ও ফেনোপম ক্ষণিক। লবণাক্ত জল পান করিয়া যেরূপ তৃপ্তি হয় না, সেইরূপ কামনার বিষয় সকল উপভোগ করিয়া কোন তৃপ্তির সম্ভাবনা নাই। আর্য্য-গুণসম্পন্ন, লোকাতীত, সর্ব্বদোষশূন্য এই প্রজ্ঞাই কেবল তোমার তৃপ্তির জন্য।

অন্যত্র কর্ম্ম সুকৃতাদনুবধ্নাতি পৃষ্ঠতো যাতি।
তস্মাত্ ক্ষিপ্তিত সমগ্রামন্যোন্যং মৈত্রচিত্তহিতচিত্তাঃ॥

ললিত ৪।১।৯।

সুকৃত কর্ম্ম ভিন্ন আর সকলেতেই দোষের উৎপত্তি হয়, পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। অতএব হিতযুক্ত, পূর্ণ এবং পরস্পরের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ও হিতানুষ্ঠায়িচিত্ত হও।

শ্রুতশীলদাননিরতাঃ ক্ষান্ত্যা সৌরভ্যসম্পন্নাঃ।
দুঃখমনিত্যমনাত্ম নিরীক্ষধ্ব যেঽনিশং ইমং ধর্ম্মম্॥

ললিত ৪। ১। ১১।

শাস্ত্র, কল্যাণগুণ এবং দানে নিরত হও, ক্ষমার সৌরভে সৌরভান্বিত হও, দুঃখ অনিত্য এবং অনাত্ম, ইহা জানিয়া এই ধর্ম্মের প্রতি নিরন্তর দৃষ্টি রাখ।

দানদমসংযমেন সত্ত্বার্থং হিতার্থং মিত্রার্থং।
ন চ বাক্যরুতরবেণ শক্যাঃ সম্পাদিতুং কুশলধর্ম্মাঃ॥

ললিত ৪। ১। ১৪।

জীবের জন্য, হিতের জন্য, মিত্রের জন্য কল্যাণকর ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বৃথা বাক্যরবে হইতে পারে না; কেবল দান, ইন্দ্রিয়জয় ও সংযম দ্বারাই উহা সাধিত হয়।

প্রতিপত্তিমারভেথা যথা চ বদথা তথা করোথা।
মা খলু পরাবকাশং স্বয়ং যতধ্বং সদা প্রযত্নেন॥

ললিত ৪। ১। ১৩।

প্রাপ্য বিষয় যাহাতে লাভ করিতে পারা যায়, তাহার অনুষ্ঠান কর; যেমন বল, তেমনি কর। এখানে অপরে তোমাদিগের সহায়তা করিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই; আপনি নিরন্তর প্রযত্নসহকারে যত্ন কর।

শ্রেষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশ্রবণং শময়থ রাগাদিকান্ ক্লেশান্।
মানমদদর্পবিগতাঃ সদার্জ্জবামন্দবাচশ্চ॥
অশঠাশ্চ নির্ব্বাণগতিপরায়ণা
যুঞ্জত মার্গাভিসময়ায়।
মোহকলুষান্ধকারং
প্রজ্ঞাপ্রদীপেন বিধমথা সর্ব্বম্॥

ললিত ৪। ১। ১৮—১৯।

ধর্ম্ম শ্রবণ করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। রাগাদি ক্লেশসমূহ প্রশমিত কর। অভিমান, মত্ততা ও দর্প-বিরহিত এবং সর্ব্বদা সরল ও অপকৃষ্টবাক্যশূন্য হও। বঞ্চনাবিহীন এবং নির্ব্বাণগতি-পরায়ণ হইয়া যথার্থ পথে সম্পন্ন হইবার জন্য যোগানুষ্ঠান কর, এবং প্রজ্ঞাদীপযোগে সর্ব্বপ্রকার মোহকলুষান্ধকার দূর করিয়া দাও।

ন চ তত্রাবতিষ্ঠেথা যত্র ধর্ম্মস্যাপরাধঃ।
বোধির্যথা প্রাপ্যঃ স্যাদ্ধর্ম্মঞ্চ প্রবর্ষয়তামৃতগামি॥

ললিত ৪। ১। ২১।

যেখানে ধর্ম্মের প্রতি অবমাননা হয়, সেখানে থাকিও না। সেইরূপ অনুষ্ঠান কর, যাহাতে জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়। অমৃতপ্রাপক ধর্ম্ম বর্ষণ কর।

শীলসমাধি নয়স্য প্রজ্ঞাময়ং গম্ভীর-
দুর্দ্দর্শ-দুরুপগমম্।

যো ইচ্ছতে বিদু বিমুক্তিলম্ভী
সো বৈদ্যরাজমনুযাতু লঘুম্‌॥

ললিত ৫। ২। ১৫।

যে জ্ঞানী ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি অতি সত্বর কল্যাণগুণ, সমাধি ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন, গম্ভীর, দুর্দ্দর্শ এবং দুরববোধ বৈদ্যরাজের অনুসরণ করুন।

সর্ব্বত্র শোভতে আর্য্যো যস্য পাপং ন বিদ্যতে।
কিয়দ্বিভূষিতো বালঃ পাপকারী ন শোভতে॥

ললিত ১২। ১৪। ৫।

পাপহীন আর্য্য যে কোন অবস্থাপন্ন হউন না কেন, সকলেতেই তিনি শোভা পান; আর পাপকারী বিমূঢ় ব্যক্তি যদি নানাভূষণে ভূষিত হয়, তথাপি সে শোভা পায় না।

যে কিল্বিষাংশ্চ হৃদয়ে মধুরাঃ সুবাচঃ
কুম্ভো বিষস্য পরিষিক্ত যথামৃতেন।
দুষ্পর্শ শৈলশিলবৎ কঠিনান্তরাত্মা
সর্ব্বস্য বা চিরমদর্শন তাদৃশানাম্‌॥

ললিত ১২। ১৪। ৬।

যাহাদিগের হৃদয়ে পাপ, মুখে মধুর বাক্য, তাহারা অমৃত-পরিষিক্ত বিষকুম্ভ। দুঃস্পর্শ শৈলশিলাসদৃশ কঠিনাত্মা তাদৃশ লোকসকলের চির অদর্শনই সমুচিত।

सर्व्वेऽपि ते न भिषु सर्व्वमुपेन्ति सौम्याः
सर्व्वेषु तीर्थं इव सर्व्वजनोपजीव्याः।
दधिक्षीरपूर्णघटतुल्य सदैव आर्य्या
शुद्धं सुदर्शन सुमङ्गल तादृशानाम्॥

ललित ১২। ১৪। ৩।

আর্য্যগণ এরূপ নহেন। তাঁহারা লোকসকলের নিকট নির্দ্দোষ শিশুর ন্যায় সর্ব্বদা সৌম্য মূর্ত্তি ধারণ করেন, সকলের নিকটে তাঁহারা তীর্থের ন্যায় প্রতিভাত হন, তাঁহারা সমুদায় জনগণের জীবনোপায়। নিয়তকাল তাঁহারা দধিক্ষীরপূর্ণ ঘটসদৃশ। তাঁহাদিগের দর্শন শুদ্ধ ও মঙ্গলজনক।

ये पापमित्रपरिवर्ज्जित दीर्घरात्रं
कल्याणमित्ररतनैश्च परिगृहीताः।
पापं विवर्ज्जयि निवेशयि बुद्धधर्म्मे
सफलं सुमङ्गल सुदर्शन तादृशानाम्॥

ललित ১২। ১৪। ৮।

যাঁহারা চিরকাল পাপমিত্রবর্জ্জিত, কল্যাণমিত্ররত্নকর্ত্তৃক পরিগৃহীত, সর্ব্বপ্রকার পাপ পরিহার করিয়া বুদ্ধধর্ম্মে প্রবিষ্ট, তাদৃশ লোকসকলের দর্শন সফল এবং সুমঙ্গল।

विवर्ज्जिताः सर्पशिरा यथा बुधै-
र्विगर्हिता मीढ़घटा यथाशुचिः।

বিনাশকাঃ সর্ব্বসুখস্য ছন্দক
জ্ঞাত্বা হি কামান্ ন বিজায়তে রতিঃ॥

ললিত ১৫। ১০। ১।

পণ্ডিতেরা যদ্রূপ সর্পমস্তক পরিহার করেন, অশুচি মূত্রিত ঘট সকল যেমন অতিগর্হিত, হে ছন্দক, বিষয়বাসনা সেইরূপ ঘৃণিত, পরিহার্য্য এবং সর্ব্ববিধ সুখের বিনাশক, এরূপ জানিয়া আর তাহাতে আমার অনুরাগ হয় না।

অহমিমং সমুদানীয়া ধর্ম্মনাবং
মহাশীলব্রতক্ষান্তিবীর্য্যবলাম্।
দানসম্ভারসঙ্ঘাতাং সারমধ্যা-
শয়ৈর্বজ্রকৈঃ সংহৃষ্টাং দৃঢ়াম্॥
স্বয়মহমভিরুহ্য নাবামিমাস্মানাবতীর্য্যং
সংসার ঔঘৈরহং তারয়িষ্যেঽনন্তং জগৎ।
শোকসংসারকান্তাররোষোর্ম্মিরাগগ্রাহা-
ব্যাকুলে বেগাকুলে দুস্তরে এব চিত্তং মম॥

ললিত, ১৫। ১৪। ৫—৭।

বুদ্ধ বলিতেছেন, শীল, ব্রত, ক্ষমা, বীর্য্য, বল, দান ইত্যাদি উপাদান-নির্ম্মিত, সারতর মাধ্যমিক অবস্থায় অবস্থিত, আশয়রূপ বজ্রদ্বারা দৃঢ়বদ্ধ ধর্ম্মনৌকা আনয়ন করিয়া আমি স্বয়ং তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক এই বেগবান্ ভবসাগর উত্তীর্ণ হইব এবং সমুদায় জগৎকে তদ্দ্বারা উদ্ধার করিব, ইহাই আমার অভিপ্রায়। এই

সংসারসাগর অতি দুস্তর, ইহা শোক ও সংসাররূপ মহাগর্ত্ত, ক্রোধরূপ উর্ম্মি ও আসক্তিরূপ হিংস্র জলজন্তুতে পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বদা বিবিধ-শত্রু-পরিবৃত।

যে তু ধরণীপাল শান্তদান্তা
আর্য্যানাস্রবধর্ম্মপূর্ণসংজ্ঞাঃ।
প্রজ্ঞবিদুষ তৃপ্ত তে সুতৃপ্তাঃ
ন চ পুন কামগুণেষু কাচিতৃপ্তিঃ॥

ললিত ১৫। ১। ২৪।

হে ধরণীপাল, যে সকল প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ শান্ত, দান্ত, আর্য্য-গুণসম্পন্ন, অবিদ্যাদি-পঞ্চক্লেশশূন্য, ধর্ম্মেতে পূর্ণ বুদ্ধি, তাঁহারা তৃপ্ত হইয়াছেন। এরূপ তৃপ্ত হইয়া আর তাঁহারা পুনরায় কামনার বিষয়ে কোন তৃপ্তি লাভ করেন না।

কাম ধরণীপাল সেবমানা
পূরিমনু ন বিদ্যাতিকোটিসংস্কৃতস্য।
লবণজল যথা হি নর পীত্বা
ভূয় তৃষ্ণ বর্দ্ধতি কাম সেবমানে॥

ললিত ১৫। ১। ২৫।

হে ধরণীপাল, সেব্যমান কামনার বিষয় সকল বিদ্যাসংস্কৃত ব্যক্তিরও মনঃপূরক হয় না। মনুষ্য লবণাক্ত জল পান করিলে পুনরায় তাহার তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হয়। কামনার বিষয় সেবা করিলে তাহাই হইয়া থাকে

বিবিধৈশ্চ কারণৈস্তে কায়ং পরিশোধয়ন্তি সম্মূঢ়াঃ।
মিথ্যাদৃষ্টিপরীতাঃ ক্ষিপ্রং প্রপতন্ত্যপায়েষু॥

ললিত ১৩। ২। ১২।

পঞ্চতপ প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে মূঢ় ব্যক্তিরা শরীরশোধনে যত্ন করে। মিথ্যাদৃষ্টিবশতঃ শীঘ্রই তাহারা বিঘ্নসমূহে নিপতিত হয়।

প্রণিধিঞ্চ কুর্ব্বতে বয়মপি
এতাদৃশা ভবেমহি ক্ষিপ্রম্।
যথৈষ গগণচিত্তো ধ্যায়ত্যাস্ফানকং ধ্যানম্॥

ললিত ১৭। ২। ২৭।

ইঁহার চিত্ত বৃত্তিশূন্য হইয়া আকাশ হইয়া গিয়াছে, ইনি "আস্ফানক" ধ্যান ধ্যান করিতেছেন। দেবগণ ঈদৃশ প্রণিধানে প্রবৃত্ত, আমরাও শীঘ্র এইরূপ হইব।

বরং মৃত্যুঃ প্রাণহরো ধিগ্ গ্রাম্যং নো চ জীবিতম্।
সংগ্রামে মরণং শ্রেয়ো ন চ জীবেৎ পরাজিতঃ॥
ন শূরো জায়তে সেনাং জিত্বা চৈনাং ন মন্যসে।
শূরস্তু জায়তে সেনাং লঘু মার জয়ামি তে॥

ললিত ১৮। ১। ১৬—১৭।

রে! অধম মার, প্রাণহর মৃত্যুও বরং ভাল, তথাপি গ্রাম্য বিষয়ে জীবনাতিপাতে ধিক্। পরাজিত হইয়া জীবন ধারণ অপেক্ষা সংগ্রামে মরণ শ্রেয়ঃ। সংগ্রামে সেনা জয় করিলেই বীর হয় না, তুইও তাহা মনে করিস্ না। কিন্তু তোর সেনাকে যে ব্যক্তি জয় করিতে পারে, সেই বীর। আমি তোকেই জয় করিব।

যা তে সেনা প্রধর্ষয়তি লোকমিমং সদেবকম্।

ভেৎস্যামি প্রজ্ঞয়া তাং ত আমপাত্রমিবাম্বুনা॥

ললিত ১৮। ১। ২২।

তোর যে সেনা দেবতা ও মনুষ্যগণকে নিপীড়ন করে, আমি প্রজ্ঞাযোগে সেই সেনা এবং তোকে, জল দিয়া যেমন কাঁচা মৃৎপাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলে, তেমনি ভঙ্গ করিব।

স্মৃতিং সূপস্থিতাং কৃত্বা প্রজ্ঞাঞ্চৈব সুভাবিতাম্।

সম্প্রজানং চরিষ্যামি কিং করিষ্যসি দুর্ম্মতে॥

ললিত ১৮। ১। ২৩।

রে দুর্ম্মতি, আমি স্মৃতিকে উপস্থিত এবং প্রজ্ঞাকে বিশুদ্ধ রাখিয়া সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আচরণ করিব; তুই আমার কি করিবি?

ফেনবুদ্বুদতুল্যসন্নিভং তব রূপং

মায়ারঙ্গমিবা বিতথাবিতথ স্বমতেন।

ক্রীড়া বৈ সুপিনৈব অধ্রুবা অপি নিত্যা

বালানাং সদ চিত্তমোহনা অবুধানাম্॥

ললিত ২১। ১১। ২।

তোমার রূপ ফেনবুদ্‌বুদতুল্য, পার্থিব সত্যাসত্য আমার মতে মায়ার রঙ্গভূমিসদৃশ। এখানকার আমোদ প্রমোদ স্বপ্ন-তুল্য অধ্রুব ও অনিত্য। মূর্খ বালকগণেরই এ সকল নিয়ত চিত্তমুগ্ধকর।

দৃষ্ট্বা কামগুণাংশ্চ নির্গুণাং গুণহীনা-

নার্য্যজ্ঞানপথস্য উৎপথাং বিতথা চ।

বিষপত্রাগ্নিসমাশ্চ মহোরগা যথা ক্রুদ্ধা
বালা অত্র হি মূর্চ্ছিতা নাঃ সুখসংজ্ঞা ॥

ললিত ২১। ১১। ৩।

কামনার বিষয়সমূহ নিতান্ত নির্গুণ, গুণহীন অনার্য্যগণের জ্ঞানপথ উৎপথ, মিথ্যা, বিষপত্র ও অগ্নিসদৃশ, ক্রুদ্ধ মহোরগ-তুল্য, এ সকল দেখিয়া মূর্চ্ছিত মূঢ় ব্যক্তিরা সুখ মনে করিয়া থাকে।

নো রাগীণ সন্তী বসাম্যহং ন চ দোষৈ-
র্ণো তৈর্নিত্যাশুভাত্মভির্বসি সার্দ্ধম্।
অরতীয়রতীয়সংবসেন চ সার্দ্ধং
নির্ম্মুক্তং মম চিত্তু মারুতো গগণে বা ॥

ললিত ২১। ১১। ৫।

আসক্তি ও দোষসমূহে আমি স্থিতি করিব না, অশুভাত্ম ব্যক্তিগণ এবং যাহা যথার্থ অনুরাগের বিষয় নহে, তাহাতে অনুরাগবশতঃ আবদ্ধ ব্যক্তিগণ সহ আমি বাস করিব না। আমার চিত্ত বায়ু ও আকাশের ন্যায় প্রমুক্ত হইয়া স্থিতি করিবে।

যাবন্ন দুর্লভোঽদ্য লভিতঃ ক্ষণাচর অমৃতো
যাবন্ন বর্জ্জিতা ক্ষণাদুঃখা অসুরসুরপুরী।
যাবজ্জরাব্যাধিমরণং কুপিতং রিপব-
স্তাবন্নু ভাবয়িষ্যে সুপথমভয়পুরগমনম্ ॥

ললিত ২১। ১২। ৫।

যে পর্য্যন্ত সুসময়ে দুর্লভ অমৃত লাভ না করিতেছি, যে পর্য্যন্ত

সুরাসুরপুরী ক্ষণিকদুঃখসমূহপরিবর্জ্জিত না হইতেছে, যে পর্য্যন্ত জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু পরাভূত না হইতেছে, রিপু সকল প্রকুপিত রহিয়াছে, সে পর্য্যন্ত আমি যদ্দ্বারা অভয়পুরী লাভ হয়, সেই সুপথ চিন্তা করিব।

ভয়ঞ্চ দুঃখঞ্চ ব্যসনঞ্চ দৈন্যং
ধিক্কারশব্দং বধবন্ধনঞ্চ।
দোষাননেকাংল্লভতে হ্যবিদ্বান্
নিরাপরাধেষ্বপরাধ্যতে যঃ॥

ললিত ২১। ২৫। ২৩।

যে অজ্ঞ ব্যক্তি নিরপরাধগণের প্রতি অপরাধ করে, সে ভয়, দুঃখ, ব্যসন, দৈন্য, ধিক্কার ও বধ বন্ধনাদি বহু দোষ প্রাপ্ত হয়।

দৃষ্ট সা অকার্য্যকর্ত্রী ভবতৃষ্ণাচারিণী তথাবিদ্যা।
সানুশয়মূলজালা মহাজ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধা॥
কুহনলপনপ্রহাণং মায়ামাৎসর্য্যদোষ ঈর্ষাদ্যম্।
দৃষ্ট তে ক্লেশারণ্যং ছিন্নং বিনয়াগ্নিনা দগ্ধম্॥
দৃষ্ট তে মূলক্লেশাঃ সানুশয়া দুঃখশোকসম্ভূতাঃ।
ময়া উদ্ধৃতা অশেষা প্রজ্ঞাবরলাঙ্গলমুখেন॥
দৃষ্ট মে অনুশয়পটলা আস্বাদতড়িদ্বিতর্কনির্ঘোষাঃ।
বীর্য্যবলপবনবেগৈর্বিধূয় বিলয়ং সমুপনীতাঃ॥
যস্যার্থায় দৃঢ়বলা মৈত্রী ভাবেন্তি সর্ব্বসত্ত্বেষু।
মৈত্রীবলেন জিত্বা পীতো মেঽস্মিন্নমৃতমণ্ডঃ॥

যস্যার্থায় দশবলাঃ করুণা ভাবেন্তি সর্ব্বসত্ত্বেষু।
করুণাবলেন জিত্বা পীতো মেঽস্মিন্নমৃতমণ্ডঃ॥
যস্যার্থায় দশবলা মুদিতা ভাবেন্তি সর্ব্বসত্ত্বেষু।
মুদিতাবলেন জিত্বা পীতো মেঽস্মিন্নমৃতমণ্ডঃ॥
যস্যার্থায় দশবলা উপেক্ষা ভাবেন্তি কল্পনযুতানি।
সমুপেক্ষবলৈর্জিত্বা পীতো মেঽস্মিন্নমৃতমণ্ডঃ॥

ললিত ২৪। ১। ১৪—২১।

নির্ব্বাণপ্রাপ্ত বুদ্ধ বলিতেছেন, যে অবিদ্যা তৃষ্ণাকে অবলম্বন করিয়া বিচরণ করে, সমুদায় অকার্য্যের হেতু, তাহাকে সর্ব্বপ্রকার পরিতাপের মূল সহ জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছি। সর্পমুখ হইতে যে প্রকার বিনাশ সমুপস্থিত হয়, মায়া, মাৎসর্য্য, ঈর্ষা প্রভৃতি দোষ হইতে সেইরূপ হইয়া থাকে। আমি সে সকলকে এবং সমগ্র ক্লেশারণ্যকে এক বিনয়াগ্নি দ্বারা ছিন্ন ও দগ্ধ করিয়াছি। দুঃখশোকসমুদ্ভূত পরিতাপযুক্ত সমগ্র মূলক্লেশ আমি প্রজ্ঞারূপ লাঙ্গলমুখে উদ্ধৃত করিয়াছি। আস্বাদতড়িৎ এবং বিতর্কনির্ঘোষময় পরিতাপ-মেঘসমূহকে আমি বীর্য্যবল-পবন-বেগে উড়াইয়া বিলীন করিয়া ফেলিয়াছি। যে অমৃতরসের জন্য শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা প্রভৃতি দশ বল উপায়স্বরূপ গৃহীত হয়, এবং সমুদায় জীবেতে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা পরিচিন্তিত হয়, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা বলে জয় করিয়া আমি সেই অমৃতরস পান করিয়াছি।

সুখো বিবেকতুট্ঠস্স সুতধম্মস্স পস্সতঃ।
অব্যাবজ্ঝং সুখং লোকে প্রাণিভূতস্য সংযমঃ॥
সুখো বিরাগতা লোকে পাপানাং সমতিক্কমঃ।
অস্মিন্ মানুষ্যবিষয়ে এতদ্বৈ পরমং সুখম্॥

ললিত ২৪।৭।১—২।

ইহলোকে বিবেকপরিতুষ্ট জ্ঞানী ধার্ম্মিকের সুখ। তাঁহারই সুখ অব্যাহত, যাঁহার আত্মসম্বন্ধে ও সকলসম্বন্ধে সংযম উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্ববিধ পাপ অতিক্রম ও বৈরাগ্য সুখ। মনুষ্যগণের এই সকলই পরম সুখ।

মহাপরিনিব্বাণসুত্তম্।

সীল পরিভাবিতো সমাধি মহপ্ফলো হোতি মহানিসংসো, সমাধি পরিভাবিতা পঞ্ঞা মহপ্ফলা হোতি মহানিসংসা, পঞ্ঞা পরিভাবিতং চিত্তং সম্মদেব আসবেহি বিমুচ্চতি। সেয্যথেদং কামাসবা ভবাসবা দিট্ঠাসবা অবিজ্জাসবাতি।

মহাপ ১।১৮।

শীল দ্বারা পরিব্যাপ্ত সমাধিতে মহাফল ও মহালাভ হয়। সমাধি দ্বারা পরিব্যাপ্ত প্রজ্ঞাতে মহাফল ও মহালাভ হয়। প্রজ্ঞা দ্বারা পরিব্যাপ্ত চিত্ত সকল প্রকার দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করে; (দুঃখ চারি প্রকার) যথা কাম, অস্মিতা, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা।

তস্মাতিহানন্দ অত্তদীপো বিহরথ, অত্তসরণা

अनञ्ञसरन धम्मदीपो धम्मसरण अनञ्ञसरण कथञ्च आनन्द भीक्खु अत्तदीपो विहरति अत्तसरणो अनञ्ञसरणो धम्मदीपो धम्मसरणो अनञ्ञसरणो इधानन्द भीक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिज्झा दोमनस्सं; वेदनानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिज्झा दोमनस्सं; चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिज्झा दोमनस्सं; धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिज्झा दोमनस्सं। एवं खो आनन्द भीक्खु अत्तदीपो विहरति अत्तसरणो अनञ्ञसरणो धम्मदीपो धम्मसरण अनञ्ञसरण येहिकेचि आनन्द एतरहिवा ममंवा अच्चयेन अत्तदीपा विहरिस्सन्ति अत्तसरणा अनञ्ञसरणा धम्मदीपा धम्मसरणा अनञ्ञसरणा तमतग्गे मेते आनन्द भीक्खु भविस्सन्ति ये केचि सिक्खा कामाति।

महाप २। ३२।

হে আনন্দ, আত্মদীপ হইয়া বিহার কর, আত্মশরণ হও, অনন্যশরণ হও, ধর্ম্মদীপ হও, ধর্ম্মশরণ হও, অন্যের শরণাপন্ন হইও না। হে আনন্দ, ভিক্ষুগণ কিরূপে আত্মদীপ, আত্মশরণ ও অনন্যশরণ হইয়া বিহার করিবে ? (তাহা শ্রবণ কর।) ভিক্ষুব্যক্তি

যতদিন্ শরীর ধারণ করিয়া বিচরণ করিবে, তত দিন শরীরকে এরূপ অধীন মনে করিবে যে, যেন সাতিশয় আগ্রহান্বিত, প্রজ্ঞাবান্ ও স্মৃতিমান্ হইয়া ভোগলালসাজনিত দুঃখ সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারে। ভিক্ষুব্যক্তি যত দিন স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়রাজ্যে বিহার করিবে, তত দিন ইন্দ্রিয়গণকে এরূপ অধীন মনে করিবে যে, যেন সাতিশয় আগ্রহান্বিত, প্রজ্ঞাবান্ ও স্মৃতিমান্ হইয়া সে শারীরিক (ইন্দ্রিয়) ভোগবিলাসজনিত দুঃখ সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারে। ভিক্ষু ব্যক্তি যত দিন মনোরাজ্যে বিহার করিবে, তত দিন মনকে এরূপ অধীন মনে করিবে যে, সে যেন সাতিশয় আগ্রহান্বিত, প্রজ্ঞাবান্ ও স্মৃতিমান্ হইয়া মনের ভোগলালসাজনিত দুঃখ সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারে। ভিক্ষুব্যক্তি যত দিন ধর্ম্মমতের রাজ্যে বিহার করিবে, তত দিন ধর্ম্মমতকে এরূপ অধীন মনে করিবে যে, সে যেন সাতিশয় আগ্রহান্বিত, প্রজ্ঞাবান্ ও স্মৃতিমান্ হইয়া সে ধর্ম্মমতের ভোগবিলাস-জনিত দুঃখ সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারে। এইরূপে ভিক্ষুব্যক্তি আত্মদীপ, আত্মশরণ ও ধর্ম্মশরণ হইবে। হে আনন্দ, বর্ত্তমান সময়ে বা আমার মৃত্যুর পরে যে সকল ভিক্ষু আত্মদীপ, আত্মশরণ, ধর্ম্মদীপ, ধর্ম্মশরণ ও অনন্যশরণ হইয়া বিচরণ করিবে, তাহারাই উচ্চতম স্থান লাভ করিবে। যাহারা শিক্ষা লাভ করিতে ব্যাকুল হইবে, তাহারাই কেবল এইরূপ হইবে।

यो खो आनन्द भीक्खु वा भीक्खुनी वा उपासको वा उपासिका वा धम्मानुधम्म पटिपन्नो विहरति सामीचि पटिपन्नो अनुधम्मचारी सो तथागतं सक्करोति गरुकरोति

मानेति पूजेति परमाय पूजाय तस्मातिहानन्द धम्मानुधम्म पटिपन्ना विहरिस्साम सामीचि पटिपन्ना अनुधम्मचारिनोति एवं हि खो आनन्द सिक्खितब्बन्ति।

মহাপরি। ৫।

যদি কোন ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণী, উপাসক অথবা উপাসিকা ধর্ম্মের মূল শাসন ও অনুশাসনানুসারে জীবন যাপন করে, বিশুদ্ধ জীবন যাপন করে, অনুশাসনের অনুরূপ আচরণ করে, সেই ব্যক্তি তথাগতের প্রতি সদ্ব্যবহার করে, তথাগতকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করে, তথাগতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তথাগতকে উত্তমরূপে পূজা করে। অতএব, হে আনন্দ, শাসন ও অনুশাসন অনুসারে জীবন যাপন কর, অনুশাসনের অনুসারে আচরণ কর। হে আনন্দ, এইরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

अथ खो भगवा भीक्खु आमन्तेसि हन्ददानि भिक्खवे आमन्तयामि वो वयधम्म सङ्खारा अप्पमादेन सम्पादेथाति।

মহাপ ৫। ১০।

অনন্তর ভগবান্ ভিক্ষুসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর; আমি বলিতেছি, সকল যৌগিক বস্তু ক্ষয়শীল, একাগ্রচিত্ত হইয়া সাধন সম্পাদন কর।"

শিখধর্ম্মশাস্ত্রম্।

ওঁ সতি নামু করতা পুরুখু নিরভউ নিরবৈরু অকালমূরতি অজূনী সৈভং গুরপ্রসাদি।

জপুজী।

তাঁহার নাম সত্য; তিনি কর্ত্তা, পুরুষ, নির্ভয়, শত্রুহীন, কালাতীত, জন্মহীন, স্বয়ম্ভূ; গুরুপ্রসাদে তাঁহাকে লাভ করা যায়।

দেদা দে লৈদে থকি পাহি।
জুগাজুগাংতরি খাহী খাহি॥
হুকমী হুকমু চলাএ রাহু।
নানক বিগসৈ বেপরবাহু॥

জপুজী।

দাতা দিতেছেন, গ্রহীতারা পরিশ্রান্ত হইতেছে, এবং যুগ যুগান্তর ভোগ করিতেছে। হে নানক, কর্ত্তা আদেশ প্রচার করিতেছেন, এবং নিশ্চিন্ত হইয়া দেখিতেছেন।

থাপিয়া ন জাই কীতা ন হোই।
আপে আপি নিরংজনু সোই॥

জপুজী।

তাঁহাকে স্থাপনা করা যায় না, কেহ নির্ম্মাণ করিতেও পারে না, সেই নিরঞ্জন পুরুষ আপনা আপনিই রহিয়াছেন।

মতি বিচি রতন জবাহর মানিক জী এক গুরুকি সিখ সুনী। গুরু ইক দেহি বুঝাই। সভনা জীআ কা একু দাতা সো মৈ বিসরি ন জাই।

জপুজী।

মনের মধ্যেই রত্ন, মণি, মাণিক্য আছে, সদ্‌গুরুর একটী কথা শুনিলেই সকল প্রকাশিত হয়। গুরু একজনকেই বুঝাইয়া দেন। সকল জীবের একই দাতা, তাঁহাকে যেন আমি না ভুলি।

মংনৈ পাবহি মোখ দুয়ারু।
মংনৈ পরবারৈ সাধারু॥
মংনৈ তরৈ তারৈ গুরু সিখ।
মংনৈ নানক ভবহি ন ভিখ॥

জপুজী।

তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে মোক্ষদ্বার লাভ হয়। বিশ্বাস করিলে সপরিবারে উদ্ধার হওয়া যায়। বিশ্বাস করিয়া গুরু এবং শিষ্য

উভয়েই তরিয়া যান। নানক কহেন, বিশ্বাস করিলে ভবে আর ভিক্ষা করিতে হয় না।

সভ গুণ তেরে মৈ নাহি কোই।
বিনু গুণ কিতে ভগতি না হোই॥

জপুজী।

তোমারই সকল গুণ, আমি কেহ নই। তোমার গুণ না পাইলে ভক্তি হয় না।

ভরীঐ হথু পৈরু তনু দেহ।
পানী ধোতৈ উতর সুখেহ॥
মূত পলীতী কপড়ু হোই।
দে সাবুনু লঈঐ ওহু ধোই॥
ভরীঐ মতি পাপকৈ সংগি।
ওহু ধোপৈ নামৈকে রংগি॥

জপুজী।

হস্ত, পদ প্রভৃতি দেহ মলিন হইলে, জল দ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধ হয়। মূত্রে বস্ত্র অপবিত্র হইলে, সাবান দ্বারা উহা ধৌত করে; কিন্তু মন পাপমালিন্যে পূর্ণ হইলে, কেবল হরিনামের রঙ্গে উহা ধৌত হয়।

আই পংথী সগল জমাতী মনি জীতৈ জগু জীতু।

আদেস তিসৈ আদেস। আদি অনীলি অনাদি অনাহতি
জুগু জুগু একো বেস।

জপুজী।

সেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসম্প্রদায়, যাহার মধ্যে সকল সম্প্রদায়। মনকে জয় করিলে জগৎকে জয় করা হয়। নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার। তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি অনাদি, অনাহত, যুগে যুগে তাঁহার একই বেশ।

ভন্থু বেখৈ ওনা নদরি ন আবৈ বহুতা এহু
বিডান্।

জপুজী।

তিনি দেখেন, তাঁহাকে কেহ দেখে না, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য কথা।

এহু জগু সচাকি কোঠরি সচা কি বিচ বাসু।

আসা মহল্লা ১।

এ জগৎ সত্যস্বরূপের মন্দির, ইহার মধ্যে সত্যস্বরূপ বাস করেন।

প্রভকৈ সিমরন মনকী মলু জাই।
অমৃত নাম রিদ মাহি সমাই॥
প্রভজী বসহি সাধুকী রসনা।
নানক জনকা দাসন দসনা॥

সুখমনি, রাগ গওড়ী, মহল্লা ৫।

প্রভুকে স্মরণ করিলে মনের মল যায়, অমৃত নাম হৃদয়ে অধিষ্ঠিত

হয়। প্রভু সাধুর রসনায় বাস করেন, নানক তাঁহার আশ্রিতের দাসের দাস।

অনিক পুনহ চরন করত নহী তরৈ।
হরিকী নামু কোটি পাপ পরহরৈ॥

ঐ।

অনেক পুণ্য আচরণ করিলেও পরিত্রাণ পাওয়া যায় না, হরিনামে কোটি পাপ হরণ করে।

সগল পুরখ মহি পুরখু পরধান।
সাধ সংগ জাকা মিটৈ অভিমান॥
আপসকী জো জানৈ নীচা।
সোঊ গণীঐ সভতে ঊচা॥
জাকা মন হোই সগলকী রীনা।
হরি হরি নামু তিন ঘটি ঘটি চীনা॥
মন অপনেতে বুরা মিটানা।
পেখৈ সগল সৃষ্টি সাজনা॥

ঐ।

সাধুসঙ্গ দ্বারা যাঁহার অভিমান নষ্ট হইয়াছে, তিনিই সকল পুরুষের মধ্যে পুরুষ প্রধান। যিনি আপনি আপনাকে নীচ বলিয়া জানেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বলিয়া গণ্য। যাঁহার মন সকলের পদধূলি হইয়াছে, তিনিই সর্ব্বঘটে হরিনাম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আপনার মনের পাপ দূর কর, তাহা হইলে সকল সৃষ্টিকে মিত্র দেখিবে।

জো ঠাকুর সদা সদা হজুরী।
তাকউ অংধা জানত দূরী॥
জাকী টহিল পাবৈ দরগহ মানু।
তিসহি বিসারৈ মুগধ অজানু॥
চন্দন লেপ উতারৈ ধোই।
গরধভ প্রীতি ভসম সংগ হোই॥

সুখমনি, রাগ গওড়ী, মহল্লা ৫।

যে ঠাকুর সদা সর্ব্বদা নিকটে, এ অন্ধ তাঁহাকে দূরে জানিতেছে। যাঁহার সেবায় স্বর্গে মান প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই অজ্ঞান মূর্খ তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া আছে। গর্দ্দভ যেরূপ চন্দনের লেপ ধৌত করিয়া ভস্মের সহিত প্রীতি করে, ইহার দশাও তদ্রূপ।

সাধকৈ সংগি নহী কছু ঘাল।
দরশন ভেটত হোত নিহাল॥
সাধকৈ সংগি লগৈ প্রভু মীঠা।
সাধকৈ সংগি ঘট ঘট ডীঠা॥

ঐ।

সাধুসঙ্গে কোন মন্দ নাই। সাধু দর্শন করিলেই কৃতার্থ হওয়া যায়। সাধুসঙ্গে প্রভুকে সুমিষ্ট বোধ হয়। সাধুসঙ্গে তাঁহাকে ঘটে ঘটে দেখা যায়।

ब्रह्मगियानी सदा निरलेप।
जैसे जल महि कमल अलेप॥
ब्रह्मगियानी के धीरज एक।
जिउ बसुधा कोउ खोदै कोउ चंदना लेप॥
ब्रह्मगियानी के मित्र सत्र समान।
ब्रह्मगियानी के नही अभिमान॥
ब्रह्मगियानी ऊचते ऊचा।
मन अपने है सभते नीचा॥
ब्रह्मगियानी सदा समदरसी।
ब्रह्मगियानी की दृष्टि अमृत-बरषी॥
ब्रह्मगियानी के गरीबी समाहा।
ब्रह्मगियानी परउपकार उमाहा॥
ब्रह्मगियानी के एकै रंग।
ब्रह्मगियानी कै बसै प्रभु संग॥
ब्रह्मगियानी के मन परमानन्द।
ब्रह्मगियानी कै घरू सदा अनंद॥
ब्रह्मगियानीका दरश बड भागी पाइऐ।
ब्रह्मगियानीकउ बलि बलि जाइऐ॥

सुखमनि, राग गउडी, महल्ला ५।

ব্রহ্মজ্ঞানী সংসারে সদা নির্লিপ্ত থাকেন, যেরূপ কমল জলে

অলিপ্ত থাকে। পৃথিবীকে কেহ খনন করিলে অথবা কেহ চন্দন-লেপন করিলে যদ্রূপ উহা অবিকারী থাকে, ব্রহ্মজ্ঞানী তদ্রূপ একান্ত ধৈর্য্যশীল। ব্রহ্মজ্ঞানীর শত্রু মিত্র সমান, ব্রহ্মজ্ঞানীর অভিমান নাই। ব্রহ্মজ্ঞানী উচ্চ হইতে উচ্চ, তিনি আপনার মনে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা নীচ জানেন। ব্রহ্মজ্ঞানী সদা সমদর্শী, ব্রহ্মজ্ঞানীর দৃষ্টিতে অমৃত বর্ষিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানী দীন দরিদ্রের সহিত মিলিত হন, ব্রহ্মজ্ঞানী পরোপকারে প্রসন্ন থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞানীর একই ভাব, ব্রহ্মজ্ঞানী প্রভুর সহিত বাস করেন। ব্রহ্মজ্ঞানীর চিত্ত পরমানন্দে পূর্ণ, ব্রহ্মজ্ঞানীর গৃহে সদা আনন্দ। অত্যন্ত ভাগ্যে ব্রহ্মজ্ঞানীর দর্শন লাভ হয়, ব্রহ্মজ্ঞানীকে বলিহারী বলিহারী যাই।

बेद कतेब दु दुफतरा भाइ दिलका फिकिर ना याइ ।
टुक दम करारी जो करे हाजीर हुजुर खोदाइ ॥

सलोक, महला १ ।

বেদ ও কোরাণ দর্পণের ন্যায় দুই ভাই, তদ্দ্বারা অন্তরের চিন্তা দূর হয় না। ক্ষণমাত্র যে বিশ্বাস করে, তাহার সম্মুখে তখনই ঈশ্বর উপস্থিত হন।

दइया कपाहु संतोख सूतु जतु गंडी सत वट ।
एहु जनेउ जीअका हइत पंडे घत ॥
ना एहु तुटै ना मल लगै ना एहु जलैन जाइ ।
धंन सु मानस नानका जो गलचले पाइ ॥

सलोक, महला १ ।

দয়া যাহার কার্পাসস্বরূপ, সন্তোষ সূত্রস্বরূপ, ইন্দ্রিয়দমনরূপ

যাহার গ্রন্থি, সত্য যাহার গণ্ডী, সেইরূপ উপবীতই জীবের জন্য; ইহাই, হে ব্রাহ্মণ, পরিধান কর। ইহা ছিন্ন হয় না, মলিন হয় না, ইহা অগ্নিতে জ্বলিয়া যায় না। নানক কহেন, ধন্য সেই মনুষ্য, যিনি ইহা পরিধান করিয়া সংসারে বিচরণ করেন।

ছিয ঘর ছিয গুরু ছিয উপদেশ। গুরু এক বেস অনেক। বাবা জৈ ঘর করতেকী কীরত হোই। সো ঘরি রাখু বডাঈ তোই। রহাও। বিসএ চসিয়া ঘরীয়া পহিরা থিথী বারী মাহু হোয়া। সূরজ এক রুত অনেক নানক করতেকা কেতো বেস।

সীক, মহল্লা ১।

ছয় প্রকারের আশ্রম, ছয় প্রকারের গুরু, ছয় প্রকারের উপদেশ আছে। সদ্গুরু পরমেশ্বর এক, তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনেক। হে সাধক, যে আশ্রমে হরিকীর্ত্তন হয়, সেই আশ্রমের মহিমা মহিমান্বিত কর। যদ্রূপ সূর্য্য এক এবং নিমেষ, কাষ্ঠা, ঘড়ি, প্রহর, তিথি, বার, মাস ও মুহূর্ত্ত প্রভৃতি অনেক প্রকারেব কাল আছে, তদ্রূপ কর্ত্তার কতপ্রকার বেশ।

কাহে রে মন চিংতবহি উদম জা আহর হরিজীউ পরিয়া। সৈল পথরমহি জংত উপায় তা কা রিজিকু আগে করি ধরিয়া। মেরে মাধওজী সত সংগত মিলে সু তরিয়া। গুর পরসাদ পরম পদ পাইয়া সুকে কাসঠ

ছরিয়া। রহাষো। জননি পিতা লোক সুত বনিতা কোই ন কিসকী ধরিয়া। সির সির রিজকু সংবাহে ঠাকুর কাহে মন ভউ করিয়া। উডে উডি আবৈ সৈ কোসা তিস পাছৈ বচ্ছরে ছরিয়া। তিন কবন খুলাবৈ কবন চুগাবৈ মন মহি সিমরন করিয়া। সভ নিধান দস অসট সিধান ঠাকুর কর তলি ধরিয়া। জন নানক বলি বলি সদ বলি জাইএ তেরা অংত ন পারাবরিয়া।

রাগ গুজরী, মহল্লা ৫।

হে মন, যখন তোমার আহার হরি প্রস্তুত রাখিয়াছেন, তখন চিত্তমধ্যে কেন চিন্তা পোষণ করিতেছ? পর্ব্বত ও প্রস্তরের মধ্যে তিনি জন্তু সৃজন করিয়া, তাহাদিগের আহার-সামগ্রী তাহাদিগের সম্মুখে দিতেছেন। হে আমার জগৎপতি, যদি সাধুসঙ্গ হয়, তবে জীব নিস্তার পায়। পরম গুরুর প্রসাদে শুষ্ক কাষ্ঠও হরিদ্বর্ণ হইয়া যায়। পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা বা কোন লোক শেষ দিনে কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে না। প্রতিজনকে ঠাকুর আহার যোগাইতেছেন; তবে হে মন, কেন ভয় করিতেছ? স্মরণ কর, পক্ষিবিশেষ পশ্চাতে শাবক রাখিয়া শত ক্রোশ উড়িয়া আসিতেছে; কে তাহাদিগকে আহার করায়, কে চঞ্চু দ্বারা তাহাদিগকে আহার দেয়? সর্ব্বপ্রকারের নিধি অষ্টাদশ সিদ্ধি ঠাকুর নিজ করতলে ধারণ

করেন। দাস নানক কহেন, তাঁহাকে বলিহারি, তাঁহাকে বলিহারি, সদা বলিহারি যাই; প্রভো তোমার অন্ত ও পারাবার পাওয়া যায় না।

जोगु न खिंथा जोगु न डंडे जोगु न भसम चड़ाइऐ। जोगु न मुंड मुंडाइऐ जोगु न सिंङी वाइऐ। अंजन महि निरंजन रहिऐ जोगु जुगति इव पाइऐ। गली जोगु न होइ। इक द्रिसट करि समसरि जाणै जोगी कहीऐ सोइ।

সূহী, মহল্লা ১।

ছিন্ন কন্থায় যোগ হয় না, দণ্ডধারণেও যোগ হয় না, ভস্ম মাখিলেও যোগ হয় না, মস্তকমুণ্ডনেও যোগ হয় না, সিঙ্গা বাজাইলেও যোগ হয় না। এই সংসারে নির্লিপ্ত থাকিলে যোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাক্যে যোগ নাই, সংসারের সমুদায় যিনি সমদৃষ্টিতে দেখেন, তাঁহাকেই যোগী কহা যায়।

गगनमै थालु रव चन्द दीपक बने तारका मण्डल जनक मोती। धूप मलियानलो पवन चवरो करै सगल बनराइ फुलंत जोती। कैसी आरती होइ भवखण्डना तेरी आरती अनहता सबद वाजंत भेरी। रहाओ। सहस तव नैन नन नैन हहि तोहि। कउ

সহস মূরতি ননা এক তোহী। সহস পদ বিমল নন এক পদ। গংধ বিনু সহস তব গংধ ইব চলত মোহী। সভ মহি জোত জোত হৈ সোই। তিসদৈ চানন সভি মহি চানন হোই। গুরু সাখী জোত পরগট হোই। জো তিস ভাবৈ সো আরতী হোই। হরিচরন কমল মকরংধ লোভিত। মনো অনদিনো মোহিয়াহী পিয়াসা। কিরপা জল দেহু নানক সরংগ কউ হোই জাতে তেরৈ নাই বাসা।

রাগ ধনাসরী মহল্লা ১।

গগনরূপ থালে রবি চন্দ্র দীপস্বরূপ ও তারকামণ্ডল মুক্তাসদৃশ শোভা পাইতেছে, সুগন্ধ মলয়ানিল ধূপস্বরূপ হইয়াছে, এবং পবন চামর ব্যজন করিতেছে, সকল বনরাজি উজ্জ্বল পুষ্প প্রদান করিতেছে। হে ভবখণ্ডন, এইরূপ কেমন তোমার আরতি হইতেছে। অনাহত শব্দ সকল ভেরী বাজাইতেছে। তোমার সহস্র নয়ন, অথচ তোমার একটিও নয়ন নাই। সহস্র মূর্ত্তি, অথচ একটি মূর্ত্তিও নাই। সহস্র বিমল পদ, অথচ একটীও পদ নাই; গন্ধ নাই, অথচ সহস্র তব গন্ধ, এইরূপ তোমার মনোহর চরিত্র। সকলের মধ্যে যে জ্যোতি, তাহাই তাঁহার জ্যোতি। তাঁহার প্রকাশে সকলি প্রকাশিত হয়। গুরু সাক্ষাৎ হইলে এই জ্যোতি প্রকাশ পায়। যে সাধক যখন তাঁহাকে ভক্তি করে, তখনই তাঁহার আরতি হয়। আমার মন হরির চরণকমলের মকরন্দে মুগ্ধ হইয়াছে, দিবানিশি আমি তাঁহারই জন্য তৃষিত।

নানক-চাতককে কৃপাবারি প্রদান কর, যদ্দ্বারা তোমার নামের মধ্যে আমার নিত্য বাস হয়।

কবীর ঐসা এক আধু জো জীবত মিরতকু হোই।
নিরভৈ হোকৈ গুন রবৈ জত পেখউ তত সোই॥

ভক্ত কবীর।

কবীর কহেন, যে এক আধ জন এইরূপ জীবন্মৃত হন, তাঁহারাই কেবল নির্ভয়ে তাঁহার গুণ গান করেন এবং যে দিকে দৃষ্টি করেন, তাঁহাকেই দেখেন।

কবীর জা দিন হউ মুয়া পাছৈ ভইআ আনংদু।
মোহি মিলিউ প্রভু আপনা সংগী ভজহি গোবিংদ।

ভক্ত কবীর।

কবীর কহেন, যে দিন আমার আমিত্বের মৃত্যু হইল, সেই দিন মৃত্যুর পর আনন্দ হইল। প্রভু আমার সহিত মিলিত হইলেন এবং আমার সঙ্গীরাও স্বর্গদাতা ঈশ্বরের ভজনা করিতে লাগিল।

কবীর সভতে হম বুরে হম তজি ভলো সভ কোই।
জিনি ঐসা করি বুঝিয়া মীত হমারা সোই॥

ভক্ত কবীর।

কবীর কহেন, সকলের অপেক্ষা আমি মন্দ, আমা অপেক্ষা সকলে ভাল, যিনি এইরূপ বিশ্বাস করেন, তিনিই আমার মিত্র।

কবীর চঁদনকা বিরবা ভলা বেড়িঙ ঢাক পলাস।
ওহুভি চংদন হোই রহে বসে জো চংদন পাস।
কবীর বাঁস বডাই বুডিয়া ইউ মত ডুবহু কোই।
চংদনকৈ নিকটে বসে বাঁস সুগংদ ন হোই।

ভক্ত কবীর।

কবীর কহেন, চন্দনতরুসমূহ ভাল, যাহার চারিদিকে পলাশ থাকে; কারণ চন্দনের নিকট যে সমস্ত বৃক্ষ থাকে, তাহারাও চন্দন হইয়া যায়। কবীর কহেন, বাঁশ যেরূপ অহঙ্কারে ডুবিয়া থাকে, এরূপ কেহ অহঙ্কারে নিমগ্ন থাকিও না। বাঁশ চন্দনবৃক্ষের নিকট থাকে, কিন্তু উহা সুগন্ধযুক্ত হয় না।

কবীর জিসু মরনৈতে জগু ডরৈ মেরৈ মন আনংদ।
মরনেহীতে পাইঐ পূরন পরমানংদ॥

ভক্ত কবীর।

কবীর কহেন, যে মরণে জগৎ ভীত হয়, তাহাতে আমার মন আনন্দিত হয়। কেন না, মৃত্যুর পর পূর্ণ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইব।

ফরীদা জোতৈ মারনি মুকীয়া তিনান মারে ঘুংমি।
আপ নড়ৈ ঘরি জাইঐ পৈর তিনাদে চুংম।

ভক্ত ফরীদ।

ফরীদ কহেন, যে তোমাকে মুষ্ট্যাঘাত করিবে, তাহাকে অঙ্গুলির আঘাতও করিও না। আপনি তাহার গৃহে গমন করিয়া তাহার পদ চুম্বন করিবে।

ফরীদা খাক ন নিংদিঐ খাকু জেড না কোই।
জীব দিয়া পৈরাঁ তলৈ মুইয়া উপর হোই।

ভক্ত ফরীদ।

ফরীদ কহেন, মৃত্তিকা আমার গুরু, তাহার নিন্দা করিও না, তাহার তুল্য আর কিছু নাই; সে সকলের পদতলে থাকে, এবং মনুষ্য আহত হইলে তাহার উপর আশ্রয় লাভ করে।

ফরীদা জংগলু জংগলু কিয়া ভবহিবহি বনি কাংঠা মোড়হি। বসি রব হিয়ালিঐ জংগল কিয়া ঢুংডহি।

ভক্ত ফরীদ।

ফরীদ কহেন, বনের কণ্টক দলন করিয়া বনে বনে কেন ভ্রমণ কর। হৃদয়ের মধ্যে তিনি বসিয়া আছেন, অরণ্যে কেন তাঁহাকে অন্বেষণ কর

ফরীদা কালে মৈডে কাপড় কালা মৈডা বেসু।
গুনহি ভরিয়া মৈ ফিরা লোক কহৈ দরবেসু॥

ভক্ত ফরীদ।

ফরীদ কহেন, বৈরাগীর ন্যায় মলিন আমার বস্ত্র, আমার বেশও মলিন। আমি পাপে পূর্ণ হইয়া ভ্রমণ করিতেছি, লোকে আমাকে সন্ন্যাসী বলে।

ফরীদা বুরৈদা ভলা করি গুসা মনিনা হংডার।

ভক্ত ফরীদ।

ফরীদ কহেন, মন্দ করিলে ভাল কর, মনে ক্রোধকে স্থান দিও না।

রংগ মৈ রংগীন, রাগ রূপ মৈ প্রবীন, আওর কহূঁ পৈ না হীন, সাধ অধনী কহীয়ত হৈ, পাহূয়ৈ নহী পার। তীজপুংজমৈ অপার, সরব বিদ্যিয়া ওদার, অপার কহীয়ত হৈ। হাথীকি পুকার পল পাবৈ পহুচত নহি চিটীকি চিকার পহলেহী সুনিয়ত হৈ।

রাগ মারু—নিরা বায়।

তুমি সকল রঙ্গে রঙ্গীণ, রাগ ও রূপে প্রবীণ, তোমার নিকট কেহ দুঃখী থাকে না; সাধুগণ তোমার অন্ত না পাইয়া তোমার অধীন হন। তোমার অপার তেজঃপুঞ্জ, তুমি সর্ব্ব বিদ্যায় উদার, তোমাকে সকলে অপার বলে। হস্তীর চিৎকার তোমার নিকট পলমাত্রে উপনীত হয়, পিপীলিকার মৃদুধ্বনি তুমি সর্ব্বাগ্রে শ্রবণ কর।

মন হমারো বাঁধিয়ো মাঈ, কাঁবলনৈন অপনো গুণ। রহাঈো। তীখন তীর বেধ সরীর দূর গইয়ো মাঈ। লাগিও তব জানিয়ো নহী অব না সহিয়ো জাই রী মাঈ। তংত মংত ঔখদ করো তঔ পীর না জাঈ। হৈ কোঊ উপকার করৈ করন দরদ মাই রী। নিকট হুঔ তুম দূর নহি বেগ মিলো আঈ।

ঐ।

হে মাতঃ, হে কমলনয়নে, তোমার গুণে আমার মনকে বাঁধিয়া রাখ। হে মাতঃ, আমার শরীরের মধ্যে তীক্ষ্ণ তীর বিদ্ধ হইয়া অতি দূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। হে জননি, যখন তাহা প্রথমে

লাগিয়াছিল, তখন বুঝিতে পারি নাই। তন্ত্রমন্ত্ররূপ ঔষধ সেবন করিলাম, পীড়া দূর হইল না। এখন, হে মাতঃ, কে আমার বেদনার উপকার করে? তুমি নিকটে, দূরে নহ, শীঘ্র আমার নিকটে অগ্রসর হও।

পুরবী নচ্ছী পার পাবৈ, হিংগলা হিমালৈ ধিয়াবৈ, গোর গোরদৈজী গুন গাবৈ, তেরে নাম হৈ। জোগী জোগ সাধৈ, পবন সাধন কেতেক বাঁধৈ, আরবকে আরবী আরাধৈ, তেরে নাম হৈ। ফরাকে ফেরঙ্গী মানৈ, কান্ধারী কুরেস্নী জানৈ, পশ্চমকে পসচ পচ্ছানৈ, নিজ কাম হৈ। মহরটা মঘোলে তেরী মনসিউ তপসিয়া করে, দৃঢ়বৈ তলংগী পহ-চানৈ, ধরমধাম হৈ। বংগকে বাংগালী, ফিরহংগ ফরংগাবালী, দিল্লীকে দিলবালী তেরী আগিয়া মে চলত হৈ। রোহকে রুহেলে, মাঘ দেশকে মঘেলে, বীর বংসগী বুংদেলে, পাপ পুংজকো মলত হৈ। গোখা গুন গাবৈ, চীন মচীন কে সিস নিয়াবৈ, ত্রিপতী ধিয়াই, দুখ দেহকো দলত হৈ। জিনহি তোহি ধিয়াইআ, তিনৈ পূরণ প্রতাপ পাইউ, সরব ধন ধাম ফুলসিউ, রব ফলত হৈ।

অকাল উসতুতি—গুরু গোবিন্দ সিংহ।

পূর্ব্বদেশীয় লোকেরা তোমার অন্ত পায় না। হিমালয়বাসীরা

হিমাচলে ধ্যান করে। গোয়ালিয়র দেশের লোকেরা তোমার নামের গুণ গান করে। বায়ু ভক্ষণ করিয়া যোগিগণ কত যোগ সাধন করে, আরবদেশের আরবিগণ তোমার নামের আরাধনা করে, ফরাসদেশের ফিরিঙ্গিগণ তোমাকে মান্য করে, কান্দাহারীরা সন্ন্যাসব্রত ধারণ করে, পশ্চিম প্রদেশের পাশ্চাত্যগণ তোমাকে জানাই নিজ কার্য্য মনে করে। মহারাষ্ট্রীয় ও মোগলেরা মনে মনে তোমারই তপস্যা করে। দ্রাবিড় ও তেলেঙ্গীরা তোমাকে জানাই ধর্ম্ম মনে করে। বঙ্গের বাঙ্গালিগণ, ফিরঙ্গ দেশের ফিরঙ্গিগণ ও দিল্লীর দিল্লীবাসিগণ তোমারই আজ্ঞা পালন করিতেছে। রহিল-খণ্ডের রহিলা, মঘ দেশের মঘগণ, বীরবংশীয় বুন্দেলখণ্ডবাসীরা পাপপুঞ্জ মর্দ্দন করিতেছে। গুর্খাগণ তোমারই গুণ গান করিতেছে, চীনদেশীয় লোকেরা তোমারই সম্মুখে মস্তক অবনত করিতেছে। তিব্বতদেশীয়গণ তোমারই ধ্যান-ধারণায় দুঃখ দূর করিতেছে। যাহারা তোমার ধ্যান করিতেছে, তাহারাই পূর্ণপ্রতাপ প্রাপ্ত হই-তেছে। সকল ধন, ধাম, ফল ও ফুল তাহারা প্রাপ্ত হইতেছে।

JEWISH SCRIPTURES

1. This is none other but the house of God, and this is the gate of heaven.—GEN. xxviii. 17.

ইহা ঈশ্বরের গৃহ ব্যতীত আর কিছুই নয়, এবং ইহা স্বর্গের দ্বারস্বরূপ।

2. And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you.—EX. iii. 14.

ঈশ্বর মুষাকে বলিলেন, "আমি যা তাই আমি," এবং তিনি বলিলেন, তুমি এইরূপে ইস্রায়েলবংশীয়দিগকে বল, যাঁহার নাম "আমি আছি," তিনি আমাকে তোমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

3. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth.—EX. xx. 3.

আমার সমক্ষে অন্য কোন দেবতা রাখিতে পারিবে না। তুমি আপনার নিমিত্ত কোন খোদিত মূর্ত্তি অথবা উপরিস্থ আকাশ কিংবা অধঃস্থ পৃথিবী কিংবা তন্নিম্নবর্ত্তী সলিলস্থিত কোন পদার্থের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে না।

4. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain; for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain.—Ex. xx. 7.

প্রভু পরমেশ্বরের নাম নিরর্থক লইও না, কারণ যে কেহ তাঁহার নাম নিরর্থক লয়, পরমেশ্বর তাহাকে নিরপরাধ গণ্য করেন না।

5. Ye shall do no unrighteousness in Judgment: thou shalt not respect the person of the poor, nor honour the person of the mighty: but in righteousness shalt thou judge thy neighbour.—Lev. xix. 15.

বিচারে অন্যায় করিও না, দরিদ্রের মুখাপেক্ষা করিও না, ধনীরও সম্ভ্রম করিও না, তুমি ন্যায়েতেই স্বীয় প্রতিবাসীর বিচার কর।

6. Thou shalt not hate thy brother in thine heart; thou shalt in anywise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him. Thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of the people, but thou shalt love thy neighbour as thyself.—Lev. xix. 17, 18.

তুমি মনে মনে ভ্রাতাকে ঘৃণা করিও না; কিন্তু যে কোন প্রকারে হউক, স্বীয় প্রতিবাসীকে অনুযোগ করিবে; এবং তাহাকে পাপ করিতে দিবে না। তুমি প্রতিহিংসা করিও না ও স্বজাতির প্রতি দ্বেষ করিও না, কিন্তু প্রতিবাসীকে আত্মবৎ প্রীতি করিবে।

7. Thou shalt rise up before the hoary head, and honour the face of the old man.—Lev. xix. 32.

পলিতশির সম্মুখে গাত্রোত্থান করিবে, এবং বৃদ্ধকে সমাদর করিবে।

8. Hear, O Israel: The Lord our God is one Lord: And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.—DEUT. vi. 4, 5.

হে ইস্রায়েল বংশীয়েরা, শ্রবণ কর, আমাদের প্রভু পরমেশ্বর একই। সেই প্রভু পরমেশ্বরকে সমুদায় হৃদয়, সমুদায় আত্মা ও সমুদায় শক্তির সহিত প্রীতি কর।

9. The Lord maketh poor, and maketh rich; he bringeth low and lifteth up.—I. SAM. ii. 7.

পরমেশ্বর মনুষ্যকে দরিদ্র এবং ধনী করেন, তিনি নীচ করেন এবং আনিয়া উচ্চ পদে সংস্থাপিত করেন।

10. Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine: thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all.—I. CHRON. XXIX. II.

হে পরমেশ্বর, মহত্ত্ব এবং পরাক্রম, মহিমা এবং জয় ও ঐশ্বর্য্য তোমারই; কারণ দ্যুলোক ও ভূলোকে যাহা কিছু আছে, সকলই তোমার; তোমারই রাজ্য, হে প্রভো, তুমি সর্ব্বোপরি অধিপতি-রূপে বিরাজমান রহিয়াছ।

11. Behold, happy is the man whom God correcteth: therefore despise not thou the chastening of the Almighty.—JOB. V. 17.

দেখ, সেই ব্যক্তিই সুখী, যাহাকে ঈশ্বর সংশোধন করেন; অতএব সর্ব্বশক্তিমানের শাসনকে তুচ্ছ করিও না।

12. Canst thou by searching find out God? Canst thou find out the Almighty unto perfection? It is high as heaven; what canst thou do? Deeper than hell; what canst thou know? The measure thereof is longer than the earth, and broader than the sea.—JOB xi. 7-9.

তুমি কি অনুসন্ধান করিয়া ঈশ্বরকে পাইতে পার? তুমি কি সর্ব্বশক্তিমানের পূর্ণ স্বরূপ অবগত হইতে পার? ইহা আকাশের ন্যায় উচ্চ, তুমি কি করিতে পার? পাতাল অপেক্ষাও গভীরতর, তুমি কি জানিতে পার? পৃথিবী হইতেও তাহার পরিমাণ দীর্ঘ ও সমুদ্র হইতে পরিসর বৃহৎ।

13. But ask now the beasts, and they shall teach thee: and the fowls of the air, and they shall tell thee: or speak to the earth, and it shall teach thee: and the fishes of the sea shall declare unto thee. Who knoweth not in all these that the hand of the Lord hath wrought this? In whose hand is the soul of every living thing, and the breath of all mankind.—JOB xii. 7-10.

এক্ষণে পশুদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা তোমাকে শিক্ষা দিবে; এবং আকাশের পক্ষীদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা তোমাকে বলিয়া দিবে; অথবা পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা কর, সে তোমাকে শিক্ষা দিবে, এবং সমুদ্রস্থ মৎস্যগণ তোমাকে বলিয়া দিবে। কে না জানে যে, ঈশ্বরের হস্ত এই সমস্ত রচনা করিয়াছে?

ইঁহার হস্তে প্রত্যেক জীবের প্রাণ এবং সমুদায় মনুষ্যের আত্মা স্থিতি করিতেছে।

14. **Though he slay me, yet will I trust in him.**—JOB. xiii. 15.

যদিও তিনি আমাকে বিনাশ করেন, আমি তথাপি তাঁহার প্রতি নির্ভর করিব।

15. **But** *there is* **a spirit in man: and the inspiration of the Almighty giveth them understanding.**—JOB xxxii. 8.

কিন্তু মনুষ্যের আত্মা আছে, এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ মানবগণকে জ্ঞান দান করিয়া থাকে।

16. **Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord; and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so: but are like the chaff which the wind driveth away.**—Ps. I, 1-4.

ধন্য সেই ব্যক্তি, যিনি অধার্ম্মিকদিগের মন্ত্রণায় চলেন না, ও পাপীদিগের পথে দণ্ডায়মান হন না, ও পাষণ্ডদিগের আসনে উপবিষ্ট হন না। কিন্তু পরমেশ্বরের আদেশেই তাঁহার আনন্দ, এবং তাঁহারই আদেশ তিনি অহর্নিশি চিন্তা করেন। জলস্রোতের নিকটে রোপিত বৃক্ষ যেমন সময়ে ফল প্রসব করে, এবং তাহার

২২

পত্র যেমন কখন শুষ্ক হয় না, তিনি সেইরূপ ; তিনি যাহা করেন, সকলই সফল হয়। অধার্ম্মিকেরা ঈদৃশ নহে, কিন্তু তাহারা বায়ু-নিক্ষিপ্ত তুষের ন্যায়।

17. When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained; What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him. —Ps. viii. 3, 4.

যখন আমি তোমার অঙ্গুলিরচিত আকাশ, তোমার প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রতারকার বিষয় আলোচনা করি, তখন বলি, মনুষ্য কে, যে তুমি তাহাকে স্মরণ কর? এবং মনুষ্য-সন্তানই বা কে, যে তুমি তাহার তত্ত্বাবধান কর?

18. Lord, who shall abide in thy tabernacle? who shall dwell in thy holy hill? He that walketh uprightly and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart.—Ps. xv. 1, 2.

প্রভো, কে তোমার গৃহে নিত্য বাস করিবে? কে তোমার পবিত্র অচলে আবাস নির্ম্মাণ করিবে? যে ন্যায়ানুসারে কার্য্য করে, ধর্ম্মানুষ্ঠান করে এবং হৃদয়ে সত্য বলে।

19. The heavens declare the glory of God; and the firmament sheweth his handywork. Day unto day uttereth speech, and night unto night sheweth knowledge.—Ps. xix. 1, 2.

আকাশ ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করে, এবং নভোমণ্ডল তাঁহার হস্তের রচনা প্রদর্শন করে। দিবসের পর দিবস তোমাকে

কীর্ত্তন করিতেছে, রজনীর পর রজনী তোমার জ্ঞান প্রকাশ করিতেছে।

20. The law of the Lord *is* perfect, converting the soul: the testimony of the Lord *is* sure, making wise the simple.—Ps. xix. 7.

ঈশ্বরের বিধি পূর্ণ, ইহা আত্মাকে পরিবর্ত্তিত করে; পরমেশ্বরের প্রমাণ অব্যর্থ, ইহা অজ্ঞানকেও জ্ঞান দান করে।

21. The Lord *is* my shepherd; I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.—Ps. xxiii. 1, 2.

প্রভু পরমেশ্বর আমার রক্ষক, তবে আর আমার অভাব কি? তিনিই আমাকে তৃণক্ষেত্রে শয়ান করান, তিনিই আমাকে স্থির জলের কূলে লইয়া যান।

22. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou *art* with me; thy rod and thy staff they comfort me. —Ps. xxiii. 4.

মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা দিয়াও যদি আমি বিচরণ করি, আমি কোন বিপদাশঙ্কা করিব না, কারণ তুমি আমার সঙ্গে আছ; তোমার শাসনদণ্ড এবং তোমার যষ্টি আমাকে সান্ত্বনা দেয়।

23. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after; that I may dwell in the house of the Lord all the day of my life, to behold the beauty of the Lord, and to enquire in his temple.—Ps. xxvii. 4.

ঈশ্বরের নিকট আমার এই একটী মাত্র ভিক্ষা, এবং তাঁহারই জন্য আমি চেষ্টা করিব, যেন পরমেশ্বরের আলয়ে যাবজ্জীবন বাস করিয়া আমি তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শন করি, এবং তাঁহার মন্দিরে তাঁহাকে অনুসন্ধান করি।

24. Wait on the Lord: be of good courage and he shall strengthen thine heart: wait, I say, on the Lord.—Ps. xxvii. 14.

পরমেশ্বরের দয়ার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাক ; সাহসে নির্ভর কর এবং তিনি তোমার হৃদয়কে সবল করিবেন; আমি পুনরায় বলিতেছি, প্রভু পরমেশ্বরের দয়ার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাক।

25. Blessed *is* the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit *there is* no guile.—Ps. xxxii. 2.

পরমেশ্বর যাহাকে নির্দ্দোষ করেন এবং যাহার আত্মাতে কোন কপটতা নাই, সেই ব্যক্তিই ধন্য।

26. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart; and saveth such as be of a contrite spirit.—Ps. xxxiv. 18.

পরমেশ্বর ভগ্নহৃদয়দিগের নিকটে থাকেন এবং যাহারা অনুতপ্তাত্মা, তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন।

27. As the hart panteth after the water brooks so panteth my soul after thee, O God.—Ps. xlii 1.

মৃগ যেরূপ জলাশয়ের জন্য তৃষ্ণার্ত্ত হয়, হে ঈশ্বর, আমার আত্মা সেইরূপ তোমার জন্য তৃষিত হইতেছে।

28. My soul thirsteth for God, for the living

God: when shall I come and appear before God?
—Ps. xlii. 2.

আমার আত্মা ঈশ্বরের জন্য, ঐ জীবন্ত ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইতেছে ; কবে আমি ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইব ?

29. God *is* our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea; Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof.—Ps. xlvi. 1-3.

ঈশ্বর আমাদের আশ্রয় ও বল, এবং বিপৎকালে অতি নিকটস্থ সহায়। অতএব যদিও মেদিনী স্থানান্তরিত হয় এবং পর্ব্বত সকল সমুদ্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, যদিও তাহার জলরাশি গর্জ্জন করে এবং আন্দোলিত হয়, যদিও তাহার আস্ফালনে পর্ব্বতসকল কম্পিত হয়, তথাপি আমরা ভয় করিব না।

30. Against thee, thee only, have I sinned, and done *this* evil in thy sight.—Ps. li. 4.

তোমারি, কেবল তোমারি বিরুদ্ধে আমি পাপ করিয়াছি এবং এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি।

31. Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.—Ps. li. 10.

হে পরমেশ্বর, আমার হৃদয়কে বিশুদ্ধ কর এবং আমার অন্তরে প্রকৃত ভাব পুনরুদ্দীপিত কর।

32. Thou desirest not sacrifice; else would I

give it: thou delightest not in burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit: a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise.—Ps. li. 16, 17.

তুমি বলিদানের প্রয়াস কর না, নতুবা আমি তাহা দিতাম; হোমেতেও তুমি তুষ্ট নহ। ভগ্ন আত্মা বলিই ঈশ্বরের গ্রাহ্য; ভগ্ন ও অনুতপ্ত হৃদয়কে, হে ঈশ্বর, তুমি তুচ্ছ করিবে না।

33. Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.—Ps. lxxiii. 25.

স্বর্গে তোমা ভিন্ন আর আমার কে আছে? এবং ভূমণ্ডলে তোমা ভিন্ন আমি আর কিছুই চাহি না।

34. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.—Ps lxxxiv. 10.

ঈশ্বরের গৃহে বরং আমি দ্বারবান্ হইব, কিন্তু অধর্ম্মের শিবিরে অবস্থান করিব না।

35. Mercy and truth are met together; righteousness and peace have kissed each other.—Ps. lxxxv. 10.

সত্য ও করুণা তাঁহাতে সম্মিলিত হইয়াছে, পুণ্য ও শান্তি পরস্পরকে চুম্বন করিয়াছে।

36. Among the gods there is none like unto thee, O Lord; neither are there any works like unto thy works. All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord; and shall

glorify thy name. For thou art great, and doest wondrous things; thou art God alone.—Ps. lxxxvi. 8-10.

হে প্রভো, দেবতাদিগের মধ্যে তোমার সদৃশ কেহ নাই, এবং তোমার কার্য্যের তুল্য আর কোন কার্য্য নাই। তোমার সৃষ্ট সকল জাতি, হে ঈশ্বর, তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া তোমার পূজা করিবে; এবং তোমার নামের গৌরব প্রকাশ করিবে। কেন না তুমি মহান্, এবং তুমি আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকল সম্পাদন কর; তুমি একমাত্র ঈশ্বর।

37. He that planted the ear, shall he not hear? He that formed the eye, shall he not see?—Ps. xciv. 9.

যিনি শ্রবণেন্দ্রিয় স্থাপন করিয়াছেন, তিনি আপনি কি শ্রবণ করিবেন না? যিনি চক্ষু গঠন করিয়াছেন, তিনি কি দর্শন করিবেন না?

38. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust—. Ps. ciii. 13, 14.

পিতা যেমন সন্তানদিগকে স্নেহ করেন, যাঁহারা ঈশ্বরকে ভয় করেন, তাঁহাদিগকে ঈশ্বর সেইরূপ স্নেহ করেন। কেন না তিনি আমাদের প্রকৃতি জানেন, আমরা যে ধূলিমাত্র, ইহা তাঁহার স্মরণে আছে।

39. Thy testimonies *are* wonderful: therefore doth my soul keep them. The entrance of thy

words giveth light; it giveth understanding unto the simple.—Ps. cxix. 129, 130.

তোমার প্রমাণ সকল অতি অদ্ভুত; সুতরাং আমার আত্মা তাহাদের অনুসরণ করে। তোমার বাক্য হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আলোক দেয়, অল্পবুদ্ধিকে জ্ঞান দেয়।

40. They that sow in tears shall reap in joy.—Ps. cxxvi. 5.

যাহারা অশ্রুপাত করিয়া বপন করে, তাহারা আনন্দের সহিত শস্যসংগ্রহ করে।

41. Thou knowest my downsitting and my uprising. Thou understandest my thought afar off. Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted *with* all my ways. For *there is* not a word in my tongue, *but*, lo, O Lord, thou knowest it altogether. Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me. *Such* knowledge *is* too wonderful for me; it is high, I cannot *attain* unto it. Whither shall I go from thy spirit? Or whither shall I flee from thy presence? If I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. *If* I take the wings of the morning, *and* dwell in the uttermost parts of the sea; Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me.—Ps. cxxxix. 2-10.

আমার উপবেশন এবং উত্থান তুমি জান, তুমি দূর হইতে আমার চিন্তা অবগত হও, তুমি আমার গমনের পন্থা, এবং শয়নাবস্থা উভয়কে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছ, এবং আমার সমুদায়

কার্য্যপ্রণালী অবগত আছ। কারণ আমার রসনায় এমন একটী কথা নাই, যাহা তুমি একেবারে জান না। তুমি সম্মুখে এবং পশ্চাতে আমাকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছ। এ জ্ঞান আমার পক্ষে অতীব অদ্ভুত, ইহা অতি উচ্চ, আমি ইহা অবধারণ করিতে অক্ষম। তোমার স্বরূপ হইতে আমি কোথায় যাইব? তোমার বর্ত্তমানতা হইতে কোথায় পলায়ন করিব? যদি আমি স্বর্গে আরোহণ করি, তুমি তথায়; যদি আমি পাতালে শয্যা রচনা করি, অহো, সেথানেও তুমি আছ। যদি আমি উষার পক্ষপুট গ্রহণ করি, এবং সমুদ্রের দূরতম বিভাগে অবস্থিতি করি, সেথানেও তোমার হস্ত আমার পথপ্রদর্শন করিবে, এবং তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে রক্ষা করিবে।

42. **He telleth the number of the stars; he calleth them all by *their* names.**—Ps. cxlvii. 4.

তিনি তারকাগণকে গণনা করেন, ও তাহাদেব নাম ধবিয়া আহ্বান করেন।

43. **Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.**—PROV. iii. 5.

সর্ব্বান্তঃকরণে প্রভু পরমেশ্বরের উপব নির্ভর কর, আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর করিও না।

44. **My son, despise not the chastening of the Lord; neither be weary of his correction: For whom the Lord loveth he correcteth; even as a father the son in whom he delighteth.**—PROV. iii 11, 12.

হে আমার বৎস, ঈশ্বরের দণ্ড অবহেলা করিও না, অথবা

তাঁহার শাসনে ক্লান্ত হইও না। কারণ পিতা যেমন আপন আনন্দবর্দ্ধক পুত্রকে সংশোধন করেন, তদ্রূপ তিনি যাঁহাকে প্রীতি করেন, তাঁহাকেই তিনি সংশোধন করেন।

45. Keep thy heart with all diligence; for out of it *are* the issues of life.—PROV. iv 23.

হৃদয়কে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা কর, কারণ ইহা হইতেই জীবনের প্রবাহ বিনিঃসৃত হয়।

46. A virtuous woman *is* a crown to her husband; but she that maketh ashamed *is* as rottenness in his bones. —PROV. xii. 4.

পুণ্যবতী স্ত্রী স্বামীর শিরোভূষণ, কিন্তু যে স্ত্রী লজ্জিত করে, সে তাহার অস্থির ক্লেদ।

47. He that oppresseth the poor reproacheth his Maker: but he that honoureth Him hath mercy on the poor —PROV. xiv 31

যে ব্যক্তি দুঃখীর প্রতি অত্যাচার করে, সে তাহার স্রষ্টার অবমাননা করে; কিন্তু যে দুঃখীর উপর দয়া প্রকাশ করে, সে তাঁহাকে সম্মান করে।

48. Righteousness exalteth a nation: but sin *is* a reproach to any people.—PROV. xiv. 34.

পুণ্য সমগ্র জাতিকে শ্রেষ্ঠ করে, কিন্তু পাপ যে কোন জাতির পক্ষে তিরস্কার।

49. The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue, *is* from the Lord.—PROV. xvi. 1.

মনুষ্যের হৃদয়কে প্রস্তুত করিবার সাধন এবং জিহ্বার প্রকৃত উত্তর, প্রভু পরমেশ্বর হইতে আসিয়া থাকে।

50. Better is a little with righteousness than great revenues without right.—PROV xvi. 8.

ন্যায়-বিবর্জ্জিত বহু রাজ্য অপেক্ষা ধর্ম্মের সহিত যৎকিঞ্চিৎও ভাল।

51. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall.—PROV. xvi. 18.

অহঙ্কার বিনাশের অগ্রে গমন করে, এবং পতনের অগ্রে দম্ভ।

52. *He that is* slow to anger *is* better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.—PROV. xvi. 32.

যিনি ক্রোধে পরাঙ্মুখ, তিনি বলবান্ হইতে শ্রেষ্ঠ; এবং যিনি নগর জয় করেন, তাঁহা অপেক্ষা যিনি স্বীয় আত্মাকে শাসন করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ।

53. The rich and poor meet together: the Lord is the maker of them all.—PROV. xxii. 2.

ধনী ও দরিদ্র একত্র সম্মিলিত হয়; প্রভু তাহাদিগের সকলের স্রষ্টা।

54. If thine enemy be hungry, give him bread to eat; and if he be thirsty, give him water to drink: For thou shalt heap coals of fire upon his head, and the Lord shall reward thee.—PROV. xxv. 21, 22.

যদি তোমার শত্রু ক্ষুধার্ত্ত হয়, তাহাকে আহার দিবে, এবং

যদি তৃষ্ণার্ত্ত হয়, জল পান করিতে দিবে। কেন না তদ্দ্বারা তুমি তাহার মস্তকে জলন্ত অঙ্গার রাশীকৃত করিবে, এবং ঈশ্বর তোমাকে পুরস্কার দিবেন।

55. He that covereth his sins shall not prosper: but whoso confesseth and forsaketh *them* shall have mercy.—PROV. xxviii. 13.

যে তাহার পাপ গোপন করে, তাহার উন্নতি হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি পাপ স্বীকার করে এবং তাহা পরিত্যাগ করে, সে করুণা লাভ করে।

56. Vanity of vanities, saith the Preacher, vanity of vanities; all is vanity.—ECC. i. 2.

উপদেষ্টা কহেন, অসারের অসার, অসারের অসার, তাবৎই অসার।

57. Then shall the dust return to the earth as it was; and the spirit shall return unto God who gave it.—ECC. xii. 7.

প্রথমে যেরূপ ধূলি ছিল, সেইরূপ উহা মৃত্তিকায় প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে; এবং যে আত্মাকে পরমেশ্বর দান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিকটে প্রত্যাগমন করিবে।

58. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow: though they be red like crimson, they shall be as wool.—ISA. i. 18.

যদিও তোমার পাপ সকল শোণিতবর্ণ, উহারা তুষারসদৃশ শুভ্র হইবে। যদিও তাহারা ঘোর রক্তবর্ণ, তাহারা শ্বেত উর্ণা-সদৃশ হইবে।

59. And the work of righteousness shall be peace; and the effect of righteousness quietness and assurance for ever.—Isa. xxxii. 17.

সাধুতার কার্য্য শান্তি এবং সাধুতার ফল স্থিরতা ও আশ্বস্ততা।

60. Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? Yea, they may forget, yet will I not forget thee.—Isa. xlix. 15.

কোন স্ত্রীলোক কি তাহার স্তন্যপায়ী শিশুকে এরূপ বিস্মৃত হইতে পারে যে, তাহার সেই নিজগর্ভজাত সন্তানের প্রতি স্নেহ অনুভব করিবে না? বরং তাহারাও বিস্মৃত হইতে পারে, তথাচ আমি তোমাকে কখন বিস্মৃত হইব না।

61. The mountains shall depart, and the hills be removed; but my kindness shall not depart from thee, neither shall the covenant of my peace be removed, saith The Lord that hath mercy on thee.—Isa. liv. 10.

করুণাময় পরমেশ্বর বলেন—পর্ব্বত সকল চলিয়া যাইবে এবং অধিত্যকা সকল স্থানান্তরিত হইবে, কিন্তু আমার দয়া কখনও তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না এবং আমার শান্তিপত্রের অঙ্গীকার কখন ভঙ্গ হইবে না।

62. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord.—Isa. lv. 8.

ঈশ্বর বলিতেছেন, আমার চিন্তা তোমাদিগের মত নয়, তোমাদিগের কার্য্যপ্রণালীও আমার কার্য্যপ্রণালী নহে।

63. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save; neither his hear heavy, that it cannot hear.—ISA. lix. 1.

দেখ, প্রভু পরমেশ্বরের হস্ত সঙ্কুচিত নহে যে, উহা মনুষ্যকে পরিত্রাণ করিতে পারে না; তাঁহার কর্ণও বধির নহে যে, তিনি শুনিতে পান না।

64. But we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags.—ISA. lxiv. 6.

আমরা সকলে অপবিত্র বস্তু এবং আমাদিগের সমুদায় ধর্ম্ম মলিন ছিন্নবস্ত্র-সদৃশ।

65. The wolf and the lamb shall feed together, and the lion shall eat straw like the bullock, and dust shall be the serpent's meat. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, saith the Lord.—ISA. lxv. 25.

ঈশ্বর বলিতেছেন, আমার পবিত্র অচলে মেষ ও ব্যাঘ্র একত্র আহার করিবে, এবং সিংহ বৃষের ন্যায় তৃণ ভোজন করিবে এবং ধূলি সর্পের আহার হইবে: তাহারা কেহ কাহাকেও আঘাত বা ধ্বংস করিবে না।

66. Thus saith the Lord, The heaven is my throne, and the earth is my footstool: where is the house that ye build unto me? and where is the place of my rest?—ISA. lxvi. 1.

ঈশ্বর বলিতেছেন, স্বর্গ আমার সিংহাসন এবং পৃথিবী আমার পাদপীঠ; আমার নিমিত্ত তোমরা কোথায় গৃহ নির্ম্মাণ করিবে? এবং আমার বিশ্রাম-স্থানই বা কোথায়?

67. As one whom his mother comforteth, so will I comfort you.—ISA. lxvi. 13.

একজনকে যেমন তাহার মাতা সাম্বনা দান করে, আমি তোমাদিগকে তদ্রূপ সাম্বনা দিব।

68. The heart *is* deceitful above all *things*, and desperately wicked: who can know it?—JER. xvii. 9.

হৃদয় সমুদায় পদার্থ অপেক্ষা প্রতারক এবং অতীব দুষ্ট; কে উহাকে জানিতে পারে?

69. I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts; and will be their God, and they shall be my people.—JER. xxxi 33.

আমি তাহাদিগের অন্তরে আমার বিধি স্থাপন করিব, এবং তাহাদিগের হৃদয়ে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া দিব। আমি তাহাদিগের ঈশ্বর হইব, এবং তাহারা আমারই লোক হইবে।

70. The Lord will not cast off for ever: but though he cause grief, yet will he have compassion according to the multitude of his mercies.—LAMENTATIONS, iii. 31, 32.

পরমেশ্বর চিরজীবনের জন্য কাহাকেও পরিত্যাগ করিবেন না; যদিও তিনি ক্লেশ দেন, তথাপি তিনি তাঁহার অপরিমেয় করুণাগুণে প্রেম করিবেন।

71. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered.—JOEL. ii. 32.

এবং এইরূপ ঘটিবে যে, যাহারা ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিবে, তাহারা মুক্তিলাভ করিবে।

72. But the Lord is in his holy temple; let all the earth keep silence before him.—HAB. ii. 20.

ঈশ্বর তাঁহার পবিত্র মন্দিরে বিদ্যমান, সমুদায় পৃথিবী তাঁহার সম্মুখে নিস্তব্ধ হউক।

73. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines; the labour of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat; the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls: Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation.—HAB. iii. 17, 18.

যদিও ডুম্বুর বৃক্ষ মুকুলিত না হয় এবং দ্রাক্ষালতা ফলশূন্য হয়, জলপাই বৃক্ষের (olive) কর্ষণ বিফল হয় এবং ক্ষেত্র হইতে আহার্য্য-সামগ্রী উৎপন্ন না হয়, মেষাদির যূথ বাসস্থান হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং পশুশালা পশুশূন্য হয়, তথাপি আমি ঈশ্বরেতে আনন্দ করিব; আমার পরিত্রাণদাতা ঈশ্বরেতে আমি আহ্লাদ করিব।

CHRISTIAN SCRIPTURES

1. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him: And, lo, a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.—Matt. iii. 16, 17.

এবং ঈশা যখন জলাভিষিক্ত হইলেন, তৎক্ষণাৎ জল হইতে উত্থান করিলেন; এবং দেখ, স্বর্গ তাঁহার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইল, এবং তিনি দেখিলেন, ঈশ্বরের পবিত্রাত্মা কপোতের ন্যায় অবতরণ করিয়া তাঁহার উপর স্থিতি করিলেন, এবং ঐ শোন, স্বর্গ হইতে এই বাণী আসিল, আমার এই প্রিয়পুত্র, যাহার প্রতি আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট।

2. Blessed are the poor in spirit: for their's is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn: for they shall be comforted. Blessed are the meek: for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled. Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart: for they shall see God. Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for their's is the kingdom of heaven.—Matt. v. 3-10.

দীনাত্মারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই। শোকার্ত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে। সুশীলেরা ধন্য, কারণ তাহারা পৃথিবীর অধিকারী হইবে। ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত ব্যক্তিরা ধন্য, কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে। দয়াবানেরা ধন্য, কারণ তাহারা দয়া পাইবে। নির্ম্মলচিত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে। শান্তিসংস্থাপকেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িত ব্যক্তিরা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।

3. Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.—Matt. v. 15, 16

দীপ জ্বালিয়া লোকেরা করণ্ডিকাতলে রাখে না, কিন্তু দীপাধারেই রাখে; তাহাতে গৃহের সকলেই আলোক প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যদিগের সমক্ষে তোমাদের আলোক উজ্জ্বল হউক, যেন তাহারা তোমাদের সাধুকার্য্য দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার মহিমা কীর্ত্তন করে।

4. Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth: But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.—Matt. v. 38, 39.

তোমরা শুনিয়াছ, ইহা কথিত আছে, চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু

এবং দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত; কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি যে, তোমরা অত্যাচারের প্রতিরোধ করিও না; বরং যে তোমাদের দক্ষিণ গণ্ডে আঘাত করিবে, তাহাকে অন্য গণ্ড ফিরাইয়া দিবে।

5. Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy. But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you; That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.—Matt. v. 43-45.

তোমরা শুনিয়াছ, ইহা কথিত আছে, তুমি আপন প্রতিবাসীকে প্রীতি করিবে, কিন্তু শত্রুকে ঘৃণা করিবে; কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, শত্রুদিগকে প্রীতি কর, যাহারা তোমাদিগকে অভিশাপ দেয়, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, এবং যাহারা তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদিগের হিতসাধন কর, এবং যাহারা তোমাদিগকে বিদ্বেষ এবং নির্য্যাতন করে, তাহাদিগের জন্য প্রার্থনা কর। ইহা হইলে তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার উপযুক্ত সন্তান হইবে; যেহেতুক তিনি স্বীয় সূর্য্যকে সাধু এবং অসাধু সকলের উপর উদিত করেন, এবং ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক সকলের উপর বারিবর্ষণ করেন।

6. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.—Matt. v 48.

অতএব তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেরূপ পূর্ণ, তোমরাও সেইরূপ পূর্ণ হও।

7. But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth.—Matt vi. 3.

যখন তুমি দান কর, তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহা করিতেছে, তাহা যেন তোমার বাম হস্ত জানিতে না পারে।

8. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal: But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal.—Matt. vi. 19, 20

যেখানে কীট এবং মালিন্য বিনষ্ট করে এবং যেখানে তস্করেরা গৃহ ভগ্ন করিয়া অপহরণ করে, এরূপ পৃথিবীতে তোমাদিগের অর্থসঞ্চয় করিও না; কিন্তু যেখানে কীট এবং মালিন্য বিনষ্ট করে না, এবং তস্করগণ গৃহ ভগ্ন করিয়া অপহরণ করে না, সেই স্বর্গে তোমাদিগের জন্য ধন সঞ্চয় কর।

9. No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.—Matt. vi 24.

কেহই দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না, কারণ হয় সে এক জনকে ঘৃণা ও অপরকে প্রীতি করিবে; নতুবা সে এক জনের প্রতি অনুরক্ত হইবে ও অপরকে তুচ্ছ করিবে। তোমরা ঈশ্বর ও সংসারের যুগপৎ সেবা করিতে পার না।

10. Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin: And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to-day is, and to-morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or Wherewithal shall we be clothed? For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.—Matt. VI. 25-34.

অতএব আমি বলিতেছি, কি আহার করিব, কি পান করিব, ইহা বলিয়া আপনার জীবনের জন্য ভাবিত হইও না;

এবং কি পরিধান করিব বলিয়া শরীরের জন্যও ভাবিত হইও না; অন্ন অপেক্ষা জীবন এবং বস্ত্র অপেক্ষা শরীর কি গুরুতর নহে? আকাশের পক্ষীদিগকে দেখ, তাহারা বপন করে না, সংগ্রহ করে না, এবং শস্যাগারে সঞ্চয় করে না; তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে আহার দেন। তোমরা কি তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ? তোমাদের মধ্যে ভাবিত হইয়াই বা কে শরীরের দীর্ঘতা এক হস্ত বৃদ্ধি করিতে পারে? এবং বস্ত্রের জন্যই বা কেন ভাবিত হও? স্থলপদ্ম-গুলির বিষয় ভাবিয়া দেখ, তাহারা কেমন বর্দ্ধিত হয়। তাহারা শ্রম করে না, বয়নও করে না; তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, সলিমান তাঁহার যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও ইহার একটিরও মত বিভূষিত হন নাই। অতএব পরমেশ্বর যদি ক্ষেত্রের তৃণ, যাহা অদ্য আছে, কল্য চুল্লিনিক্ষিপ্ত হইবে, তাহাকে এমন করিয়া সজ্জিত করেন, তবে, হে অল্পবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ! তিনি কি তোমাদিগকে তদপেক্ষা অধিক সজ্জিত করিবেন না? অতএব আমরা কি আহার করিব, কি পান করিব, অথবা কি পরিধান করিব, এই বলিয়া ভাবিত হইও না। কেন না তোমাদের যে এই সকল অভাব আছে, তাহা তোমাদের স্বর্গীয় পিতা জানেন। ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁহার ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে অন্বেষণ কর, তাহা হইলে এই সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে। কল্যকার নিমিত্ত ভাবিও না, কল্য আপনার বিষয় আপনি ভাবিবে। প্রত্যেক দিনের কষ্ট তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

11. Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you: For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.—Matt vii. 7, 8.

যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া হইবে; অন্বেষণ কর, তোমরা প্রাপ্ত হইবে; আঘাত কর, তোমাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত হইবে; কারণ যে যাচ্ঞা করে, সে লাভ করে; যে অন্বেষণ করে, সে প্রাপ্ত হয়; এবং যে আঘাত করে, তাহার প্রতি দ্বার উন্মুক্ত হয়।

12. Therefore all things, whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them.—Matt. vii. 12.

অন্যের নিকট তুমি যাদৃশ ব্যবহার প্রয়াস কর, তুমি তাহাদিগের প্রতি তাদৃশ ব্যবহার কর।

13. And Jesus saith unto him, The foxes have holes and the birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head.—Matt. viii. 20.

এবং ঈশা তাহাকে বলিলেন, শৃগাল সকলের গর্ত্ত আছে এবং আকাশস্থ পক্ষিগণের কুলায় আছে, কিন্তু মনুষ্য-সন্তানের এরূপ স্থান নাই, যেখানে তিনি মস্তক রাখিতে পারেন।

14. Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall on the ground without your Father. But the very hairs of your

head are all numbered. Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows.—Matt. x. 29-31.

দুইটি চটক পক্ষী কি সামান্য তাম্রখণ্ডে বিক্রীত হয় না? এবং তোমাদিগের পিতার কর্তৃত্ব ব্যতীত তাহাদিগের একটিও ভূতলশায়ী হয় না। তোমাদিগের মস্তকের প্রত্যেক কেশ তাঁহা কর্তৃক পরিগণিত; অতএব তোমরা ভীত হইও না, অনেকগুলি চটকাপেক্ষা তোমরা অধিক মূল্যবান্।

15. For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, and sister, and mother.—Matt. xii. 50.

কারণ যে কেহ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা সম্পন্ন করিবে, সেই আমার ভ্রাতা, ভগিনী এবং মাতা।

16. The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took, and sowed in his field: Which indeed is the least of all seeds: but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of air come and lodge in the branches thereof.—Matt. xiii. 31, 32.

স্বর্গরাজ্য একটি সর্ষপবীজ-সদৃশ, যাহা এক ব্যক্তি গ্রহণ করিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিল। সর্ষপ সমুদায় বীজ অপেক্ষা অতীব ক্ষুদ্র, কিন্তু যখন ইহা বৃক্ষে পরিণত হয়, তখন সমুদায় ওষধি অপেক্ষা বৃহৎ হইয়া বৃক্ষের আকার ধারণ করে; সুতরাং আকাশের পক্ষী সকল আসিয়া তাহার শাখায় অবস্থিতি করে।

17. Again, the kingdom of heaven is like unto

treasure hid in a field; the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field.—Matt. xiii. 44.

স্বর্গরাজ্য আবার ভূগর্ভনিহিত গুপ্তধনের ন্যায়; কোন মনুষ্য যখন তাহা প্রাপ্ত হয়, সে লুকায়িত করিয়া রাখে, এবং তজ্জনিত আহ্লাদে সে স্থান হইতে গিয়া তাহার সমুদায় সম্পত্তি বিক্রয় করে এবং তদ্দ্বারা সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিয়া লয়।

18. Verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.—Matt. xvii. 20.

সত্যই আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যদি একটী সর্ষপকণার ন্যায়ও তোমাদের বিশ্বাস থাকে, তোমরা এই পর্ব্বতকে বলিবে, স্থানান্তর হও, অমনি উহা চলিয়া যাইবে, এবং তোমাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব রহিবে না।

19. Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not *enter* into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven.—Matt. xviii. 3, 4.

আমি তোমাদিগকে সত্য করিয়া কহিতেছি যে, যদি তোমরা হৃদয়কে পরিবর্ত্তন করিয়া ক্ষুদ্র শিশু সন্তানদিগের মত না হও,

তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অতএব যে ব্যক্তি এই শিশুর ন্যায় আপনাকে নম্র করিবে, সেই স্বর্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠ।

20. Then came Peter to him, and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times? Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times: but, Until seventy times seven.—Matt. xviii. 21, 22.

অতঃপর পিটর তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, প্রভো! আমার ভ্রাতা আমার নিকট কতবার অপরাধ করিলে আমি তাঁহাকে ক্ষমা করিব, সপ্তবার পর্য্যন্ত? ঈশা তাঁহাকে বলিলেন, আমি তোমাকে সপ্তবার পর্য্যন্ত বলি নাই, কিন্তু সপ্ততিগুণ সপ্তবার পর্য্যন্ত।

21. So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen.—Matt. xx. 16.

অতএব শেষ প্রথম এবং প্রথম শেষ হইবে; কারণ অনেকেই আহূত হইবেন, কিন্তু অল্প লোকেই মনোনীত হইয়া যাইবেন।

22. Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.—Matt. xxii. 36-39.

প্রভো, শাস্ত্রমধ্যে কোন্ আজ্ঞাটি প্রধান? ঈশা বলিলেন,

তুমি তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে সমুদায় হৃদয়ের সহিত, সমুদায় আত্মার সহিত এবং সমুদায় মনের সহিত প্রীতি করিবে, ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রধান অনুজ্ঞা। দ্বিতীয় অনুজ্ঞা ইহার সদৃশ, তুমি তোমার প্রতিবাসীকে আত্মবৎ প্রীতি করিবে।

23. A prophet is not without honour, but in his own country, and among his own kin, and in his own house.—Mark, vi. 4.

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক আপনার দেশ, আপনার গৃহ ও আপনার জ্ঞাতিদিগের নিকট ভিন্ন আর কুত্রাপি শ্রদ্ধাবিবর্জ্জিত হয়েন না।

24. For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul?—Mark, viii. 36, 37.

যদি আত্মা বিনষ্ট হয়, তবে সমুদায় পৃথিবী লাভ করিয়া কি উপকার? এই ভূমণ্ডলে এমন বস্তু কি আছে, আত্মার বিনিময়ে মনুষ্য যাহা প্রদান করিতে পারে?

25. Suffer the little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdom of God.—Mark, x. 14.

এই ক্ষুদ্র শিশুদিগকে আমার নিকট আসিতে দাও, নিবারণ করিও না, কারণ ঈদৃশ লোকেরাই ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী।

26. Whosoever will be great among you, shall be your minister: And whosoever of you will be the chiefest, shall be servant of all.—Mark, x. 43, 44.

যিনি তোমাদিগের মধ্যে মহৎ হইবেন, তিনি তোমাদিগের পরিচারক হইবেন; এবং যিনি তোমাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইবেন, তিনি সকলের ভৃত্য হইবেন।

27. Render to Cæsar the things that are Cæsar's, and to God the things that are God's— Mark, xii. 17.

যে সমুদায় পদার্থে রাজার অধিকার, তাহা রাজাকে সমর্পণ কর, এবং যাহা ঈশ্বরের, তাহা ঈশ্বরকে সমর্পণ কর।

28. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but perceivest not the beam that is in thine own eye.— Luke, vi. 41.

আর তুমি তোমার ভ্রাতার চক্ষুঃস্থিত তৃণকণার প্রতি কেন দৃষ্টিপাত কর, কিন্তু আপনার চক্ষুঃস্থিত বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড অবলোকন কর না।

29. For a good tree bringeth not forth corrupt fruit; neither doth a corrupt tree bring forth good fruit. For every tree is known by his own fruit. For of thorns men do not gather figs, nor of a bramble bush gather they grapes.—Luke, vi. 43, 44

ভাল বৃক্ষ কখন মন্দ ফল প্রসব করে না, অথবা মন্দ বৃক্ষ হইতে কখন উত্তম ফল উৎপন্ন হয় না; কারণ ফল দ্বারাই বৃক্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। কণ্টক বৃক্ষ হইতে লোকে কখন ডুম্বুরফল সংগ্রহ করে না, অথবা কণ্টকীকানন হইতেও দ্রাক্ষাফল সংগ্রহ করে না।

30. But he said, Yea rather, blessed *are* they that hear the word of God, and keep it.—Luke, xi. 28.

কিন্তু তিনি বলিলেন, ধন্য তাহারাই, যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা শ্রবণ করে ও পালন করে।

31. For whosoever exalteth himself shall be abased; and he that humbleth himself shall be exalted.—Luke, xiv. 11.

যে কেহ আপনাকে বড় করে, তাহাকে নত করা হইবে; এবং যে ব্যক্তি আপনাকে অবনত করে, তাহাকে উন্নত করা হইবে।

32. I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over ninety and nine just persons, which need no repentance.—Luke, xv. 7.

আমি বলিতেছি, যাহাদিগের অনুতাপের কোন প্রয়োজন নাই, তাদৃশ নবনবতি জন পুণ্যাত্মা অপেক্ষা, একজন পাপী অনুতাপ করিলে স্বর্গে সেইরূপ আনন্দ হইবে।

33. He that is faithful in that which is least is faithful also in much: and he that is unjust in the least is unjust also in much.—Luke, xvi. 10

সামান্য বিষয়ে যে ব্যক্তি বিশ্বস্ত, সে মহৎ বিষয়েতেও বিশ্বস্ত; এবং যে ব্যক্তি সামান্য বিষয়েও অন্যায়াচারী, সে ব্যক্তি মহৎ বিষয়েও অন্যায়াচারী।

34. Whosoever putteth away his wife, and marrieth another, committeth adultery: and whosoever marrieth her that is put away from her husband committeth adultery.—Luke, xvi. 18.

যে ব্যক্তি আপন পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া অপর কাহাকেও

বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে; এবং যে ব্যক্তি সেই স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে।

35. The things which are impossible with men are possible with God.—Luke, xviii. 27.

যে সমস্ত বিষয় মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব ঈশ্বরের পক্ষে তাহা সম্ভব।

36. For he is not a God of the dead, but of the living: for all live unto him.—Luke, xx. 38.

তিনি মৃতদিগের ঈশ্বর নহেন, কিন্তু জীবিতদিগের, কারণ তাঁহাতে সকলে জীবিত।

37. Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.—John, iii. 3.

সত্য সত্য আমি তোমাকে বলিতেছি, দ্বিজাত্মা না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না।

38. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit,—John, iii. 8.

বায়ু যথা ইচ্ছা বহমান হয়, এবং তুমি কেবল তাহার শব্দ শ্রবণ কর, কিন্তু কোথা হইতে সেই বায়ু আসিতেছে এবং কোথায় তাহা যাইতেছে, তাহা বলিতে পার না; পরমাত্মজাত প্রত্যেক ব্যক্তিই এইরূপ।

39. God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.—John, iv. 24.

ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ ; এবং যাহারা তাঁহার উপাসনা করিবে, সত্যেতে ও ভাবেতে তাঁহার উপাসনা করিবে।

40. **And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.**—John, viii. 32.

তোমরা সত্যকে জানিবে, এবং সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিবে।

41. **Verily, verily, I say unto you, Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone: but if it die, it bringeth forth much fruit. He that loveth his life shall lose it; and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal.**—John, xii. 24, 25

সত্য সত্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যদ্যপি গোধূমবীজ ভূমিতে পতিত হইয়া বিনষ্ট না হয়, তবে তাহা একাকী থাকে ; কিন্তু যদি উহা বিনষ্ট হয়, তবে প্রচুর ফল প্রসব করে। যে ব্যক্তি আপনার জীবনকে প্রীতি করে, সে তাহা হারাইবে ; এবং যিনি এই পৃথিবীতে আপনার জীবনকে তুচ্ছ করেন, তিনি তাহা অনন্ত জীবনের জন্য রক্ষা করিবেন।

42. **Of a truth I perceive that God is no respecter of persons: But in every nation he that feareth him, and worketh righteousness, is accepted with him.**—Acts, x. 34, 35.

সত্যই আমি দেখিতেছি, ঈশ্বর ব্যক্তিবিশেষের মুখাপেক্ষা করেন না ; কিন্তু জাতিমাত্রেরই মধ্যে যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে ভয় করে এবং ধর্ম্মকার্য্য করে, তিনি তাহাকে গ্রহণ করেন।

43. For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring.—Acts, xvii. 28.

কারণ তাঁহাতেই আমরা জীবিত আছি, তাঁহাতেই আমরা বিচরণ করি, এবং তাঁহাতেই আমাদের অস্তিত্ব, তোমাদের কোন কবিও ঐরূপ বলিয়া গিয়াছেন, কারণ আমরা সকলেই তাঁহার সন্তান।

44. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead.—Rom. i. 20

কারণ জগতের সৃষ্টি হইতে তাঁহার অদৃশ্য বিষয় সকল, এমন কি তাঁহার অনন্ত শক্তি ও ঈশ্বরত্ব পর্য্যন্ত, সৃষ্ট পদার্থের দ্বারা অনুভূত হইয়া সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়।

45. For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves: Which shew the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the mean while accusing or else excusing one another.—Rom ii 14 15

কারণ যাহারা কোন ধর্ম্মবিধি প্রাপ্ত হয় নাই, এরূপ ভিন্নদেশীয় লোকগণ যখন স্বভাবতঃ বিধিসঙ্গত কর্ম্ম করে, তখন তাহারা বিধি না পাইয়াও আপনারা আপনাদিগের ধর্ম্মবিধি। এতদ্দ্বারা তাহাদিগের অন্তরের লিখিত ধর্ম্মবিধির কার্য্য প্রকাশ পায়। তাহাদিগের

বিবেকও সাক্ষ্যপ্রদান করে, এবং তাহাদিগের মন পরস্পরকে দোষী অথবা পরস্পরের পক্ষ সমর্থন করে।

46. And not only so, but we glory in tribulations also: knowing that tribulation worketh patience; And patience, experience; and experience, hope.—Rom. v. 3, 4.

অপিচ কেবল ইহাই নহে, কিন্তু দুঃখ হইতে সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা হইতে বহুদর্শিতা এবং বহুদর্শিতা হইতে আশা উৎপন্ন হয় জানিয়া আমরা দুঃখেতেও গৌরব করি।

47. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.—Rom. viii. 14.

কারণ যত লোক পবিত্রাত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহারা ঈশ্বরের সন্তান।

48. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us.—Rom. viii. 18.

কারণ আমি মনে করি, আমাদিগের অন্তরে যে মহিমা প্রকটিত হইবে, তাহার সঙ্গে বর্ত্তমান দুঃখ তুলনার যোগ্য নহে।

49. Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should pray for as we ought: but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered.—Rom. viii. 26

এইরূপ পরমাত্মা আমাদিগের দুর্ব্বলতা মধ্যে সহায়তা প্রদান করেন। কারণ কিসের জন্য কিরূপ সমুচিত প্রার্থনা করিতে হয়,

তাহা আমরা জানি না ; কিন্তু যে কাতরধ্বনি কথায় ব্যক্ত করিতে পারা যায় না, ঈদৃশ কাতরধ্বনিতে স্বয়ং পবিত্রাত্মা আমাদিগের হইয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

50. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose.—Rom. viii. 28.

অপিচ আমরা অবগত আছি যে, যাহারা ঈশ্বরকে প্রীতি করে, যাহারা তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আহূত, সমুদায় পদার্থ তাহাদিগের মঙ্গলার্থ কার্য্য করে।

51. If God *be* for us, who *can* be against us?—Rom. viii. 31.

যদি ঈশ্বর আমাদিগের পক্ষে থাকেন, কে আমাদিগের বিরোধী হইতে পারে?

52. Nay but, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, Why hast thou made me thus? Hath not the potter power over the clay, of the same lump to make one vessel unto honour, and another unto dishonour?—Rom. ix. 20, 21.

অপিচ, হে মানব, তুমি কে, যে তুমি ঈশ্বরের প্রতিবাদ কর? যিনি বস্তু গঠন করিয়াছেন, তাঁহাকে কি সেই গঠিত বস্তু বলিতে পারে, তুমি আমায় কেন এরূপ গঠন করিলে? কুম্ভকারের কি কর্দ্দমের উপরে এরূপ অধিকার নাই যে, একই মৃত্তিকার তাল হইতে কোন একটি পাত্রকে গৌরবার্থ, কোন একটিকে অগৌরবার্থ নির্ম্মাণ করে?

53. How beautiful are the feet of them that preach the Gospel of peace, and bring glad tidings of good things.—Rom. x. 15.

যাহারা শান্তির সমাচার প্রচার করে, এবং মঙ্গলকর বিষয়ের আনন্দবার্ত্তা বহন করে, তাহাদিগের চরণদ্বয় কেমন সুন্দর !

54. Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another.—Rom. xii. 10.

সম্ভ্রমে একজন অপর জনকে শ্রেষ্ঠতা অর্পণ করিয়া, ভ্রাতৃপ্রেমে পরস্পরের প্রতি সকরুণ স্নেহসূত্রে বদ্ধ হও।

55. Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep.—Rom. xii. 15.

যাহারা আনন্দ করে, তাহাদিগের সহিত আনন্দ কর ; যাহারা অশ্রুবর্ষণ করে, তাহাদিগের সহিত অশ্রুবর্ষণ কর।

56. Be not overcome of evil, but overcome evil with good.—Rom. xii. 21.

অসাধুতা দ্বারা পরাজিত হইওনা, কিন্তু সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে পরাজয় কর।

57. Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God.—Rom. xiii. 1, 2.

প্রত্যেক ব্যক্তি উচ্চপদস্থ কর্ত্তৃপক্ষগণের বশীভূত হউক। কারণ কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, যাহা ঈশ্বরের নহে। যে সমস্ত কর্ত্তৃপক্ষ আছে,

তাহারা সকলেই ঈশ্বরনিয়োজিত। অতএব যে কেহ কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিরোধ করে, সে ঈশ্বরের নিয়োগের প্রতিরোধ করে।

58. Love worketh no ill to his neighbour: therefore love is the fulfilling of the law.—Rom. xiii. 10.

প্রীতি প্রতিবাসীর কোন অনিষ্ট করে না; অতএব প্রীতিই ধর্ম্মের সাধন।

59. For the kingdom of God is not meat and drink; but righteousness, and peace, and joy in the Holy Ghost.—Rom. xiv. 17.

ঈশ্বরের রাজ্য পানভোজন নহে, কিন্তু ধর্ম্ম, শান্তি ও পবিত্রাত্মাতে আনন্দ।

60. It is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor anything whereby thy brother stumbleth, or is offended, or is made weak.—Rom. xiv. 21.

মাংস আহার, মদ্যপান, অথবা অন্য কোন কার্য্য যাহাতে তোমার ভ্রাতার পদস্খলন হয়, বা হৃদয়ে আঘাত লাগে, অথবা দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধি পায়, এরূপ কিছু না করা শ্রেয়ঃ।

61. But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him.—I. Cor. ii. 9.

ইহা শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যাহারা ঈশ্বরকে প্রীতি করে, তাহাদিগের জন্য ঈশ্বর যে সমস্ত বিষয় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন,

চক্ষু তাহা দেখে নাই, কর্ণও তাহা শুনে নাই, মনুষ্যের হৃদয়েও তাহা প্রবিষ্ট হয় নাই।

62. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?—I. Cor. iii. 16.

তোমরা কি জান না যে, তোমরা পরমেশ্বরের মন্দির-স্বরূপ, এবং তাঁহার আত্মা তোমাদিগের অন্তরে অধিবাস করিতেছে?

63. They that have wives be as though they had none.—1 Cor. vii. 29.

যাহাদিগের পত্নী আছে, তাহারা এরূপে জীবনযাপন করুক, যেন পত্নী নাই।

64. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall.—I Cor. x 12.

অতএব যিনি মনে করেন, আমি দণ্ডায়মান রহিয়াছি, তিনি সাবধান হইবেন, যেন পতিত না হন।

65. Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God.—I. Cor. x. 31.

অতএব কি ভোজন, কি পান, যে কোন কার্য্য কর, সকলই ঈশ্বরের মহিমার জন্য সম্পাদন কর।

66. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up, Doth not behave itself unseemly, seeketh not her

own, is not easily provoked, thinketh no evil; Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth; Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.—I. Cor. xiii. 3-7.

যদিও আমি আমার সকল সম্পত্তি দুঃখীদিগের আহারের জন্য দান করি, এবং যদিও আমার শরীরকে দগ্ধ হইতে দি, তথাপি প্রীতি না থাকিলে উহাতে আমার কোন লাভ নাই। প্রীতি দীর্ঘকাল সহ্য করে এবং দয়ালু; প্রীতি পরদ্বেষ করে না, প্রীতি আত্মশ্লাঘা করে না এবং স্ফীত হয় না। ইহা অনুচিত ব্যবহার করে না, স্বার্থ অন্বেষণ করে না, সহজে ক্রুদ্ধ হয় না; অনিষ্ট চিন্তা করে না, অধর্ম্মে আনন্দিত হয় না, কিন্তু সত্যেতেই আনন্দিত হয়; তাবৎ বহন করে, তাবৎ বিশ্বাস করে, তাবৎ আশা করে এবং তাবৎ সহ্য করে।

67. **And the spirits of the prophets are subject to the prophets. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.**—I. Cor. xiv. 32, 33.

মহাজনগণের ভাব মহাজনগণের বশবর্ত্তী। কারণ সাধুমণ্ডলীতে যেরূপ, সেইরূপ ঈশ্বর অসামঞ্জস্যের কর্ত্তা নহেন, কিন্তু শান্তির কর্ত্তা।

68. **The letter killeth, but the spirit giveth life.**—II. Cor. iii. 6.

ভাষা বিনাশ করে, কিন্তু তাহার ভাব জীবন দান করে।

69. **For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building**

of God, and house not made with hands, eternal in the heavens.—II. Cor. v. 1.

কারণ আমরা জানি, যদি এই পার্থিব দেহমন্দির ভগ্ন হইয়া যায়, আমাদিগের ঈশ্বরদত্ত গৃহ আছে, সে গৃহ মনুষ্যহস্ত গঠন করে নাই, উহা স্বর্গে নিত্যকাল স্থায়ী।

70. For we walk by faith, not by sight.—II. Cor. v. 7.

কারণ আমরা চক্ষুর দ্বারা নহে, কিন্তু বিশ্বাস দ্বারা বিচরণ করি।

71. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance.—Gal. v. 22, 23.

প্রেম, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সুকোমল ব্যবহার, কল্যাণশীলতা, বিশ্বাস, বিনম্রতা, মিতাচার, এই সকল পবিত্রাত্মার ফল।

72. Let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.—Gal. vi. 9.

আমরা যেন সৎকর্ম্মে কখন পরিশ্রান্ত না হই, কারণ যদি আমরা ক্লান্ত না হই, তবে আমরা যথাসময়ে ফললাভ করিব।

73. Nevertheless let every one of you in particular so love his wife even as himself; and the wife see that she reverence her husband.—Eph. v. 33.

সে যাহা হউক, তোমাদিগের মধ্যে প্রতিব্যক্তি আপনার পত্নীকে যেন বিশেষভাবে আত্মবৎ প্রীতি করে, এবং দেখিতে হইবে, পত্নীও যেন তাহার পতিকে সম্মান করে।

74. Rejoice in the Lord always: and again I say, Rejoice.—Phil. iv 4.

সর্ব্বদা ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও; আমি পুনরায় বলিতেছি, ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও।

75. Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them. Children, obey your parents in all things: for this is well pleasing unto the Lord. Fathers, provoke not your children unto anger, lest they be discouraged. Servants, obey in all things your masters according to the flesh; not with eye-service, as men-pleasers; but in singleness of heart, fearing God.—Col iii 18-22.

প্রভুর আশ্রিত লোকদিগের যে প্রকার সমুচিত, সেই প্রকারে, হে পত্নীগণ, তোমরা স্ব স্ব স্বামীর বশবর্ত্তিনী হও। স্বামিগণ, তোমরা তোমাদিগের পত্নীদিগকে প্রীতি কর, তাহাদিগের প্রতি বিরক্তচিত্ত হইও না। সন্তানগণ, তোমরা সকল বিষয়ে তোমাদিগের পিতামাতার আজ্ঞাবহ হও, কারণ ইহা প্রভুর অতীব সন্তোষকর। পিতৃগণ, তোমাদিগের সন্তানদিগের ক্রোধ উদ্দীপন করিও না, কি জানি যদি ইহাতে তাহাদিগের মনোভঙ্গ হয়। দাসগণ, দেহের নিয়মানুসারে যাহারা তোমাদিগের প্রভু, তাহাদিগের নিদেশ পালন কর; লোকানুরঞ্জক ব্যক্তিগণের ন্যায় দৃষ্টতঃ সেবা না করিয়া, ঈশ্বরভীত লোকদিগের ন্যায় একান্তহৃদয়ে সেবা কর।

76. Masters, give unto your servants that which

is just and equal; knowing that ye also have a Master in heaven.—Col. iv. 1.

তোমাদিগেরও স্বর্গে প্রভু আছেন ইহা জানিয়া, প্রভুগণ, তোমাদিগের দাসগণকে যাহা তাহাদিগের অনুরূপ ও ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য, তাহা প্রদান কর।

77. Pray without ceasing.—I. Thess. v. 17.

অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর।

78. Prove all things; hold fast that which is good.—I. Thess. v. 21.

তাবৎ বিষয় বিচার কর; যাহা ভাল, তাহা দৃঢ়রূপে অবলম্বন কর।

79. In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety; not with braided hair, or gold, or pearls, or costly array; But (which becometh women professing godliness) with good works.—I. Tim. ii. 9, 10.

তদ্রূপ নারীগণ লজ্জা ও সুশীলতা সহকারে ভদ্র বসনে আপনাদিগকে সুসজ্জিত করুন; কেশবিন্যাস, স্বর্ণ, মুক্তা, অথবা বহুমূল্য বেশে ভূষিত না হইয়া, সাধ্বী স্ত্রীগণের উপযুক্ত সৎক্রিয়া দ্বারা সুশোভিত হউন।

80. Rebuke not an elder, but entreat him as a father; and the younger men as brethren; The elder women as mothers; the younger as sisters, with all purity.—I Tim. v. 1, 2.

প্রাচীনকে তিরস্কার করিও না, কিন্তু তাঁহাকে পিতার ন্যায় ও যুবকদিগকে ভ্রাতার ন্যায়, প্রাচীনাদিগকে মাতার ন্যায় এবং তরুণবয়স্কাদিগকে বিশুদ্ধমনে ভগিনীর ন্যায় বিনয়-সম্ভাষণ কর।

81. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment let us be therewith content.—I. Tim. vi. 7, 8.

কারণ আমরা এই পৃথিবীতে কিছুই লইয়া আসি নাই, এবং ইহা নিশ্চয় যে, আমরা কিছুই লইয়া যাইতে পারি না। অতএব আমরা যেন অন্ন বস্ত্রেই সন্তুষ্ট থাকি।

82. For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any two edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.—Heb. iv. 21.

ঈশ্বরের বাণী জীবন্ত এবং বলপূর্ণ, উহা দ্বিধারবিশিষ্ট অসি অপেক্ষা সুতীক্ষ্ণ, ইহা অন্তর্বিদ্ধ হইয়া প্রাণ ও আত্মাকে, সন্ধি ও মজ্জাকে দ্বিধা বিভক্ত করে, এবং ইহা অন্তরের চিন্তা ও অভিসন্ধির প্রকাশক।

83. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.—Heb. xi. 1.

বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের সারাংশ এবং অদৃশ্য পদার্থের প্রমাণস্বরূপ।

84. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering.—Jam. i. 5, 6.

যদি তোমাদিগের মধ্যে কাহারও জ্ঞানের অভাব হয়, সে ঈশ্বরের নিকট তজ্জন্য প্রার্থনা করুক, উহা তাহাকে প্রদত্ত হইবে। ঈশ্বর সকলকেই মুক্তহস্তে দান করেন এবং কাহাকেও তিরস্কার করেন না। কোনপ্রকার দ্বিধা না রাখিয়া বিশ্বাসের সহিত সে প্রার্থনা করুক।

85. Every good gift and every perfect gift from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning.—Jam. i. 17.

যাহা কিছু উৎকৃষ্ট দান, যাহা কিছু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দান, তাহা ঊর্দ্ধ হইতে অবতীর্ণ হয়; সেই জ্যোতির্ম্ময় পিতা হইতে সমাগত হয়, যাঁহাতে কোন পরিবর্ত্তনশীলতা অথবা ছায়ামাত্র অন্যথা-ভাব নাই।

86. If any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain.—Jam. i. 26.

যদি তোমাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি ধর্ম্মের ভাণ করে, অথচ তাহার রসনাকে সংযত করে না, কিন্তু নিজ হৃদয়কে নিজে প্রতারণা করে, সেই ব্যক্তির ধর্ম্ম বৃথা অভিমানপূর্ণ।

87. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affection, and to keep himself unspotted from the world. —Jam. i. 27.

পিতৃহীনগণের এবং বিধবাদিগের দুঃখের সময়ে তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করা, এবং আপনাকে সংসার হইতে নিষ্কলঙ্ক রাখা, ইহাই পিতা ঈশ্বরের সমক্ষে বিশুদ্ধ এবং অকলঙ্কিত ধর্ম্ম।

88. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.—Jam. iii 17.

ঊর্দ্ধ হইতে যে জ্ঞান আইসে, তাহা প্রথমতঃ পবিত্র, তৎপরে শান্তিবর্দ্ধন, বিনম্র এবং সহজে অনুনয়রক্ষক, করুণা ও কুশলপূর্ণ, পক্ষপাতবিরহিত এবং কপটতাশূন্য।

89. If any man speak, let him speak as the oracles of God.—Pet. iv 11.

যদি কেহ কথা বলে, তবে সে ঈশ্বরবাণীপূর্ণ প্রবক্তার ন্যায় কথা বলুক।

90. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. —I. John, i. 8.

যদি আমরা বলি, আমাদিগের পাপ নাই, তবে আমরা আত্ম-বঞ্চনা করি এবং আমাদিগের অন্তরে সত্য নাই।

91. Whosoever hateth his brother is a murderer: and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. --I. John, iii. 15.

যে কেহ আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে নরহন্তা, এবং তোমরা জান, কোন নরহন্তার অন্তরে অনন্তজীবন নাই।

92. My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth.—I. John, iii. 18.

হে শিশুসন্তানগণ, আমরা যেন মুখে প্রীতি না করি, কিন্তু কার্য্যেতে এবং সত্যেতে।

93. He that loveth not knoweth not God; for God is love,—I. John, iv. 8.

যে প্রীতি করে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর প্রীতিস্বরূপ।

94. God is love; and he that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in him.—I. John, iv. 16.

ঈশ্বর প্রীতিস্বরূপ; অতএব যে প্রীতিতে অধিবাস করে, সে ঈশ্বরেতে অধিবাস করে, এবং ঈশ্বর তাহাতে অধিবাস করেন।

95. There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love.—I. John. iv. 18.

প্রীতিতে ভয় নাই; কিন্তু পূর্ণ প্রীতি ভয়কে দূরে নিক্ষেপ করে; কারণ ভয়ে গ্লানি আছে। যে ভয় করে, সে প্রীতিতে পূর্ণভাব পায় না।

96. If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?—I. John, iv. 20.

যদি কেহ বলে, আমি ঈশ্বরকে প্রীতি করি, অথচ ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে মিথ্যাবাদী; কারণ যে দৃশ্যমান ভ্রাতাকে প্রীতি করে না, সে অদৃশ্য ঈশ্বরকে কিরূপে প্রীতি করিতে পারে?

AL KORAN

1. O men of Mecca, serve your Lord who hath created you, and those who have been before you; peradventure ye will fear him; who hath spread the earth as a bed for you, and the heaven as a covering and hath caused water to descend from heaven, and thereby produced fruits for your substance.—CHAP. ii.

হে মক্কাবাসিগণ, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদিগের পূর্ব্বতন মনুষ্যদিগকে সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার সেবা কর। তোমরা তাঁহাকে ভয় কর, যিনি তোমাদের জন্য ধরাকে শয্যারূপে এবং আকাশকে চন্দ্রাতপের ন্যায় বিস্তার করিয়াছেন, যিনি বারিকে আকাশ হইতে নিপাতিত করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা তোমাদের পোষণ জন্য ফল সকল উৎপন্ন করিয়াছেন।

2. Surely those who believe, and those who Judaize, and Christians, and Sabians, whoever believeth in God, and the last day, and doth that which is right, they shall have their reward with the Lord, there shall come no fear in them, neither shall they be grieved.—CHAP. ii.

নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং যাহারা ইহুদি, খ্রীষ্টবাদী ও সেবিয়ান (Sabians), তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম্ম করিয়া থাকে,

তাহাদের জন্ম তাহাদের প্রভুর নিকটে পুরস্কার আছে, তাহাদের সম্বন্ধে ভয় নাই, তাহারা দুঃখ পাইবে না।

3. The similitude of those who lay out their substance for advancing the religion of God, is as a grain of corn which produceth seven ears and in every ear an hundreds grains; for God giveth two-fold unto whom He pleaseth. God is bounteous and wise.—CHAP. ii.

যেমন একটি শস্যবীজ সাতটি শস্যমঞ্জরী উৎপাদন করে, প্রত্যেক মঞ্জরীতে শত শস্য উৎপন্ন হয়, পরমেশ্বরের পথে যাহারা আপন ধন ব্যয় করে, তাহাদের অবস্থা তদ্রূপ; ঈশ্বর, যাহাকে ইচ্ছা হয়, দ্বিগুণ দান করেন, এবং ঈশ্বর মুক্তহস্ত ও জ্ঞানী।

4. A fair speech, and to forgive, is better than alms followed by mischief.—CHAP. ii.

দান করিয়া ক্লেশ-প্রদানের অনুসরণ করা অপেক্ষা কোমল কথা বলা ও ক্ষমা করা শ্রেয়ঃ।

5. There is no God but He, the living, the self-subsisting. Neither slumber nor sleep seizeth Him, to Him belongeth whatsoever is in Heaven, and on earth. Who is he that can intercede with Him, but through His good pleasure? He knoweth that which is past and that which is to come unto them, and they shall not comprehend anything of His knowledge, but so far as He pleaseth, His throne is extended over Heaven and earth, and the preservation of both is no burden unto Him. He is the High, the Mighty.—CHAP. ii.

পরমেশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি জীবন্ত, অটল, তিনি তন্দ্রা ও নিদ্রা দ্বারা আক্রান্ত নহেন, দ্যুলোকে ও ভূলোকে যাহা কিছু আছে, তাহা তাঁহার। কে আছে যে তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত তাঁহার নিকটে শফায়ত (পাপক্ষমার জন্য অনুরোধ) করে? লোকের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা আছে, তাহা তিনি জানেন; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তদতিরিক্ত তাঁহার জ্ঞানের কোন বিষয়ে মনুষ্য প্রবেশ করিতে পারে না। তাঁহার সিংহাসন ভূলোক ও দ্যুলোক অধিকার করিয়াছে, এবং এ দুয়ের সংরক্ষণ তাঁহার পক্ষে ভারবহ নহে, তিনি উন্নত ও মহান্।

6. Dost thou not know that God is almighty? Dost thou not know that unto God belongeth the kingdom of Heaven and earth? Neither have ye any protector or helper except God.—CHAP. ii.

তুমি কি জান না যে, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্? তুমি কি জান না যে, আকাশ এবং পৃথিবী ঈশ্বরের রাজ্য? তিনি ভিন্ন তোমাদের রক্ষক ও সহায় আর কেহ নাই।

7. He who resigneth himself to God, and doth that which is right, he shall have his reward with his Lord; there shall come no fear on them, neither shall they be grieved.—CHAP. ii.

যিনি ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ করেন এবং সদনুষ্ঠান করেন, তিনি তাঁহার প্রভুর নিকট পুরস্কার পাইবেন। তাঁহাদিগের উপর কোন ভয় আসিবে না, এবং তাঁহাদিগের ক্লেশও পাইতে হইবে না।

8. To God belongeth the east and west; therefore, whithersoever ye turn yourselves to pray, there is the face of God; for God is omnipresent and omniscient.—CHAP. ii.

পূর্ব্ব পশ্চিম দিক উভয়ই ঈশ্বরের। অতএব যে দিকে ফিরিয়া তোমরা উপাসনা করিবে, সেই দিকেই তাঁহার আনন; কেন না পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বজ্ঞ।

9. But as for those who repent and amend, and make known what they concealed, I will be turned unto them, for I am easy to be reconciled and merciful.—CHAP. ii.

কিন্তু যাহারা অনুতাপ করে, আপনাদিগকে সংশোধন করে এবং অন্তরস্থ গুপ্ত বিষয় সকল প্রকাশ করে, আমি তাহাদিগের দিকে ফিরিব; কারণ আমি সহজেই পুনর্ম্মিলিত হই এবং আমি করুণাময়।

10. Your God is one God; there is no God but He the most merciful.—CHAP. ii.

তোমাদের ঈশ্বর একই ঈশ্বর; সেই সর্ব্বমঙ্গলময় ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই।

11. God is the patron of those who believe; he shall lead them out of darkness into light.—CHAP. ii.

যাহারা বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর তাঁহাদের সহায়। তিনি তাঁহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইবেন।

12. If God help you, none shall conquer you; but if he desert you, who is it that will help you after him? Therefore in God let the faithful trust.—Chap. iii.

যদি ঈশ্বর তোমাদিগকে সাহায্য করেন, কেহই তোমাদিগকে পরাজয় করিতে পারে না; কিন্তু তিনি যদি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তবে আর কে তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? অতএব, বিশ্বাসিগণ ঈশ্বরে নির্ভর করুন।

13. Whatever good befalleth thee, O man! it is from God; and whatever evil befalleth thee, it is from thyself.—Chap. iv.

হে মানব, তোমার যে কোন মঙ্গল ঘটনা হয়, তাহা ঈশ্বর হইতে; এবং যে কোন অমঙ্গল ঘটনা হয়, তাহা আপনা হইতে।

14. Assist one another, according to justice and piety, but assist not one another in injustice and malice.—Chap. v.

ন্যায় এবং ধর্ম্ম অনুসারে পরস্পরের সাহায্য কর, কিন্তু অন্যায় ও অসূয়াতে পরস্পরের সাহায্য করিও না।

15. O true believers! take care of your souls. He who erreth shall not hurt you, while ye are rightly directed.—Chap. v.

হে প্রকৃত বিশ্বাসিগণ, তোমাদিগের আত্মার জন্য যত্নবান্ হও। তোমরা সত্যপথে চলিলে বিপথগামী ব্যক্তি তোমাদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না।

16. He causeth the morning to appear; and hath ordained the night for rest, and the sun and the moon for the computing of time. This is the disposition of the mighty, the wise God. It is he who hath ordained the stars for you, that ye may be directed thereby in the darkness of the land, and the sea.—CHAP. vi.

তিনি প্রভাতকে উদিত করেন, এবং বিশ্রাম জন্য রজনী ও কালগণনার নিমিত্ত চন্দ্র সূর্য্যকে নিয়োজিত করিয়াছেন। ইহা পরাক্রমশালী ও জ্ঞানবান্ ঈশ্বরের বিধান। তিনিই তোমাদিগের জন্য তারা সকলকে নিয়োগ করিয়াছেন যে, তোমরা ভূমি এবং সমুদ্রস্থ অন্ধকার মধ্যে তদ্দ্বারা পরিচালিত হইবে।

17. There is no God but He, the creator of all things; therefore serve him; for he taketh care of all things. The sight comorehendeth him not, but he comprehendeth the sight; he is the incomprehensible, the wise.—CHAP. vi.

তিনি ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই, তিনি যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা; অতএব তাঁহার সেবা কর, কেন না তিনি যাবতীয় পদার্থের প্রতি যত্নবান্। চক্ষু তাঁহাকে অবধারণ করিতে পারে না, কিন্তু তিনি চক্ষুকে অবধারণ করেন। তিনি বোধাতীত ও জ্ঞানবান্।

18. Whosoever confideth in God cannot be deceived; for God is mighty and wise.—CHAP. viii.

যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাঁহারা প্রতারিত হইবার নহেন; কেন না ঈশ্বর পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানবান্।

19. Is there any of your companions who directeth unto the truth? Say, God directeth unto the truth.—CHAP. x.

তোমাদের সহচরদিগের মধ্যে কি কেহ তোমাদিগকে সত্যের পথে লইয়া যায়? বল, ঈশ্বরই সত্যের পথে লইয়া যান।

20. They who believe and fear God, shall receive good things in this life, and in that which is to come.—CHAP. x.

যাঁহারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস এবং ভয় করেন, তাঁহারা ইহজীবনে এবং পরকালে সুসংবাদ লাভ করেন।

21. I expect my reward from God alone, and I am commanded to be one of those who are resigned unto him.—CHAP. x.

আমি কেবল ঈশ্বরের নিকটেই পুরস্কারের প্রত্যাশা করি, এবং তাঁহাতে যাঁহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগেরই একজন হইতে আদিষ্ট হইয়াছি।

22. There is no creature which creepeth on the earth, but God provideth his food; and he knoweth the place of its retreat and where it is laid up—CHAP. xi.

মৃত্তিকায় বিচরণ করে এমত একটিও ক্ষুদ্র কীট নাই, ঈশ্বর যাহার আহারের উপায় না করেন; ইহার আরামস্থান এবং কোথায় ইহা রক্ষিত হয়, তিনি সমস্ত অবগত আছেন।

23. Wherefore persevere with patience; for

the prosperous issue shall attend the pious.—CHAP. xi.

অতএব সহিষ্ণুতার সহিত দৃঢ়নিষ্ঠ হও, কারণ ধার্ম্মিকদিগের সৌভাগ্য অবশ্যই ফলিবে।

24. My support is from God alone; on him do I trust, and unto him do I turn me.—CHAP. xi.

ঈশ্বর হইতেই আমার উপজীবিকা; তাঁহার উপরেই আমি নির্ভর করি, এবং তাঁহার দিকেই আমি আমাকে ফিরাই।

25. O Lord, a prison is more eligible unto me than the crime to which they invite me; but unless thou turn aside their snares from me, I shall youthfully incline unto them, and I shall become one of the foolish.—CHAP xii

হে প্রভো, তাহারা আমাকে যে পাপে আকৃষ্ট করে, তাহা অপেক্ষা কারাগারও আমার মনোনীত। কিন্তু যদ্যপি তুমি তাহাদের পাশ আমা হইতে অন্তরিত না কর, তাহা হইলে আমি যুবকপ্রকৃতি অনুসারে সেই দিকে নত হইব, এবং নির্ব্বুদ্ধিদিগের মধ্যে একজন হইয়া পড়িব।

26. Despair not of the mercy of God; for none despaireth of God's mercy except the unbelieving people.—CHAP. xii.

ঈশ্বরের করুণায় নিরাশ হইও না, কেন না অবিশ্বাসী লোক ব্যতীত আর কেহ ঈশ্বরের করুণায় নিরাশ হয় না।

27. As to those who believe not in the life to

come, their hearts deny the plainest evidence, and they proudly reject the truth.—CHAP. xvi

যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তাহাদিগের মন অতি স্পষ্ট প্রমাণ অস্বীকার করে, এবং তাহারা গর্ব্বিতভাবে সত্যকে অগ্রাহ্য করে।

28. God hath brought you forth from the wombs of your mothers; ye knew nothing, and he gave you the senses of hearing, seeing and understanding, that ye might give thanks.—CHAP. xvi.

পরমেশ্বর তোমাদিগকে মাতৃগর্ভ হইতে প্রসূত করিয়াছেন। তোমরা কিছুই জানিতে না, তিনি তোমাদিগকে শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিশক্তি প্রদান করিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবে।

29. Thy Lord hath commandeth that ye worship none besides him; and that ye shew kindness unto your parents, whether the one of them or both of them, attain to old age with thee. Wherefore say not unto them, Fy on you! neither reproach them, but speak respectfully unto them; and submit to behave humbly towards them, out of tender affection, and say, O Lord! have mercy on them both, as they nursed me when I was little. Your Lord well knows that which is in your souls, whether ye be men of integrity; and he will be gracious unto those who sincerely return unto him.—CHAP. xvii.

তোমার প্রভু আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহারও পূজা করিবে না; এবং তোমাদের পিতা কিংবা মাতা অথবা উভয়ে তোমাদের আশ্রয়ে থাকিয়া বৃদ্ধ হইলেও তাঁহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবে। অতএব, 'আপনাদিগকে ধিক্!' কখন তাঁহাদিগকে এরূপ বলিবে না। তাঁহাদিগকে অনুযোগও করিবে না, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতি সম্মানসহকারে কথা কহিবে, এবং সুকোমল প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহাদের প্রতি বিনম্র ব্যবহার স্বীকার করিবে, এবং এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে, "হে প্রভো, আমি যখন ক্ষুদ্র ছিলাম, তখন ইঁহারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, ইঁহাদের উপর করুণা প্রকাশ কর"। তোমাদের অন্তরে কি আছে এবং তোমরা সাধু ব্যক্তি কি না, তোমাদের প্রভু তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন; এবং যাহারা সরল হৃদয়ে তাঁহার নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, তিনি তাহাদিগের প্রতি সদয় হইবেন।

30. There are some men who serve God in a wavering manner, standing as it were on the verge of the true religion. If good befall one of them, he resteth satisfied therein; but if any tribulation befall him, he turneth himself round, with the loss both of this world and of the life to come.—CHAP. XXII.

কতকগুলি লোক আছে, তাহারা যেন সত্যধর্ম্মের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া চঞ্চলভাবে ঈশ্বরের সেবা করে। যদি তাহাদের মধ্যে কাহারও কোন শুভ ঘটনা হয়, সে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু কোন বিপদ হইলেই ফিরিয়া বসে, এবং ইহলোক ও পরলোক উভয়ই হারায়।

31. Wherefore be ye constant at prayer; and give alms; and adhere firmly unto God; He is your master; and he is the best master, and the best protector.—CHAP. xxii.

অতএব নিত্য উপাসনা কর, এবং দান কর ও ঈশ্বরনিষ্ঠ হও। তিনি তোমাদিগের প্রভু; তিনি তোমাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রভু এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট রক্ষক।

32. Be constant at prayer; for prayer preserveth a man from filthy crimes, and that which is blameable; and the remembering of God is surely a most important duty.—CHAP. xxix.

নিত্য উপাসনা কর, কারণ উপাসনা মনুষ্যকে জঘন্য অপরাধ এবং যাহা কিছু দূষণীয়, তাহা হইতে রক্ষা করে; আর ঈশ্বরকে স্মরণ করা নিশ্চয়ই মনুষ্যের একটি অতি গুরুতর কর্ত্তব্য।

33. This present life is no other than a toy, and a plaything; but the future mansion of paradise is life indeed; if they knew this, they would not prefer the former to the latter.—CHAP. xxix.

এই বর্ত্তমান জীবন ক্রীড়ার দ্রব্য ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু ভাবী স্বর্গনিকেতন যথার্থই জীবন। যদ্যপি তাহারা ইহা জানিত, তাহা হইলে বর্ত্তমান জীবনকে ভাবী জীবন অপেক্ষা মনোনীত করিত না।

34. The prophet is nigher unto the true believers than their own souls.—CHAP. xxxiii.

প্রেরিত মহাজন, বিশ্বাসিগণের নিজ আত্মা অপেক্ষা তাঁহাদের অধিকতর নিকটবর্ত্তী।

35. He who forgiveth, and is reconciled unto his enemy, shall receive his reward from God.—CHAP. xlii.

যিনি ক্ষমা করেন এবং শত্রুদিগের সহিত পুনর্ম্মিলিত হন, তিনি ঈশ্বরের নিকট পুরস্কার লাভ করিবেন।

36. It is he who sendeth down secure tranquility into the hearts of the true believers, that they may increase in faith beyond their former faith.—CHAP. xlviii.

তিনি প্রকৃত বিশ্বাসীদিগের হৃদয়ে নিঃশঙ্ক শান্তি প্রেরণ করেন যে, তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসে বর্দ্ধিত হইতে পারিবেন।

37. Verily the true believers are brethren; wherefore reconcile your brethren.—CHAP. xlix.

সত্যই প্রকৃত বিশ্বাসিগণ পরস্পর ভ্রাতৃস্বরূপ; অতএব ভ্রাতৃগণের সঙ্গে ঐক্য সম্পাদন কর।

AVESTA

1. May we thus atttain to that which is so to union with Thy purity to all eternity.—Yacna, xi. 5, 6.

আমরা যেন এইরূপে অনন্তকাল পর্য্যন্ত তোমার পবিত্রতার সহিত প্রকৃত যোগ প্রাপ্ত হই।

2. May we attain Thy good kingdom, Mazda-Ahura, for ever. Thou art our Ruler, possessed of the good kingdom for men as well as for women.—Yacna, xii. 3, 4

হে মাজ্দা-আহুরা, আমরা যেন চিরকালের জন্য তোমার মঙ্গল-রাজ্য প্রাপ্ত হই। তুমি আমাদের শাসনকর্ত্তা, তুমি নর নারী উভয়ের জন্য মঙ্গলরাজ্য অধিকার করিয়া রহিয়াছ।

3. He who resigns himself to Him, the Greatest of all, he teaches also His creatures to know Him as the Greatest.—Yacna, xix. 30

যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করেন, তিনি তাঁহার জীবদিগকেও, তিনি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা জানিতে দেন।

4. All renown unites itself with the pure man through true thinking, speaking and acting.—Yacna, xix 40.

সত্যচিন্তা, সত্যকথন ও সদনুষ্ঠান দ্বারা তাবৎ যশ বিশুদ্ধ ব্যক্তির সহিত মিলিত হয়।

5. Mayest thou be to us life and body.—Yacna, xxi. 7.

তুমি যেন আমাদের দেহ ও প্রাণ হও।

6. Immortality is the wish of the soul of the pure.—Yacna, xliv. 7.

বিশুদ্ধদিগের আত্মা অমরত্ব ইচ্ছা করে।

7. To the serviceable wise is through the Holy spirit Friend, Brother, Father, Ahura-Mazda.—Yacna, xliv. 11.

হিতকারী জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষে পবিত্র আত্মা দ্বারা আহুরা-মাজ্‌দা ভ্রাতা, পিতা, বন্ধু হয়েন।

8. May Thy kingdom come, O Ahura, wherewith thou makest good for the right-living poor.—Yacna, lii. 9.

হে আহুরা, তোমার রাজ্য আগমন করুক, যদ্দারা তুমি সাধুজীবন দরিদ্রদিগকে পুরস্কার কর।

9. These Gathas are for our soul both food and raiment. May they bring us good reward, much reward, pure reward, for the next world, after the separation of the vital powers and consciousness.—Yacna, liv. 6-8.

এই সমস্ত গাথা আমাদের আত্মার পক্ষে আহার এবং পরিচ্ছদ উভয়ই। জীবনীশক্তি এবং চৈতন্যের বিচ্ছেদ হইলে, পরলোকের জন্য যেন তাহারা আমাদিগকে সৎ পুরস্কার, প্রচুর পুরস্কার, বিশুদ্ধ পুরস্কার আনিয়া দেয়।

10. This victory give we: namely the prayer which has a good seed: which is united with purity, united with wisdom, whose seeds are good thoughts, words and works.—Yacna, lvii. 1-3.

সেই প্রার্থনা দ্বারা আমরা তোমার জয় ঘোষণা করি, যাহাতে একটি উত্তম বীজ নিহিত আছে, যাহা পবিত্রতার সহিত সংযুক্ত, জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত, এবং সাধুচিন্তা, সাধুবাক্য ও সদনুষ্ঠান যাহার বীজ।

11. In prayer we rejoice. Ahura-Mazda, in prayer we desire, to prayer we submit ourselves, on prayer we call.—Yacna, lvii. 6, 7.

হে আহুরা-মাজ্দা, প্রার্থনাতে আমরা আনন্দিত হই, প্রার্থনাতে আমরা অভিলাষ করি; আমরা আপনাদিগকে প্রার্থনার অধীন করি; প্রার্থনাকেই আমরা ডাকি।

12. I praise and exalt (thee) the Creator Ormazd, the Brilliant, Majestic, Omniscient, the Perfector of deeds, the Lord of Lords, the Prince over all princes, the Protector, the Creator of the created, the Giver of daily food, Powerful, Good, Strong, Old, Forgiving, Granter of forgiveness, Rich in Love, Mighty and Wise, the pure Supporter.—Khorda, 7.

হে স্রষ্টা অরমজ্দ, আমি তোমার যশঃকীর্ত্তন করি এবং তোমাকে মহীয়ান্ করি। তুমি উজ্জ্বল, ঐশ্বর্য্যশালী, সর্ব্বজ্ঞ, তুমি সকল কার্য্যের পূরক, প্রভুর প্রভু, রাজাধিরাজ, রক্ষক, সৃষ্টবস্তুর স্রষ্টা,

দৈনিক-আহার-প্রদাতা, ক্ষমতাবান্‌, মঙ্গলময়, শক্তিমান্‌, পুরাণ, ক্ষমাবান্‌, ক্ষমাপ্রদাতা, প্রেমপূর্ণ, প্রভাবশালী ও জ্ঞানবান্‌ এবং পবিত্র প্রতিপালক।

13. The smiting that comes from above we praise.—Khorda, xvi. 4.

ঊর্দ্ধ হইতে যে কশাঘাত আইসে, আমরা তাহার প্রশংসা করি।

14. Charity, which feeds the poor, praise we.—Khorda, xviii. 7.

যে প্রীতি দরিদ্রকে আহার দান করে, আমরা তাহার প্রশংসা করি।

15. Ahura-Mazda created the creatures very good, very fair, very high, very furthering, very lofty. That they might make the world progressive, not growing old, not dying, not becoming corrupt and stinking, but ever-living, ever-profiting,—a kingdom as one wishes it; that the dead may arise and there may come Immortality for the living, which furthers the world at will.—Khorda, xxxv. 10, 11.

আহুরা-মাজদা জীবদিগকে অতি সুন্দর, অতি উচ্চ, উন্নতিশীল এবং অতিশয় মহৎ করিয়া সৃজন করিয়াছেন যে, তাহারা পৃথিবীকে উন্নতিশীল করিবে, পুরাতন হইতে দিবে না, মৃত হইতে দিবে না, দূষিত এবং পূতিগন্ধময় হইতে দিবে না, কিন্তু চিরজীবন্ত করিবে, চিরফলভোগী করিবে, এবং একটি ইচ্ছানুরূপ রাজ্য করিবে যে,

মৃতেরা উত্থিত হইতে পারিবে এবং জীবিতদিগের জন্য সেই অমরত্ব আসিবে, যাহা ইচ্ছাক্রমে পৃথিবীকে উন্নত করে।

16. The sins against father, mother, sister, brother, wife, child, against spouses, against the superiors, against my own relations, against those living with me, against those who possess equal property, against the neighbours, against the inhabitants of the same town, against servants, every unrighteousness through which I have become amongst sinners; of these sins repent I with thought, words, and works, corporeal as spiritual, earthly as heavenly, with the three words: Pardon, O Lord! I repent of sins.—Khorda, xlv. 6

পিতা, মাতা, ভগিনী, ভ্রাতা, ভার্য্যা, সন্তান, পরিণীত ব্যক্তি, গুরুজন, আত্মীয়, সহবাসী, সমান-বিভবশালী, প্রতিবাসী ও নগরবাসী এবং ভৃত্য, ইহাদের বিরুদ্ধে আমি যে সমস্ত পাপ করিয়াছি এবং প্রত্যেক অধর্ম্ম যদ্দ্বারা আমি পাপীদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছি, সেই সমুদায় পাপের জন্য আমি কায়িক এবং আধ্যাত্মিক, পার্থিব এবং স্বর্গীয় চিন্তা, বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা, বাক্যত্রিতয়-সহকারে অনুতাপ করি; হে প্রভো, আমাকে ক্ষমা কর, আমি পাপের জন্য অনুতাপ করি।

17. All that I ought to have thought and have not thought, all that I ought to have spoken and have not spoken, all that I ought to have done and have not done; pardon, I repent with Patet. All that I ought not to have thought and yet have

thought, all that I ought not to have spoken and yet have spoken, all that I ought not to have done and yet have done; pardon, I repent with Patet. All and every kind of sin which men have committed because of me, or which I have committed because of men, pardon, I repent with Patet.—Khorda, xlvi. 24-26

যাহা আমার চিন্তা করা উচিত ছিল এবং চিন্তা করি নাই, যাহা আমার বলা উচিত ছিল এবং বলি নাই, যাহা আমার করা উচিত ছিল এবং করি নাই, সে সমস্ত ক্ষমা কর, আমি পাতেৎ সহকারে অনুতাপ করিতেছি। যাহা আমার চিন্তা করা অনুচিত ছিল এবং তত্রাপি চিন্তা করিয়াছি, যাহা আমার বলা অনুচিত ছিল এবং তত্রাপি বলিয়াছি, যাহা আমার করা অনুচিত ছিল এবং তত্রাপি করিয়াছি, সে সমস্ত ক্ষমা কর, আমি পাতেৎ সহকারে অনুতাপ করিতেছি। যত প্রকার পাপ লোকে আমার জন্য করিয়াছে কিংবা আমি লোকের জন্য করিয়াছি, সে সমস্ত ক্ষমা কর, আমি পাতেৎ সহকারে অনুতাপ করিতেছি।

18. Learn purity! Be worthy of good praise! May the mind think good thoughts, the words speak good, the works do good! May all wicked thoughts hasten away, all wicked words be diminished, all wicked works be burnt up.—Khorda, xlix. 5.

পবিত্রতা শিক্ষা কর, সৎপ্রশংসার উপযুক্ত হও, ''মন সচ্চিন্তা চিন্তা করুক, বাক্য শুভ বলুক, কার্য্য শুভ করুক, যাবতীয় দুষ্ট চিন্তা

পলায়ন করুক, যাবতীয় দুষ্ট বাক্য হ্রাস হউক, যাবতীয় দুষ্ট কার্য্য দগ্ধ হউক।

19. Be modest with friends, clever and well-wishing. Be not cruel. Be not wrathful minded. Commit no sin through shame. Be not covetous. Torment not. Cherish not wicked envy, be not haughty, treat no one despitefully, cherish no lust. Rob not the property of others. Keep thyself from the wives of others. Do good works with good activity.—Khorda, xlix. 5.

বান্ধবের নিকট বিনম্র হও, সুবোধ এবং হিতৈষী হও। নিষ্ঠুর হইও না, ক্রুদ্ধমনা হইও না। লজ্জাপ্রযুক্ত পাপ করিও না। লোভী হইও না, যন্ত্রণা দিও না। দুষ্ট হিংসা পোষণ করিও না, দাম্ভিক হইও না, কাহার প্রতি বিদ্বেষ ব্যবহার করিও না, রিপুপরিপোষণ করিও না, পরের দ্রব্য চুরি করিও না, ব্যভিচার হইতে আপনাকে দূরে রাখ, সদুৎসাহে সৎকার্য্য অনুষ্ঠান কর।

20. Be shining as the Sun. Be pure as the Moon.—Khorda, xlix. 6.

সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় হও, চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল হও।

CHINESE SCRIPTURES

1. Is he not a man of complete virtue, who feels no discomposure though men may take no note of him?—CONFUS I. HES. URH. i. 3.

তিনি কি পূর্ণ ধার্ম্মিক নহেন, লোকে তাঁহার কোন সংবাদ না লইলেও যিনি কোন প্রকার অশান্তি অনুভব করেন না ?

2. The Master said, A youth, when at home, should be filial, and, abroad, respectful to his elders. He should be earnest and truthful. He should overflow in love to all, and cultivate the friendship of the good. When he has time and opportunity after the performance of these things, he should employ them in polite studies.—IBID. vi.

আচার্য্য বলেন, যখন এক জন যুবক গৃহে থাকে, সে পিতৃমাতৃভক্ত হইবে ; যখন অন্যত্র থাকে, জ্যেষ্ঠগণের প্রতি সম্মানপরায়ণ হইবে। সে উৎসাহী এবং সত্যবাদী হইবে। সকলের প্রতি তাহার প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইবে, এবং সে সজ্জনগণ সহ বন্ধুতা করিবে। এই সকল করিয়া তাহার যে সময় ও সুযোগ থাকিবে, তাহা সে সাহিত্যচর্চ্চায় নিয়োগ করিবে।

3. Hold faithfulness and sincerity as first principles.—IBID. viii. 2.

বিশ্বস্ততা এবং সারল্য এই দুইকে সর্ব্বপ্রথম তত্ত্বরূপে গ্রহণ কর।

4. When you have faults, do not fear to abandon them.—IBID. viii. 4.

তোমার যে সকল দোষ আছে, তাহা পরিহার করিতে ভীত হইও না।

5. The Master said, He who aims to be a man of complete virtue, in his food does not seek to gratify his appetite, nor in his dwelling place does he seek the appliances of ease; he is earnest in what he is doing and careful in his speech; he frequents the company of men of principle that he may be rectified:—such a person may be said indeed to love to learn.—IBID. xiv.

আচার্য্য বলেন, যিনি পূর্ণধর্ম্মপরায়ণ হইতে চাহেন, তিনি আহারে ইন্দ্রিয়তুষ্টি, অথবা নিজগৃহে ভোগের উপকরণ অন্বেষণ করেন না ; তিনি যাহা করেন, তাহাতে তিনি উৎসাহপূর্ণ, কথাতে তিনি সতর্ক, তিনি চরিত্রবান্ লোকদিগের সঙ্গ করেন যেন, তিনি সংশোধিত হইতে পারেন, ঈদৃশ ব্যক্তিই শিক্ষা করিতে ভালবাসেন, বলা যাইতে পারে।

6. To see what is right and not to do it is want of courage.—IBID. II WEI. CHING. XXIV.

যাহা ঠিক, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া না করা সৎসাহসের অভাব।

7. The Master said, Not so. He who offends against Heaven has none to whom he can pray.—IBID. iii. PAY YIH. xiii. 2.

আচার্য্য বলেন, না, এরূপ নহে। যে কোন ব্যক্তি স্বর্গের বিরুদ্ধে অপরাধ করে, তাহার কেহ নাই যে, সে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতে পারে।

The Master said, If the will be set on virtue, there will be no practice of wickedness.—IBID. LE. JIN. iv.

আচার্য্য বলেন, ধর্ম্মানুষ্ঠানে ইচ্ছা নিরন্তর নিযুক্ত থাকিলে, কখন আচরণে দুষ্টতা উপস্থিত হয় না।

9. If a superior man abandon virtue, how he can fulfil the requirements of that name?—IBID. v. 2.

যদি কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করে, তবে শ্রেষ্ঠত্ব নামের উপযোগী বিষয় সকল সে কি প্রকারে সম্পাদন করিবে ?

10. The superior man does not, even for the space of a single meal act contrary to virtue. In moments of haste, he cleaves to it. In seasons of danger, he cleaves to it.—IBID. iii.

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, আহারে যতটুকু সময় যায়, সে কালের জন্যও, ধর্ম্মের বিরোধী কার্য্য করেন না। যখন তিনি সত্বর, তখনও তিনি ধর্ম্মকে দৃঢ় ধারণ করিয়া থাকেন ; যখন বিপদের সময় উপস্থিত, তখনও উহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া থাকেন।

11. The Master said, O Sin, my doctrine is that of an all-pervading unity. The disciple Tsangs replied, Yes.—IBID. xv.

আচার্য্য বলেন, হে সিন, এক সর্ব্বব্যাপী একতাই আমার ধর্ম্মমত। শিষ্য ৎসাঙ্গ উত্তর দিলেন, হাঁ।

12. The Master said, The reason why the ancients did not readily give utterance to their words, was that they feared lest their actions should not come up to them.—IBID. xxii.

আচার্য্য বলেন, প্রাচীনগণ তখন তখনই কেন বাক্য উচ্চারণ করিতেন না, তাহার কারণ এই, তাঁহারা ভয় করিতেন, কি জানি বা তাঁহাদের কার্য্য তদনুরূপ না হয়।

13. The Master said, The superior man wishes to be slow in his words, and earnest in his conduct.—IBID xxii. 1.

আচার্য্য বলেন, শ্রেষ্ঠ মনুষ্য কথায় মন্দগতি, এবং আচরণে অতি উদ্যমশীল হইতে অভিলাষ করেন।

14. The Master said, Virtue is not left to stand alone. He who practises it will have neighbours.—IBID. XXV. 1.

আচার্য্য বলেন, ধর্ম্ম কখন একাকী দণ্ডায়মান থাকেন না। যে কেহ ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, সে প্রতিবাসী লাভ করে।

15. The Master said, They who know the truth are not equal to those who love it, and they who love it are not equal to those who find pleasure in it.—IBID vi. YUNG. YAY xviii.

আচার্য্য বলেন, যাহারা সত্য জানে তাহারা, সত্য যাহারা ভালবাসে, তাহাদিগের সমান নহে; যাহারা সত্য ভালবাসে তাহারা, সত্যেতে যাহারা আনন্দ লাভ করে, তাহাদের সমান নহে।

16. The Master said, Heaven produced the virtue that is in me. Hwan T'uy—what he can do to me.—IBID. vi. SHUH. URH. xxii.

আচার্য্য বলেন, আমাতে যে ধর্ম্ম আছে, স্বর্গ তাহা উৎপাদন

করিয়াছেন। হোয়ান তয়ু—সে আমার প্রতি কি করিতে পারে।

17. The Master said, Is virtue a thing remote? I wish to be virtuous, and lo! virtue is at hand.—IBID. XXIX.

আচার্য্য বলেন, ধর্ম্ম পদার্থ কি দূরে? আমি ধার্ম্মিক হইতে চাই, আর দেখ, ধর্ম্ম করতলস্থ।

18. The Master said, Respectfulness, without the rules of propriety, becomes laborious bustle; carefulness, without the rules of propriety, becomes timidity; boldness, without the rules of propriety, becomes insubordination; straightforwardness, without the rules of propriety, becomes rudeness.—IBID. VIII. T'AE-PIH. II.

আচার্য্য বলেন, সম্মাননা যথোপযুক্ততার নিয়মবহির্ভূত হইলে বাহ্যাড়ম্বর হইয়া যায়, সাবধানতা যথোপযুক্ততার নিয়মবহির্ভূত হইলে ভীরুতায় পরিণত হয়, সাহসিকতা যথোপযুক্ততার নিয়মবহির্ভূত হইলে অবাধ্যতা হইয়া যায়, ঋজুতা যথোপযুক্ততার নিয়মবহির্ভূত হইলে পারুষ্যে পরিণত হয়।

19. It is by the Rules of propriety that the character is established.—IBID. VIII 2.

যথোপযুক্ততার নিয়মনিচয়ে চরিত্র স্থিরত্ব লাভ করে।

20. What Heaven has conferred is called "The Nature", an accordance with this nature is called "The Path of *Duty*".; The regulation of this path is called "Instruction".—DOC. MEAN. CHAP. i. 1.

স্বর্গ যাহা অর্পণ করিয়াছেন, তাহাকে প্রকৃতি বলে, এই প্রকৃতির অনুসরণ কর্তব্যের পন্থা, এই পন্থার যথাযথ নিয়োগকে শিক্ষা বলে।

21. While there are no stirrings of pleasure, anger, sorrow, or joy, the mind may be said to be in the state of "Equilibrium". When those feelings have been stirred, and they act in their due degree, there ensues what may be called the state of "Harmony". The "Equilibrium" is the great root *from which grow all the human actings* in the world, and this "Harmony" is the universal path *which they all should pursue.*—IBID. 4.

যখন বাসনা, ক্রোধ, দুঃখ ও আনন্দের উদ্দীপন থাকে না, তখন মনের সাম্যাবস্থা বলা যায়। যখন ঐ সকল ভাব উদ্দীপ্ত হয়, অথচ যথোপযুক্ত পরিমাণে কার্য্য করে, তখন সামঞ্জস্যের অবস্থা বলা যায়। এই সাম্যাবস্থা সংসারে মনুষ্যের সমুদায় ক্রিয়ার মূল, এবং এই সামঞ্জস্যের অবস্থা সকল লোকের অনুসরণীয় বিশ্বজনীন পন্থা।

22. When one cultivates to the utmost the principles of this nature, and exercises them on the principle of reciprocity, he is not far from the path. What you do not like, when done to yourself, do not do to others.—IBID. xiii. 3.

এক ব্যক্তি যখন তাহার প্রকৃতিনিহিত মূলতত্ত্ব সকল অতিমাত্রায় কর্ষণ করে, এবং অন্যোন্যতার নিয়মে সেই সকলের পরিচালনা করে, সে ব্যক্তি পন্থা হইতে দূরে নহে। যাহা তোমার

প্রতি কেহ করিলে তোমার ভাল লাগে না, সে কার্য্য তুমি অন্যের প্রতি করিও না।

23. Thus it is that the superior man is quiet and calm, waiting for the appointment of "Heaven," while the mean man walks in dangerous paths, looking for lucky occurrences.—IBID. XIV. 4.

এইরূপে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি স্বর্গের নিয়োগ প্রতীক্ষা করিয়া স্থির শান্তভাবে অবস্থিতি করেন, যে সময়ে নীচ প্রকৃতির লোক সৌভাগ্যজনক ঘটনার প্রতীক্ষায় বিপৎসঙ্কুল পন্থায় বিচরণ করে।

24. The Master said, In archery we have something like the way of the superior man. When the archer misses the centre of the target, he turns round and seeks for the cause of his failure in himself.—IBID. XIV 5.

আচার্য্য বলেন, লক্ষ্যভেদে শ্রেষ্ঠ জনের পন্থার অনুরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন কোন লক্ষ্যভেদকারী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তখন তাহার সেই অকৃতার্থতার কারণ সে আপনার অভ্যন্তরে অন্বেষণ করে।

25. *We may say* therefore that he who is greatly virtuous will be sure to receive the appointment of Heaven.—IBID. XVII. 5.

অতএব আমরা বলিতে পারি, যে ব্যক্তি সমধিক ধার্ম্মিক, সেই নিশ্চয় স্বর্গের নিয়োগ লাভ করিবে।

শ্লোক ও প্রবচনের সূচিপত্র।

হিন্দুশাস্ত্র।

অ।

বৌদ্ধশাস্ত্র ।

শিখ-ধর্ম্মশাস্ত্র।

JEWISH SCRIPTURES

CHRISTIAN SCRIPTURES.

AVESTA

CHINESE SCRIPTURES

সম্পূর্ণ।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শ্লোক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫	১০	৩৮	ধার	ধীর
২৫	৭	৬৪	নহ	নক
৪১	১৮	১১৪	সন্তোষস্বতুর্থঃ	সন্তোষশ্চতুর্থঃ
৭০	১৭	২১৫	ব্রহ্ম সত্যং	সত্যং ব্রহ্ম
৯২	৬	২৮৯	দুখং	দুঃখং
১০৬	১৯	৩৩৮	পরমেশ্বরের	তোমার
১০৯	৭	৩৪৫	যাযস্মতিন	যথাস্মতিন